NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

EKDIN

একদিন

এগিয়ে চলার সঙ্গী

৩ সিন্ডিকেট দখলকে কেন্দ্র করে তাণ্ডব গোলপার্কের কাঁকুলিয়া রোডে

সবেবরাতে কড়া নির্দেশিকা, রাত ১০টার পর আতশবাজিতে নিষেধাজ্ঞা ৩

কলকাতা ৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ ২০ মাঘ ১৪৩২ মঙ্গলবার উনবিংশ বর্ষ ২৩৩ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 03.02.2026, Vol.19, Issue No. 233, 8 Pages, Price 3.00

কোচবিহারে মাধ্যমিকের সকালে স্কুলে সিলিন্ডার বিস্ফোরণ

নিজস্ব প্রতিবেদন: মাধ্যমিক পরীক্ষার প্রথম দিনেই অপ্রত্যাশিত দুর্ঘটনা ঘটল কোচবিহারের একটি স্কুলে। তুফানগঞ্জ নাককাটি গাছ হাই স্কুলে সোমবার সকালে পরীক্ষা শুরুর মাত্র ১৫ মিনিট আগে শিক্ষক ও শিক্ষিকাদের চা তৈরির জন্য ব্যবহৃত গ্যাস সিলিন্ডারে আগুন ধরে যায়। বিষয়টি নজরে আসার পর এক সিভিক ভলান্টিয়ার তৎপরতা দেখিয়ে জ্বলন্ত সিলিন্ডারটি স্কুলের খোলা মাঠে সরিয়ে আনেন। অল্পের জন্য প্রাণরক্ষা হয় অন্তত ২০০ জন মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীর। এই ঘটনাটি নজরে এসেছে মধ্যশিক্ষা পর্ষদের। স্কুল কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কথা বলেছেন আধিকারিকরা।

জানা গিয়েছে, সোমবার ওই স্কুলে মিড ডে মিল রান্না চলছিল। আচমকা গ্যাসের পাইপ লিক করে। তা থেকে আগুন লেগে যায়। মুহূর্তের মধ্যে আগুনের গ্রাসে চলে যায় গোটা সিলিন্ডার। কোনওক্রমে সিলিন্ডারটি রান্নাঘর থেকে বের করে আনা হয়। যাতে প্রত্যেক পরীক্ষার্থী সুরক্ষিত থাকে তাই স্কুলের মাঠে সিলিন্ডারটি ফেলে দেওয়া হয়। তার কিছুক্ষণের মধ্যে বিকট শব্দে গ্যাস সিলিন্ডার বিস্ফোরণ হয়। কেঁপে ওঠে স্কুলচত্বর-সহ গোটা এলাকা। মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীরা আতঙ্কিত হয়ে পড়ে। স্থানীয় বাসিন্দারাও জড়ো হয়ে যান। স্কুলের বাইরে অপেক্ষারত অভিভাবকরাও দৌড়ে আসেন। কিছুক্ষণের মধ্যে শিক্ষকদের আশ্বাসে স্কুল পড়ুয়ারা শান্ত হয়। আবার পরীক্ষা দেওয়া শুরু করে তারা। এই ঘটনার খবর পৌঁছয় মধ্যশিক্ষা পর্ষদে। স্কুল কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কথা বলেছেন আধিকারিকরা।

ভলান্টিয়ার রাজিবুল হক বলেন, 'আমি চেষ্টা করেছি আগুন নেভাতে, ভেজা কাপড় দিয়ে ঘেরাও করেছি। তবু আগুন নিয়ন্ত্রণে আসছিল না। তাই একটি বাঁশ ব্যবহার করে সিলিন্ডারটি মাঠের মাঝখানে সরিয়ে রাখি। কয়েক মিনিটের মধ্যেই সেটি বিস্ফোরিত হয়।' বিস্ফোরণের শব্দে স্কুল এবং আশেপাশের এলাকা কেঁপে ওঠে। তবে কোনও হতাহতের খবর পাওয়া যায়নি।

দমকলবাহিনী দ্রুত পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। স্কুলের প্রধানশিক্ষক দুলাল বসাক বলেন, 'ঘটনা স্বল্পক্ষণের জন্য হলেও পরীক্ষা ব্যাহত হয়নি। শিক্ষার্থীরা নির্ধারিত সময়ে পরীক্ষা শুরু করেছে।' অভিভাবকরা অভিযোগ করেছেন, 'স্কুলের নিরাপত্তা ব্যবস্থা পর্যাপ্ত ছিল না। বড় বিপদ এড়ানো গেল কেবল সময়মতো সতর্কতার কারণে।'

মার্কিন শুল্ক হ্রাস

ওয়াশিংটন, ২ ফেব্রুয়ারি: মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ঘোষণা করেছেন যুক্তরাষ্ট্র ও ভারতের মধ্যে একটি বাণিজ্য চুক্তি হয়েছে, যার ফলে ভারতীয় পণ্যের ওপর আরোপিত পাল্টা শুল্ক উল্লেখযোগ্যভাবে কমানো হয়েছে। এই শুল্কের হার ২৫ শতাংশ থেকে কমিয়ে ১৮ শতাংশ করা হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গে টেলিফোনে আলোচনার পর এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলেও তিনি উল্লেখ করেছেন। ট্রুথ সোশ্যাল-এ ফোনালাপের বিস্তারিত শেয়ার করে ট্রাম্প বলেন, 'প্রধানমন্ত্রী মোদীর প্রতি বন্ধুত্ব ও সম্মানের কারণে এবং তাঁর অনুরোধে, তাৎক্ষণিকভাবে কার্যকর হওয়া একটি বাণিজ্য চুক্তিতে আমরা সম্মত হয়েছি। এই চুক্তির আওতায় যুক্তরাষ্ট্র ভারতের পণ্যের ওপর পাল্টা শুল্ক ২৫ শতাংশ থেকে কমিয়ে ১৮ শতাংশে নামিয়ে আনবে।'

যত কাণ্ড রাজধানীতে

নিশানায় কমিশনার, বৈঠকই বয়কট 'অপমানিত' মুখ্যমন্ত্রীর

নয়াদিল্লি, ২ ফেব্রুয়ারি: সোমবার বিকেলে মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের সঙ্গে বৈঠক শেষে প্রবল ক্ষোভ উগরে দিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়-সহ ১৫ জনের প্রতিনিধিদল নিয়ে কমিশনের সদর দপ্তরে ঢোকার কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই সংঘাতের সুর স্পষ্ট হয়ে ওঠে। বৈঠক শেষে বাইরে বেরিয়ে মুখ্যমন্ত্রী অভিযোগ করেন, কমিশনের তরফে তাঁদের প্রশ্নের কোনও সদুত্তর দেওয়া হয়নি। তাঁর ভাষায়, 'এত উদ্ধত নির্বাচন কমিশনার আগে দেখিনি।'

বিকেল চারটে নাগাদ শুরু হওয়া এই বৈঠকে এসআইআর প্রক্রিয়া নিয়ে একাধিক আপত্তি তুলে ধরে তৃণমূল নেতৃত্ব। মমতার দাবি, 'এর আগেই প্রায় ৫৮ লক্ষ ভোটারের নাম বাদ গিয়েছে। এবার বিজেপির কথায় কমিশন এক কোটিরও বেশি নাম ছাঁটতে চাইছে।' তাঁর অভিযোগ, নির্বাচন কমিশন নিরপেক্ষ না থেকে শাসক দলের বিরোধিতায় সক্রিয় ভূমিকা নিচ্ছে।

মুখ্য নির্বাচন কমিশনারকে বিজেপির 'তোতাপাখি' বলে আক্রমণ মমতার। তাঁর কথায়, 'আমি অনেক কমিশনার দেখেছি। কিন্তু কেউ তোতাপাখি ছিলেন না। সেই জন্য আমাদের অসম্মান করা হয়েছে। ঠিক ভাবে আমাদের প্রশ্নের উত্তর দেয়নি। সেই কারণে আমরা বৈঠক বয়কট করে চলে এসেছি। বিজেপি যা বলছে তাই করছে। আমাদের পক্ষে জনতা আছে। আমরা ময়দানে লড়ে নেব।'

মমতার দাবি, 'এক দিন ওঁকে (জ্ঞানেশ কুমার) ভুগতেহবে। আপনার পাশে বিজেপির শক্তি আছে, আমাদের পাশে জনগণ

রয়েছে। আমরা বয়কট করে চলে এসেছি। আমাদের অসম্মান করেছে, অপমান করেছে। আমি এমন নির্বাচন কমিশন দেখিনি। আমাদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করেছে।' মমতার কথায়, 'আমরা বিচার চাইতে এসেছিলাম। কিন্তু আমাদের অবিচার করা হয়েছে।' জ্ঞানেশকে 'বড় মিথ্যাবাদী' বলে তোপ মমতার। কমিশনকে 'মিথ্যার জঞ্জাল' বলে আক্রমণ মুখ্যমন্ত্রীর।

এই প্রসঙ্গে পরবর্তী পদক্ষেপ সম্পর্কে মঙ্গলবার জানানো হবে। মমতার কথায়, 'পরবর্তী কী পদক্ষেপ করা হবে, তা আমার দলের সদস্যদের সঙ্গে বৈঠকে ঠিক করা হবে। মঙ্গলবার জানিয়ে দেওয়া হবে। এই নির্বাচন কমিশনের থেকে আমাদের কোনও আশা নেই। এরা বিজেপির দালাল, দালাল, দালাল, দালাল...।' মমতার দাবি, জমিদারি মেজাজে বৈঠকে কথা বলেছেন জ্ঞানেশ। মঙ্গলবার কী কর্মসূচি হবে তা রাতে জানানো হবে বলে জানান মমতা। তাঁর দাবি, 'হাইকোর্টের বিচারপতির স্ত্রীদেরও নোটিস পাঠিয়েছে। এ বার জনতা ওদের নোটিস দেবে।'

মমতা দাবি করেন, 'আমি যা চিঠি পাঠিয়েছি একটারও উত্তর দেয়নি। ওরা উল্টো কথা বলছে। আমাদের বলছে বিএলও দিইনি। আমরা বিএলও দিইনি তো কারা দিয়েছে? বাইরে থেকে লোক এনে অবজার্ভার করা হচ্ছে। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ মানে না। ওরা আদালতের কথা শোনে না। এ ভাবেই দেশ চলবে?'

আইন ভাঙলে কড়া পদক্ষেপ কমিশনের

নয়াদিল্লি, ২ ফেব্রুয়ারি: 'এসআইআর-এ হস্তক্ষেপ বরদাস্ত নয়, আইন ভাঙলে কড়া পদক্ষেপ' মমতার অভিযোগের জবাব দিল নির্বাচন কমিশন। কমিশন এবং মুখ্য নির্বাচন কমিশনারকে প্রকাশ্যে ভয় দেখাচ্ছে তৃণমূল কংগ্রেসের বিধায়করা। ইআরও (এসডিও/বিডিও)-দের অফিসে হামলা চালানো হচ্ছে। কমিনের সঙ্গে আলোচনা না করেই ৩ জন রোল অবজার্ভারকে বদল করেছে পশ্চিমবঙ্গ সরকার। সব মিলিয়ে, নির্বাচন কমিশন ও রাজ্য সরকারের টানাপোড়েন যে আরও তীব্র হতে চলেছে, তা স্পষ্ট ইঙ্গিত দিল এই বৈঠক।

কমিশন জানায়, মমতার নেতৃত্বে তৃণমূলের প্রতিনিধি দল দেখা করেছে। পশ্চিমবঙ্গের এসআইআর সংক্রান্ত তাদের কিছু প্রশ্ন ছিল, তা তুলে ধরেছে বৈঠকে। মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমার সব প্রশ্নেরই উত্তর দিয়েছেন। তৃণমূলের অভিযোগ উড়িয়ে দেওয়ার পাশাপাশি কমিশন স্পষ্ট জানায়, আইনের শাসন বজায় থাকবে। কেউ যদি আইন নিজের হাতে তুলে নেয়, তবে কমিশনের হাতে থাকা আইনগত ক্ষমতা এবং সংবিধান অনুযায়ী কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে। বিবৃতিতে তৃণমূলের বিরুদ্ধে পাল্টা সরব হয়েছে কমিশন। তাদের দাবি, তৃণমূলের বিধায়কেরা কমিশন বিশেষত মুখ্য কমিশনারের বিরুদ্ধে অশালীন এবং হুমকির ভাষা ব্যবহার করেন।

'চোর মাচায়ে শোর', শুভেন্দু-তিরে মমতা

নিজস্ব প্রতিবেদন: সোমবার মুখ্যমন্ত্রীর দিল্লি যাত্রা, বঙ্গভবনে তৎপরতা এবং মুখ্য নির্বাচন কমিশনের দপ্তরে বৈঠক, এই তিন ঘটনাকে একসূত্রে বেঁধে তীব্র কটাক্ষে সরব হলেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। তাঁর অভিযোগ, আসন্ন ভোটের আগে এসআইআর প্রক্রিয়াকে ভেস্তে দিতেই এই দৌড়ঝাঁপ। শুভেন্দুর কথায়, 'উনি চাইছেন এসআইআর ভন্ডুল করে ২০২৫-এর পুরনো ভোটার তালিকা ধরে ভোট করাতে। কিন্তু এটা মোটেও নতুন কোনও প্রক্রিয়া নয়, এটা নবম এসআইআর। এত সহজে বিষয়টা ভেস্তে যাবে না।'

ভোটার তালিকা সংশোধন নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর আপত্তিকে 'ধান্দা' আখ্যা দিয়ে বিরোধী দলনেতা স্পষ্ট করেন, এই কৌশল সফল হবে না। তাঁর বক্তব্য, 'মৃত ভোটার, ভুয়ো ভোটার, একাধিক জায়গায় নাম থাকা ভোটার, এরা কেউই আর ভোট দিতে পারবে না।' একইসঙ্গে তিনি রোহিঙ্গা ও বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারীদের ভোটার তালিকা থেকে বাদ দেওয়ার দাবিতেও অনড় থাকেন।

মুখ্যমন্ত্রীর ধারাবাহিক প্রতিবাদ প্রসঙ্গে শুভেন্দুর কটাক্ষ আরও তীব্র। তিনি বলেন, 'যত খুশি চিৎকার-চেঁচামেচি করুন, তাতে সত্য বদলাবে না।' শেষে সরাসরি আক্রমণ শানিয়ে তাঁর মন্তব্য, 'চোর মাচায়ে শোর।'

রাজ্যে ভূতের সরকার চলছে, তোপ শমীকের

নিজস্ব প্রতিবেদন: সোমবার মুখ্যমন্ত্রীর হঠাৎ বঙ্গভবনে যাওয়াকে কেন্দ্র করে রাজ্য রাজনীতিতে নতুন করে পারদ চড়াল বিজেপি। তীব্র কটাক্ষ ছুড়ে রাজ্য বিজেপির সভাপতি ও সাংসদ শমীক ভট্টাচার্য দাবি করেন, পশ্চিমবঙ্গে কার্যত কোনও জীবন্ত সরকার নেই। তাঁর ভাষায়, 'এ রাজ্যে সরকার চলছে না, চলছে ভূতেদের রাজত্ব। সরকারটাই আসলে ভূত।'

শমীকের অভিযোগ, রাজ্যের প্রশাসনিক কাঠামো থেকে উন্নয়ন প্রকল্প, সব জায়গাতেই নাকি 'অদৃশ্য অস্তিত্ব' ভর করে আছে। তিনি বলেন, 'যে সব প্রকল্পের অ্যাকাউন্টে ভূতের নাম পাওয়া যায়, সেই প্রকল্পই চালাচ্ছে এই তৃণমূল সরকার। তাই এ সরকার ভূতেদের সরকার ছাড়া আর কিছু নয়।'

বিমান দুর্ঘটনায় অজিতের মৃত্যু ঘিরে সংশয়ী কংগ্রেস-উদ্ধবসেনা

নয়াদিল্লি, ২ ফেব্রুয়ারি: অজিত পাওয়ারের বিমান ভেঙে পড়া নিছকই দুর্ঘটনা কি না, এ বার তা নিয়ে সংশয় প্রকাশ করলেন শিবসেনা (উদ্ধব শিবির) নেতা সঞ্জয় রাউতও। এনসিপি নেতার বিমান দুর্ঘটনা কোনও 'ষড়যন্ত্র' হতে পারে বলে মনে করছে কংগ্রেস শিবিরও।

কী কারণে অজিতের বিমান দুর্ঘটনার কবলে পড়ল, তা নিয়ে আগেই প্রশ্ন তুলেছেন তৃণমূলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এ বার বিরোধী জোট 'ইন্ডিয়া'র অন্য নেতারাও এ নিয়ে প্রশ্ন তুলতে শুরু করলেন। যদিও অজিতের কাকা তথা বিরোধী জোটের অন্যতম প্রবীণ নেতা শরদ পাওয়ার প্রথম প্রতিক্রিয়াতেই দাবি করেছেন, এটি একটি দুর্ঘটনা। অজিতের মৃত্যুর সঙ্গে রাজনীতিকে না জড়ানোর অনুরোধ করেছেন তিনি।

গত বুধবার মুম্বই থেকে বারামতীতে যাওয়ার পথে ভেঙে পড়ে অজিতের বিমান। বস্তুত, এই দুর্ঘটনার আগে থেকেই গুঞ্জন ছড়িয়েছিল এনসিপি-র দুই গোষ্ঠী আবার এক হয়ে যেতে পারে। ওই গুঞ্জনের মাঝেই বিমান দুর্ঘটনায় মৃত্যু

হয় অজিতের। সেই প্রসঙ্গ টেনে শিবসেনা (উদ্ধব) সাংসদ সঞ্জয় বলেন, 'অজিত পওয়ারের দুর্ঘটনা নিয়ে প্রশ্ন তোলা উচিত। তাঁর নিজের দলেও এ নিয়ে প্রশ্ন ওঠা উচিত। কিছু তো সন্দেহজনক রয়েছে। পর্দার আড়ালে নিশ্চয়ই কিছু একটা হয়েছে।'

তিনি আরও বলেন, 'অজিত পাওয়ার ঘরে ফেরার (এনসিপি-র দুই গোষ্ঠীর পুনর্মিলন) তোড়জোড় করছিলেন। কিন্তু বিজেপি বলছিল, তাদের কাছে সেচ দপ্তরের ফাইল রয়েছে। এর পরেই এই রহস্যজনক দুর্ঘটনা ঘটল। অজিত কিছু দিন আগেই বলছিলেন, তাঁর কাছে কয়েক জন বিজেপি নেতার বিষয়ে ফাইল রয়েছে। তার পরেই দুর্ঘটনা। প্রথম দিন থেকেই আমার সন্দেহজনক ঠেকছে। আমি সংসদে বিষয়টি তুলব।'

বিরোধী জোট 'ইন্ডিয়া'-র প্রবীণ নেতা এটিকে দুর্ঘটনাটি বলে দেখতে চাইলেও জোটের অন্দরেই এ নিয়ে প্রশ্ন ক্রমশ জোরালো হচ্ছে। মমতার পরে এ বার প্রশ্ন তুলল উদ্ধব শিবির এবং কংগ্রেসও।

মহারাষ্ট্রের কংগ্রেস নেতা বিজয় ওয়াদেত্তরও ওই বিমান দুর্ঘটনা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন। তাঁর দাবি, 'অজিত দাদার আচমকা মৃত্যু কোনও ষড়যন্ত্র হলেও হতে পারে। এই বিষয়টি তদন্ত করে দেখা দরকার। এনসিপি-র দুই গোষ্ঠীকে আবার এক হয়ে যাওয়া আটকাতেই এই ষড়যন্ত্র করা হল না তো? সেই কারণেই কি তড়িঘড়ি উপমুখ্যমন্ত্রী বেছে নেওয়া হল?'

ইডির মামলা সুপ্রিম কোর্টে খারিজের আবেদন রাজ্যের

নিজস্ব প্রতিবেদন: পশ্চিমবঙ্গ সরকার ও ইডির মধ্যে আইনি তর্ক নতুন মাত্রা পেয়েছে। ইডির পক্ষ থেকে দায়ের করা হাইকোর্টে মামলার বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টে রিট আবেদন নিয়ে পশ্চিমবঙ্গ প্রশাসন চ্যালেঞ্জ করেছে। রাজ্যের বক্তব্য, ইডির এই রিট প্রক্রিয়া গ্রহণযোগ্য নয়, কারণ একই বিষয়ক মামলা ইতিমধ্যেই কলকাতা হাইকোর্টে বিচারাধীন।

সরকার পক্ষ থেকে আবেদনে বলা হয়েছে, 'ইডির কাছে এমন মৌলিক অধিকার নেই যা তাকে সরাসরি সুপ্রিম কোর্টে রিট দায়ের

আইপ্যাকে অভিযান

করার ক্ষমতা দেবে। এছাড়া, ব্যক্তিগত গোপনীয়তার অধিকারও লঙ্ঘিত হয়েছে।' রাজ্য প্রশাসন অভিযোগ তুলেছে, অভিযানের সময় পূর্বনির্ধারিত কার্যকর নোটিস ইডি প্রদান করেনি এবং সংস্থাটি 'সার্বজনীন তল্লাশি ও জধ' করার ক্ষমতা রাখে না। এছাড়া ইডির কার্যক্রমে সংরক্ষিত যোগাযোগও লঙ্ঘিত হয়েছে বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

জানুয়ারির ৮-এ কলকাতার আইপ্যাক অফিসে ইডির অভিযানকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও দলের শীর্ষ নেতারা উপস্থিত হয়ে ইডির কর্মকর্তাদের সঙ্গে তর্কে জড়িয়ে পড়েন। ইডির দাবি, অফিস থেকে কিছু ফাইল নিয়েছেন, যা তদন্তে বাধা সৃষ্টি করেছে।

এই ঘটনায় হাইকোর্টে তিনটি এফআইআর-এর উপর স্থগিতাদেশ দেওয়া হয়েছে। এখন পরিস্থিতি সুপ্রিম কোর্টের পর্যবেক্ষণে, যেখানে দুই পক্ষের আইনি দ্বন্দ্ব আরও জটিল আকার নিতে পারে।

এআই-এ নাম বাদ

■ আগে তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মুখে শোনা গিয়েছিল সীমা খান্নার নাম। তিনি বলেন, 'এখানে ৫৮ লক্ষের নাম বাদ দিয়ে দিয়েছে। এআই দিয়ে সীমা খান্না এই কাজ করেছেন। উনি নির্বাচন কমিশনের কেউ নন। বিজেপির আইটি সেলের।'

বোয়িংয়ে সমস্যা

■ আবার সেই এয়ার ইন্ডিয়া। সেই বোয়িং ৭৮৭। দেখা দিল জ্বালানি সুইচের সমস্যা। তবে পাইলটের তৎপরতায় এড়ানো গেল অহমদাবাদ বিমান ভেঙে পড়ার মতো ঘটনা। এয়ার ইন্ডিয়ার তরফে সোমবার জানানো হয়, তাদের এক পাইলট ইঞ্জিনের জ্বালানি নিয়ন্ত্রণ সুইচে সমস্যার কথা জানান।

প্রাক্তন সেনাপ্রধানের অপ্রকাশিত বইয়ে লোকসভায় শোরগোল

নয়াদিল্লি, ২ ফেব্রুয়ারি: প্রাক্তন সেনাপ্রধানের অপ্রকাশিত বই ঘিরে শোরগোল লোকসভায়। সংসদে ওই বইয়ের একাংশ রাহুল গান্ধি পড়তে শুরু করতেই 'বাধা' দেন কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং। তিনি যুক্তি দেন যে, অপ্রকাশিত বই সংসদে উদ্ধৃত করতে পারেন না রাহুল। রাহুল অপ্রকাশিত বইয়ের অংশ কেন পড়ছেন, সেই প্রশ্ন তোলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ-ও।

সোমবার লোকসভায় বাজেট অধিবেশন শুরু হওয়ার কিছু ক্ষণ পরেই বিজেপি সাংসদ তেজস্বী সূর্য কংগ্রেসকে খোঁচা দিয়ে বলেন, 'ওরা দেশপ্রমিক হতে পারল না।' তার পর বক্তৃতা করতে উঠে লোকসভার বিরোধী দলনেতা প্রাক্তন সেনাপ্রধান মনোজ মুকুন্দ নরবণের 'অপ্রকাশিত' বই 'ফোর স্টারস অফ ডেস্টিনি'-র একাংশ পড়তে শুরু করেন।

২০১৯ সালের ডিসেম্বর মাস থেকে ২০২২ সালের এপ্রিল পর্যন্ত দেশের সেনাপ্রধান ছিলেন নরবণে। তাঁর ওই বইয়ের অংশ সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে একটি ম্যাগাজিনে। ৪৪৮ পাতার ওই বইয়ে বলা হয়েছে, ২০১৭ সালে ডোকলামে ভারত এবং চিনের সেনা যখন মুখোমুখি অবস্থানে দাঁড়িয়ে, তখন বেজিংয়ের সাঁজোয়া গাড়ি ভারতীয় ভূখণ্ডে ঢুকে পড়েছিল।

বক্তৃতা করতে উঠে রাহুল নরবণের বই থেকে কেবল 'ডোকলামে চিনের ট্যাঙ্ক' অংশটি পড়তে শুরু করেন। তার পরেই নিজের আসন থেকে উঠে দাঁড়ান প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ। তিনি বলেন, 'উনি (রাহুল) বলুন, বইটি কি আদৌ প্রকাশিত হয়েছে? এটা প্রকাশিতই হয়নি। উনি এখান থেকে উদ্ধৃত করতে পারেন না।' রাজনাথের পর বিষয়টি নিয়ে সরব হন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শাহও। তিনি বলেন, 'যখন বইটা প্রকাশিতই হয়নি, তখন উনি কেন সেটা পড়ছেন?' বিষয়টি নিয়ে শাসক এবং বিরোধী বেঞ্চে

শোরগোল শুরু হয়। গোটা ঘটনাপ্রবাহ তাঁর সামনে ঘটলেও নিজে কোনও মন্তব্য করেননি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।

কেন্দ্রীয় মন্ত্রীদের সঙ্গে একমত হয়ে লোকসভার স্পিকার ওম বিড়লা রাহুলের উদ্দেশে বলেন, 'নিয়ম অনুযায়ী সংবাদপত্রের প্রতিবেদন, বই বা এমন কিছু জিনিস যা প্রমাণিত নয়, তা সংসদে পাঠ করা যায় না।' রাহুলকে বইয়ের ওই অংশ বাদ দিয়ে বক্তৃতা চালিয়ে যাওয়ার অনুরোধ করেন স্পিকার। রাহুল দাবি করেন, বইয়ের আসল অংশই প্রকাশিত হয়েছে। কংগ্রেস সাংসদ কেসি বেণুগোপাল, এসপি সাংসদ অখিলেশ সিং যাদব রাহুলকে বক্তৃতা করতে দেওয়ার অনুরোধ করেন। সংসদ বিষয়কমন্ত্রী কিরেন রিজিজু লোকসভার নিয়ম স্মরণ করিয়ে দেন। স্পিকার বলেন, 'বইটি প্রকাশিত হলেও সভার আলোচ্যসূচির সঙ্গে এর কোনও সম্পর্ক নেই।'

রাহুল বইটি উদ্ধৃত না করে সেটি মর্মার্থ পড়ে শোনানোর অনুমতি চান। তাঁর সেই আর্জি খারিজ করে দেন স্পিকার। রাজনাথ অভিযোগ করেন যে, রাহুল সভাকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করছেন। তার পরেও কিছুক্ষণ স্পিকার এবং রাহুলের মধ্যে কথোপকথন চলে। স্পিকার জানান, রাষ্ট্রপতির ভাষণের উপর ধন্যবাদজ্ঞাপক বক্তৃতাই শুধু দিতে পারবেন রাহুল। হইচইয়ের মধ্যেই স্পিকার পরবর্তী বক্তা হিসাবে অখিলেশের নাম ঘোষণা করেন। শোরগোলের কারণে দুপুর ৩টে পর্যন্ত লোকসভার অধিবেশন মুলতুবি করে দেওয়া হয়।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

নাম-পদবী

গত ০৯/০১/২০২৬ তারিখে জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী কোর্টে ৭৯৪ নং এফিডেভিট বলে আমি Sur Ali Sekh S/o. Toyaj Sekh, সাং শিবপুর, গাজীদরগা, ত্রিবেণী, মগরা, হুগলী-৭১২৫০৩, হাল সাং হেমতপুর, চম্পাহাটি, কুটিরপাড়া, বর্দ্ধমান-৭১৩৫১৯, ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পুত্রের (Sk. Samim) জন্ম সার্টিফিকেটে (Regn. No. 627, dated 13/12/2007, D.O.B. 03/11/2007) আমার সঠিক নাম Sur Ali Sekh-এর পরিবর্তে Sk. Surali লিপিবদ্ধ হইয়াছে। আমি Sur Ali Sekh ও Sk. Surali সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ২০/০১/২০২৬, S.D.E.M., সদর, হুগলী, কোর্টে ৪৮ নং এফিডেভিট বলে আমি Md Asif Mollah S/o. Mahammad Tahasin Mollah, Md Asif Mollah S/o. Mollah Md Tahasin ও Md Asif Mollah S/o. Md Tasbin সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ২৯/০১/২০২৬, S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী, কোর্টে ১৬৩১ নং এফিডেভিট বলে আমি Sabbir Rahaman S/o. Golam Mostafa ও Md Sabbir Rahaman S/o. Md. G. Mostafa সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ২৯/০১/২০২৬, S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী, কোর্টে ১৬২৫ নং এফিডেভিট বলে আমি Supriya Sarkar ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Uttam Kumar Sarkar ও U. Sarkar সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ৩০/০১/২০২৬, S.D.E.M., সদর, হুগলী, কোর্টে ২৭ নং এফিডেভিট বলে আমি Sekh Ajijul Rahaman S/o. Sekh Yasin ও Sk Ajijul Rahaman S/o. Lt. Md Yeasin সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ২৯/০১/২০২৬, S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী, কোর্টে ১৬২৭ নং এফিডেভিট বলে আমি Amit Mookherjee S/o. Probhat Mookherjee ও Amit Mukherjee S/o. P. Mukherjee সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ৩০/০১/২০২৬, S.D.E.M., সদর, হুগলী, কোর্টে ৭০ নং এফিডেভিট বলে আমি Puspal Chatterjee S/o. Shyamal Kumar Chatterjee ও Puspal Chattopadhyay S/o. S. Kr. Chattopadhyay সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ২৯/০১/২০২৬, S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী, কোর্টে ১৬২৬ নং এফিডেভিট বলে আমি Ajay Jalan S/o. Govindram Jalan ও Ajoy Kr Jalan S/o. G. Jalan সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ৩১/১২/২০২৫, S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী, কোর্টে ১৭৬৭৪ নং এফিডেভিট বলে আমি Jaya Sarangi S/o. Dilip Kumar Sarangi ও Joya Sorangi S/o. Dilip Kr. Sorangi সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ০৯/০১/২০২৬, S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী, কোর্টে ৪৪১ নং এফিডেভিট বলে আমি Pandob Das S/o. Gopal Das ও Pandab Das S/o. Late G. Das সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ০২/০২/২০২৬, জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী, কোর্টে ৪৬৪২ নং এফিডেভিট বলে আমি Susanta Koley S/o. Habul Koley ও Sushanta Kole S/o. S. Kole সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ০২/০২/২০২৬, নোটারী পাবলিক, সদর, হুগলী, কোর্টে ৭৪ নং এফিডেভিট বলে আমি Kamal Kumar Chatterjee (old name) S/o. Balailal Chatterjee, R/o. Thaipara, Pandua, Hooghly-712149, W.B., ঘোষণা করিয়াছি যে, আমি Kamal Kumar Chatterjee নাম পরিবর্তন করিয়া সর্বত্র Kamal Chatterjee (New Name) নামে পরিচিত হইয়াছি। আমি Kamal Chatterjee & Kamal Kumar Chatterjee S/o. Balailal Chatterjee সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি। আমার পুত্র Suvakar Chatterjee.

নাম-পদবী

আমি আজিজুল মন্ডল ৯/১/২৬ এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট কৃষ্ণনগর কোর্টে এফিডেভিটে আজিজুল মন্ডল S/o আনিচুর মন্ডল ও আজিজুল সেখ S/o আনিচুর সেখ উভয়ে একই ব্যক্তি হলাম।

নাম-পদবী

আমি Meherniga Khabli Badur Ali (বর্তমানে মৃত) আমার প্রাক্তন স্বামী Sahjan Sekh বর্তমানে মৃত আমার আসল স্বামী Sabana Khatun আমার কন্যা আমার পুত্র Himsagar Sekh 28/01/26 আলিপুর কোর্টের এফিডেভিটে Himsagar Shaikh S/o Sahajan Shaikh ও Himsagar Sekh S/o Sahajan Sekh উভয়ে একই ব্যক্তি হইল।

AFFIDAVIT

I, SMT. JHUNA MAJUMDER D/O Khitish Chandra Dey and W/O Ranjay Majumder residing at Madhya Jhorehat, P.O.- Jhorehat, P.S.- Sankrail, Dist. - Howrah- 711302 do hereby declare vide affidavit before the Ld. Judicial Magistrate 1st Class at Howrah dated 28.01.2026 that actual spelling of my surname is MAJUMDER and my full name is JHUNA MAJUMDER and it is recorded in my Aadhar, PAN and Voter Cards but in my Passport being No. N6191211 issued on 28.01.2016 issued by the Republic of India, my name has been recorded as JHUNA MAJUMDAR inadvertently. There is a same mistake in the spelling of the surname of my husband RANJAY MAJUMDER too. JHUNA MAJUMDER and JHUNA MAJUMDAR i.e. me is the same and one identical person. RANJAY MAJUMDER and RANJAY MAJUMDAR i.e. my husband is the same and one identical person.

নোটিশ

আমি, অমলতারা ভট্টাচার্য্য, পিতা- ৺বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য, সাকিম শিবপুর হাজরাপাড়া, পোষ্ট ত্রিবেণী, থানা মগরা, জেলা হুগলী, পিন-৭১২৫০৩, পঃবঃ, এতদ্বারা জানাইতেছি যে, আমি বিগত ১৯৯৫ সাল হইতে চুঁচুড়া আদালতে ল' ক্লার্ক হিসাবে কর্মরত আছি। আমি পশ্চিমবঙ্গ ল' ক্লার্কস স্টেট কাউন্সিল কলকাতায় আমার লাইসেন্স ও এনরোলমেন্টের দরখাস্ত করিয়াছি। উক্ত বিষয়ে কাহারও কোন আপত্তি থাকিলে তাহা অত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ১৫ (পনেরো) দিনের মধ্যে কাউন্সিল অফিসে (শিয়ালদহ কোর্ট, সাত তলা) আপত্তি করিবেন।

আজকের দিনটি কেমন যাবে?

আজ ৩ রা ফেব্রুয়ারি। ২০ শে মাঘ । মঙ্গলবার। দ্বীতিয়া তিথি। জন্মে সিংহ রাশি। অষ্টোত্তরী মঙ্গল র মহাদশা কাল বিংশোত্তরী কেতু র মহাদশা কাল। মৃতে দ্বীপাদ দোষ।

মেষ রাশি : বন্ধু স্বজন থেকে সতর্ক। পারিবারিক জীবনে কিছু হতাশা সহ সতর্কতা অবলম্বন। যে বান্ধবকে বিশ্বাস করে পথে পা বাড়িয়েছিলেন, তার থেকে বিরূপ মন্তব্যে মনোকষ্ট বৃদ্ধি। শ্বশুর বাড়ির দুই সদস্য আজ উপকারে আসবে। হাসপাতাল থেকে সুস্থ হয়ে বাড়ি ফেরার কথা। ঋণ বিষয় বৃথা তর্ক বিবাদ। শিবাষ্টক মন্ত্র পাঠ করুন শুভ হবে।

বৃষ রাশি : এক প্রভাবশালী রাজনৈতিক ব্যক্তির দ্বারা সম্মান প্রাপ্তি। শুভ। যদি ধৈর্য ধরতে পারেন তবে, বিবাদের পরিণতি আপনার পক্ষে আসবে। যে সন্তানকে নিয়ে বিব্রত ছিলেন আজ তার মুখ থেকে সত্যতা জানতে পারবেন। ঋণ গ্রহণে বাধা। ব্যাংক ইন্সুরেন্স সম্পর্কিত বিষয় সতর্ক থাকা শুভ। বেতন ভুক কর্মচারিদের উন্নতি কিছু যোগ তৈরী হবে। শ্রী শ্রী চন্ডীপাঠে শুভ।

মিথুন রাশি : সতর্ক থাকুন। যে প্রভাবশালী নেতা কথা দিয়েছিলেন তা এক মায়া। প্রেমিক কে বিশ্বাস করে-সর্বস্ব দিয়েছেন, আজ তার আজ তার মুখ থেকে ঐ শব্দগুলি শুনবেন-ভেবেছিলেন কি? হঠাৎ ভুল বোঝাবুঝি, দাম্পত্যে বিবাদ। কেমন যেন প্রেমহীন দুনিয়া। প্রেমে বিতর্ক। বিদ্যার্থীদের জন্যে দুশ্চিন্তা। যারা কর্ম প্রার্থী তাদের গুরুজনের উপদেশ অমৃত কাজে আসবে। মহাকালী জয়ন্তী মন্ত্র পাঠ।

কর্কট রাশি : গুপ্ত শত্রুতা। পুরাতন বান্ধব দের থেকে সতর্ক থাকুন। দাম্পত্যে দুশ্চিন্তা। বিবাহ বিষয় আরো সতর্ক হওয়া উচিত ছিল। যোটক বিচার মেলেনি - দাম্পত্যে মঙ্গল দ্বারা মাঙ্গলিক। এ বিবাহে শান্তি কোথায়? সন্তানের বিদ্যালয় কিছু বিতর্ক। এক ছাত্রীর মায়ের দ্বারা বিবাদ। আদ্যাস্ত্রত পাঠ শুভ।

সিংহ রাশি : শুভ। নতুন উদ্যমে আবার, জমি-জমা-কৃষি জমিতে তে লাভ প্রাপ্তি। ইন্টারনেটের মাধ্যমে শুভ সংবাদ প্রাপ্তি। আয় বৃদ্ধি। অসৎ বান্ধবকে আর ছলনাময়ী নারীকে চিনে নিন। পথের সাথী করে লগ্নী করতে চলেছেন, যে ব্যক্তি মদতদাতা তার কাছে সংকল্প প্রকাশ করা উচিত নয়। শিবশক্তি মন্ত্র পাঠ।

কন্যা রাশি : বানিজ্যে শুভ। বিশেষত-সাংবাদিক-লেখক-মুদ্রণযন্ত্র বিষয়ক সম্পর্ক যুক্ত তাদের তাদের অর্থ প্রাপ্তি ও সৌভাগ্য যোগ। কিছু বিষয়ে মুখ না খোলাতে সম্মান প্রাপ্তি। নিশ্চুপ ও হাসি, আজ কর্মযোগে শুভ। শিবতান্ডব স্রোত্র পাঠ করুন শুভ।

তুলা রাশি : কর্ম সংকল্প গোপনে রাখা ভালো।তিনি কি আপনার মনন শক্তিকে শ্রদ্ধা করেন? তিনি কি সত্যি আপনার আপনজন? তবে বৃথা তর্ক বিবাদ কেনো? বিদ্যালয় যে সমস্যা চলছে, সন্তানের কারণে-তার সমাধান করবেন আপনার প্রতিবেশী স্বজন। আদ্যাস্রোত পাঠে শান্তি।

বৃশ্চিক রাশি : আজ লগ্নিকরা অর্থ দ্বারা শুভ সৌভাগ্য যোগ। প্রতিবেশী তো সর্বদাই আপনার সঙ্গ চান। কিন্তু আপনি তাদের থেকে কেনো দূরে থাকছেন? বিবাহে মাঙ্গলিক দোষ, বিবাদ নিশ্চিত। যাকে নিয়ে স্বপ্ন দেখছেন তিনিকি সত্যি আপনার আপনজন? শনিমন্ত্র পাঠ করুন।

ধনু রাশি : কর্মে উন্নতির সুযোগ আছে। বানিজ্যিক শুভ। বিদ্যার্থীদের একপ্রকার। উচ্চবিদ্যা না বিদেশ যাত্রা করে যারা প্রতিষ্ঠিত হতে চান-সুবর্ণ সুযোগ। আজ সৌভাগ্য প্রতিবেশীর ঈর্ষা আপনাকে আরো জেদী করে তুলবে। গণেশ সঙ্কট নাশিনস্তত্র পাঠ।

মকর রাশি : সুস্থতা বৃদ্ধি হবে। ধনলাভ। পরিবারে সতর্ক থাকা শুভ। বিত্তের সঠিক লগ্নিতে বুদ্ধির প্রয়োজন। সন্তানের কথায় সায় দিলে-বিতর্ক বাড়বে। জীবন জীবিকার প্রয়োজনে অন্যের দেওয়া পরামর্শের দ্বারা লাভ প্রাপ্তি। কালিমন্ত্র জপে শান্তি।

কুম্ভ রাশি : সতর্ক থাকা ভালো। কোনো আপন জনের রূঢ় বাক্য মনে কষ্ট দেবে। অযথা বিবাদ বিতর্ক। যারা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম এ কাজ করেন তাদের সম্মান বৃদ্ধি। অলংকার দ্রব্যের বানিজ্যে ধনলাভ। গৌরী মন্ত্র পাঠে শুভ।

মীন রাশি : বাড়ির পরিবেশে তৃতীয় ব্যক্তির কারণে বিতর্ক। প্রতিবেশীর দুঃখ প্রাপ্তি। মন দিয়ে ভালোবেসেও মন পেলেন কি? বৃথা ব্যায় বৃদ্ধি। দুর্গা মন্ত্র জপ করুন। বিদ্যার্থী দের সুযোগের জন্যে অপেক্ষা করতে হবে।

(শুভ কর্ম বিবাহ, লগ্নঃ রাত্রি ৮/৩৬ র পরে।)

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

AFFIDAVIT

আমি চম্পা বাগ (Chanpa Bag) পিতা হারু মিস্ত্রি (Haru Mistri) ঠিকানা গ্রাম- মোল্লা, পোস্ট- মোল্লাহাট, থানা -শ্যামপুর, জেলা -হাওড়া মহামান্য হাওড়া ফার্স্ট ক্লাস আদালতের এফিডেভিট নং. (A/1613 dt.-31/01/2026) মারফত ঘোষণা করছি যে, আমার সমস্ত প্রমাণ পত্রে আমার প্রকৃত নাম চাঁপা বাগ, পিতা -হারু বাগ রয়েছে। তাই আমার বিভিন্ন নথিতে উল্লেখিত চম্পা বাগ (Chanpa Bag) পিতা হারু বাগ (Haru Bag) এবং চাঁপা বাগ (Chanpa Bag) পিতা হারু মিস্ত্রি (Haru Mistri) এক ও অভিন্ন ব্যক্তি। এ ছাড়া আমার বাবা হারু বাগ (Haru Bag) পিতা (Jalal Bag) এবং Haru Mistri পিতা Jalal Mistri এক ও অভিন্ন ব্যক্তি।

AFFIDAVIT

I, SRI. RANJAY MAJUMDER S/O Late Priti Ranjan Majumder residing at Madhya Jhorehat, P.O.- Jhorehat, P.S.- Sankrail, Dist.- Howrah- 711302 do hereby declare vide affidavit before the Ld. Judicial Magistrate 1st Class at Howrah dated 28.01.2026 that actual spelling of my surname is MAJUMDER and my full name is RANJAY MAJUMDER and it is recorded in my Aadhar, PAN and Voter Cards but in my Passport being No. N61911501 issued on 28.01.2016 issued by the Republic of India, my name has been recorded as RANJAY MAJUMDAR inadvertently. In my passport, my parents name have been written as PRITI RANJAN MAJUMDER and GAYATRI MAJUMDER respectively with the correct surname. RANJAY MAJUMDER and RANJAY MAJUMDAR is the same and one identical person.

নাম -পদবী পরিবর্তন

আমি, Aktari Begum, স্বামী- SK Aidul Islam, গ্রাম- শ্রীকৃষ্ণপুর, পোঃ- দশঘরা, থানা- ধনিয়াখালি, জেলা- হুগলী, পিন- ৭১২৪০২, গত ৩০/০১/২০২৬ তারিখে এলডি ১ম শ্রেণীর জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট চুঁচুড়া আদালতের এক হলফনামা (Affidavit No: 4374) মূলে এই মর্মে ঘোষণা করেছি যে, ২০০২ সালের ভোটার তালিকায় ভুলবশত আমার নাম **Aktari Begum**-এর পরিবর্তে **Aktari Islam SK** নথিভুক্ত হয়েছে। **Aktari Begum** এবং **Aktari Islam SK** একই ও অভিন্ন ব্যক্তি এবং ভবিষ্যতে আমি সর্বক্ষেত্রে **Aktari Begum** নামেই পরিচিত হব।

বিজ্ঞপ্তি

জেলা-হুগলীর ডিস্ট্রিক্ট ডেলিগেট আদালত
২০২৪ সালের ৫৯ নং ৩৯ আইন মোকর্দ্দমা

দরখাস্তকারী:- শ্রী রাজশেখর সিং পিতা- প্রয়াত লছমন সিং সাং-নমাজ গ্রাম, পোঃ ও থানা-পাণ্ডুয়া জেলা-হুগলী।

এতদ্বারা সর্বসাধারনকে জ্ঞাত করানো যাইতেছে যে উপরোক্ত দরখাস্তকারী অত্র আদালতে মৃত লছমন সিং কৃত উইলের প্রবেট লইবার জন্য উক্ত নং মোকর্দ্দমা দাখিল করিয়াছেন। ঐ মোকর্দ্দমা সম্বন্ধে স্বার্থ সংশ্লিষ্ট কাহারও কোনো আপত্তি থাকিলে অত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ দিনের মধ্যে স্বয়ং অথবা ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তির মাধ্যমে আপত্তি দাখিল করিতে পারেন। অন্যথায় অত্র মোকর্দ্দমা একতরফা বিচার হইবে।

তপশীল

জেলা-হুগলী, থানা-পাণ্ডুয়া, মৌজা-মটুকপুর, জে.এল. নং ১০৫, এল আর খতিয়ান নং- ৫১৫/২, এল.আর. দাগ নং-১১৯, ১৬আনায় ৩৭ শতকের মধ্যে ০৩ শতক ও ঐ থানা, মৌজা-ভায়রা জে.এল. নং-১০২ এল.আর. খতিয়ান নং-১১৪৯, এল.আর. দাগ নং-৪৭৩, ১৬আনায় ৭৬ শতকের মধ্যে ১৩ শতক।

দরখাস্তকারীপক্ষের উকিলবাবু
শ্রী সৌমেন চক্রবর্ত্তী (উকিলবাবু)
পার্থসারথি পাল (সেরেস্তাদার)
জেলা-হুগলীর ডিস্ট্রিক্ট ডেলিগেট আদালত

আমমোক্তারনামা বিজ্ঞপ্তি

আমরা, ১) শ্রী [illegible] বসাক, ২) শ্রী [illegible] বসাক, ৩) শ্রী [illegible] ... [illegible] ... নবদ্বীপ ... ৬৫, সি ... ৭০০০৫ ... আর, অ ... ১,২,৪,৫ ... অফিসে ... আমমোক্তারনামা দলিল ... পাল, পি ... ও থানা- ... আমমোক্তার ... দলিল ... হালদার, ... পোঃ ও ... মহাশয়দ্বয় ... L.R. ২ ... ১৮৭৪/ ... করিয়া, ... রেকর্ডভুক্ত ... কোন আপত্তি ... L.R.O. ... করিবেন ... আইন মোতাবেক কার্য হইবে। [illegible]

আমমোক্তারনামা বিজ্ঞপ্তি

আমি, [illegible] মজুমদার ... বিষ্ণুপুর ... নদীয়া ... ২৪৯ ... আমমোক্তার ... রায়, ২) ... ৩) শ্রী ... সর্ব সাং ... জেলা- ... বিগত ... দলিল ... পিতা- ... পূর্ববিষ্ণু ... মৌজা ... ও ২৮ ... ০.৫৪ ... কোনরূপ ... মধ্যে ... জানাবেন। [illegible]

বিজ্ঞপ্তি

// মাননীয় জেলা ও দায়রা জজ আদালত, জেলা- হুগলী //

এ্যাক্ট-৩৯ কেস নং- [illegible]

দরখাস্তকারী:- শ্রী কার্তিক পাল, পিতা মৃত বিদ্যুৎ কুমার পাল ... শ্রীপুর ... পিন নং- ... নিকট আত্মীয়:- শ্রী বাপি পাল, পিতা মৃত বিদ্যুৎ কুমার পাল ... শ্রীপুর ... পিন নং- ... এতদ্বারা সকলকে জানানো যাইতেছে যে উপরে লিখিত দরখাস্তকারী ... তপশীল ... উইলে ... তাহার ... একটি ... নম্বরে ... আছে ... এই ... মধ্যে ... ব্যক্তি ... হইয়া ... করিবে ... শুনানি হইবে। [illegible]

// তপশীল সম্পত্তি //

জেলা-হুগলী ... ১০১ ... ১৭৬ ... এল.আর ... শতক ... ১৭৭ ... এখন- ... পরিমাণ ... প্লট নং ... [illegible] পথ। **এল.আর প্লট নং- ১৭৮৭,** পরিমাণ ২৫ শতক, শ্রেণী- টালিখোলা এখন- ৭ শতক। **এল.আর প্লট নং- ১৭৮৮,** পরিমাণ ০৩ শতক, শ্রেণী- টালিখোলা। এল.আর প্লট নং- ১৮১৮, পরিমাণ ০৮ শতক, শ্রেণী- ডোবা।

দরখাস্তকারীর পক্ষে
অমল কুমার মজুমদার (আইনজীবী)
আদালতের আদেশানুসারে
শ্রী অভিজিৎ ব্যানার্জী (সেরেস্তাদার)
জেলা ও দায়রা জজ আদালত, জেলা-হুগলী

আমমোক্তারনামা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সকলকে জানানো যাইতেছে যে, **শ্রীমতী** ... [illegible] ... বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে ... **প্রভারানী দাস** ... তপশীল ... [illegible] ... ইহাতে কাহারও কোন আইনানুগ আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার আগামী ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য করা হইবে।

ইতি- মীর মহঃ কলিমুদ্দিন (উকিলবাবু), চন্দননগর কোর্ট, হুগলী

আমমোক্তারনামা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সকলকে জানানো যাইতেছে যে, ১)শ্রী ... চ্যাটার্জ্জী, ... অনুপম চ্যাটার্জ্জী ... [illegible] ... **নারায়ন** ... [illegible] ... ইহাতে কাহারও কোন আইনানুগ আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার আগামী ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য করা হইবে।

ইতি- মীর মহঃ কলিমুদ্দিন (উকিলবাবু), চন্দননগর কোর্ট, হুগলী

আমমোক্তারনামা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সকলকে জানানো যাইতেছে যে, ১)শ্রী **শিবনাথ ঘোষ** ... [illegible] ... ২)শ্রী মৃত্যুঞ্জয় ঘোষ, ৩)শ্রী শঙ্কর প্রসাদ ঘোষ, ৪)শ্রীমতী তুলসী ঘোষ, ৫)শ্রীমতী অনিমা সুর, ৬)শ্রীমতী মালতী সুর, ৭)শ্রীমতী অনিতা ঘোষ, ২ হইতে ৭নং এর পিতা ৺আশুতোষ ঘোষ, ৮)শ্রীমত্যা তপতী ঘোষ, ৯)শ্রী নিরঞ্জন ঘোষ, ৮/৯ এর পিতা ৺নিতাই চন্দ্র ঘোষ, ২ হইতে ৯নং এর সাকিম দেবানন্দপুর দক্ষিণপাড়া, দেবানন্দপুর, চুঁচুড়া, হুগলী-৭১২১২৩, মহাশয়/মহাশয়াগণ বিগত ইং ২৪/১১/২০২৩ তারিখে এ.ডি.এস.আর., চুঁচুড়া, হুগলী, অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত I-10929/2023 নং আমমোক্তারনামা দলিল মূলে ১০)শ্রী বিভূতি ঘোষ পিতা ৺আশুতোষ ঘোষ, সাকিম দেবানন্দপুর দক্ষিণপাড়া, দেবানন্দপুর, চুঁচুড়া, হুগলী-৭১২১২৩, মহাশয়কে ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন। প্রকাশ থাকে যে, **শ্রী দেবাশীষ ঘোষ** উক্ত আমমোক্তারনামা বলে এবং **শ্রী বিভূতি ঘোষ** উক্ত আমমোক্তারনামা ও স্বয়ং ক্ষমতা বলে যৌথ ভাবে বিগত ইং ২২/০৮/২০২৫ তারিখে এ.ডি.এস.আর., চুঁচুড়া, হুগলী, অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত I-11182/2025 নং বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে আমার মক্কেল **শ্রীমতী গৌরী প্রসাদ** স্বামী পরমাত্মা প্রসাদ, পিতা ৺শম্ভু নাথ প্রসাদ, সাকিম স্টেশনপাড়া ব্যান্ডেল, ব্যান্ডেল, চুঁচুড়া, হুগলী-৭১২১২৩, মহাশয়াকে ০২ কাঠা সম্পত্তি বিক্রয় করেন। তপশীল- জেলা হুগলী, থানা চুঁচুড়া, মৌজা মানুষপুর, ৪ নং জে.এল ভুক্ত, হাল এল.আর. ৬৯৬ নং খতিয়ানে, আর.এস. ২৩১ তথা হাল এল.আর. ৩৭৬ নং দাগে কলাবাগান জমি ০২ কাঠা সম্পত্তি উক্ত বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে আমমোক্তারনামা ও স্বয়ং ক্ষমতা বলে বিক্রয়কৃত সম্পত্তি হইতেছে। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে, বর্তমান ক্রেতা আমার মক্কেল **শ্রীমতী গৌরী প্রসাদ** স্বামী পরমাত্মা প্রসাদ, পিতা ৺শম্ভু নাথ প্রসাদ, তাহার উক্ত খরিদা সম্পত্তি নিজ নামে নাম পত্তন করিবার জন্য বি.এল এ্যান্ড এল.আর.ও মগরা-চুঁচুড়া ব্লক অফিসে আবেদন করিয়াছেন। ইহাতে কাহারও কোন আইনানুগ আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার আগামী ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য করা হইবে।

ইতি- মীর মহঃ কলিমুদ্দিন (উকিলবাবু), চন্দননগর কোর্ট, হুগলী

আমমোক্তারনামা বিজ্ঞপ্তি

আমি, শ্রী কালিদাস পাল, পিতা- মৃত গৌর চন্দ্র পাল, সাং- রামনগর রোড, পোঃ ও থানা - বনগ্রাম, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, পক্ষে বিগত ইং ০৭/০২/২০১২ তারিখে চাকদহ অফিসের রেজিস্ট্রীকৃত IV -41 নং আমমোক্তারনামা দলিল বলে নিযুক্ত আমমোক্তার অনন্ত কুমার বিশ্বাস মহাশয় পক্ষে লিটন বসু মহাশয়, উক্ত আমমোক্তারের থেকে বিগত ইং ১১/১১/২০২০ তারিখে I- 2508/2020 নং দলিল বলে কোবলা গ্রহীতা ১) শ্রী প্রসেনজিৎ ঘোষ, ২) শ্রী চিরঞ্জিত ঘোষ, উভয়ের পিতা- শ্রী হরষিত ঘোষ, সাং- বিষ্ণুপুর, পোঃ- পূর্ববিষ্ণুপুর, থানা- চাকদহ, জেলা- নদীয়া, মহাশয়দ্বয়, মৌজা - ১৫১ নং পূর্ববিষ্ণুপুর, খতিয়ান নং - R.S. ৩৬০, L.R. ৯৪৮ ও ৯৪৯, দাগ নং - R.S. & L.R. ২৬০, মোট ০৫ শতক জমি ক্রয় করেন, উক্ত বিষয়ে কাহারো কোনরূপ আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ দিনের মধ্যে চাকদহ B.L.&L.R.O. অফিসে আপত্তি জানাবেন, অন্যথায় আইন মোতাবেক কার্য হইবে।

আমমোক্তারনামা বিজ্ঞপ্তি

আমি, শ্রী পঙ্কজ কুমার হীরা, পিতা- মৃত চন্দ্রকান্ত হীরা, সাং- বিষ্ণুপুর, পোঃ- পূর্ববিষ্ণুপুর, থানা- চাকদহ, জেলা- নদীয়া, পক্ষে বিগত ইং ০৯/০৩/২০২২ তারিখে I- 1877/22 নং আমমোক্তারনামা দলিল বলে নিযুক্ত আমমোক্তারদ্বয় ১) শ্রী নির্মল চন্দ্র বিশ্বাস, পিতা- মৃত শচীন্দ্র নাথ বিশ্বাস, ২) শ্রী পঙ্কজ বিশ্বাস, পিতা- মৃত বিশ্বনাথ বিশ্বাস, উভয়ের সাং- নেউলিয়া, পোঃ- পূর্ববিষ্ণুপুর, থানা- চাকদহ, জেলা- নদীয়া, উক্ত আমমোক্তারদ্বয়ের থেকে বিগত ইং ০২/০২/২০২৪ তারিখে I- 538/24 নং দলিল বলে কোবলা গ্রহীতা শ্রী সমীর কুমার বিশ্বাস, পিতা শ্রী নির্মল বিশ্বাস, সাং- ১/৪০ হল্লোমাজরা, পোঃ- হল্লোমাজরা, থানা- সেকটর- ৩১, জেলা- চন্ডীগড়, হাল সাং- জগন্নাথপুর, পোঃ- পূর্ববিষ্ণুপুর, থানা- চাকদহ, জেলা- নদীয়া, মহাশয়, মৌজা - ১৬২ নং জগন্নাথপুর, খতিয়ান নং - L.R. ৯২৬, দাগ নং - R.S.&L.R. ৫৬৪, মোট ১১ শতক জমি ক্রয় করেন, উক্ত বিষয়ে কাহারো কোনরূপ আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ দিনের মধ্যে চাকদহ B.L.&L.R.O. অফিসে আপত্তি জানাবেন, অন্যথায় আইন মোতাবেক কার্য হইবে।

আমমোক্তারনামা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সকলকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে, **১)ডাঃ সন্ধ্যা মন্ডল (ধাড়া)** স্বামী শ্রী কাঞ্চন কুমার ধাড়া ও পিতা ৺গোপাল চন্দ্র মন্ডল, সাকিম রবীন্দ্রনগর, মেদিনীপুর, কোতয়ালী, পশ্চিম মেদিনীপুর- ৭২১১০১, মহাশয়া বিগত ইং ২২/০৮/২০১৬ তারিখে এ.ডি.এস.আর., পশ্চিম মেদিনীপুর অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত IV-00104/2016 নং আমমোক্তারনামা দলিল মূলে এবং **২)শ্রীমতী মহুয়া মন্ডল** স্বামী শ্রী প্রজ্জ্বল প্রামানিক ও পিতা ৺গোপাল চন্দ্র মন্ডল, সাকিম হুগলী মোড়, জি.টি. রোড, ব্যান্ডেল, চুঁচুড়া, হুগলী-৭১২১২৩, মহাশয়া বিগত ইং ২০/১২/২০১৭ তারিখে এ.ডি.এস.আর., চুঁচুড়া, হুগলী অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত IV-00363/2017 নং আমমোক্তারনামা দলিল মূলে, একুনে দুইটি পৃথক পৃথক আমমোক্তারনামা দলিল মূলে আমাকে (**শ্রীমত্যা শঙ্করী মন্ডল** স্বামী ৺গোপাল চন্দ্র মন্ডল, সাকিম হুগলী মোড়, জি.টি. রোড, ব্যান্ডেল, চুঁচুড়া, হুগলী-৭১২১২৩), ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন এবং উক্ত ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তারনামা ও স্বয়ং ক্ষমতা বলে আমি সম্পত্তির অপর শরিক **শ্রীমতী প্রতিমা দাস** স্বামী শ্রী অনুপ্রিয় দাস ও পিতা ৺গোপাল চন্দ্র মন্ডল মহাশয়ার সহিত যৌথ ভাবে তপশীল - জেলা হুগলী, থানা চুঁচুড়া, মৌজা দেবানন্দপুর, ৩ নং জে.এল ভুক্ত, হাল এল.আর. ১৫২ নং খতিয়ানে, ১)আর.এস. ৪৩ তথা হাল এল.আর. ৪৮ নং দাগে ভিটি জমি ষোল আনায় ০.২৩ একর মধ্যে ০.০০৬৩ একর এবং ২)আর.এস. ৪৫ তথা হাল এল.আর. ৫০ নং দাগে ইটখোলা/শুনা জমি ষোল আনায় ০.২৪ একর মধ্যে ০.০২৬৮ একর, একুনে দুইটি দাগে মোট ০.০৩৩১ একর বা কমবেশী ০২ কাঠা ০২ বর্গফুট সম্পত্তি, বিগত ইং ২৭/০২/২০২০ তারিখে ডি.এস.আর.-I, হুগলী, চুঁচুড়া, অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত I-02124/2020 নং বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে **সেখ নজরুল** পিতা সেখ মোকবুল, সাকিম খাগড়াজোল মসজিদ গলি, চুঁচুড়া, হুগলী-৭১২১০১, মহাশয়কে বিক্রয় করিয়াছি। এবং তপশীল – ১) জেলা হুগলী, থানা চুঁচুড়া, মৌজা দেবানন্দপুর, ৩ নং জে.এল ভুক্ত, হাল এল.আর. ১৫২ নং খতিয়ানে, ক)আর.এস. ৪৩ তথা হাল এল.আর. ৪৮ নং দাগে ভিটি জমি ষোল আনায় ০.২৩ একর মধ্যে ০.০০৫৬ একর বা ০৫ ছটাক ২১ বর্গফুট ও খ)আর.এস. ৪৪ তথা হাল এল.আর. ৪৯ নং দাগে ভিটি/ইটখোলা জমি ষোল আনায় ০.২৩ একর মধ্যে ০.০০৬৩ একর বা ০৬ ছটাক ০৩ বর্গফুট, গ)আর.এস. ৫০ তথা হাল এল.আর. ৫৬ নং দাগে ভিটি/ইটখোলা জমি ষোল আনায় ০.১৫ একর মধ্যে ০.০০৩৩ একর, বা ০৩ ছটাক ১০ বর্গফুট, ২) জেলা হুগলী, থানা চুঁচুড়া, মৌজা দেবানন্দপুর, ৩ নং জে.এল ভুক্ত, হাল এল.আর. ৫১৪ নং খতিয়ানে, আর.এস. ৫৩ তথা হাল এল.আর. ৫৯ নং দাগে বাঁশবাগান জমি ষোল আনায় ০.২৮ একর মধ্যে ০.০০৯৬ একর, বা ০৯ ছটাক ১১ বর্গফুট, একুনে দুইটি খতিয়ান হইতে চারটি দাগে মোট ০.০২৪৮ একর বা কমবেশী ০১ কাঠা ০৮ ছটাক সম্পত্তি বিগত ইং ২৩/০৩/২০২২ তারিখে ডি.এস.আর.-I, হুগলী, চুঁচুড়া, অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত I-03980/2022 নং বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে **ওহিদা খাতুন** পিতা সেখ সৈয়দ আলি, সাকিম চাঁপদানী ১১/১, ডঃ নূরী লেন, বৈদ্যবাটী, ভদ্রেশ্বর, হুগলী-৭১২২২২, মহাশয়াকে বিক্রয় করিয়াছি। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে, বর্তমান ক্রেতাদ্বয় **১)সেখ নজরুল** পিতা সেখ মোকবুল ও **২)ওহিদা খাতুন** পিতা সেখ সৈয়দ আলি তাহাদের খরিদা সম্পত্তি নিজ নিজ নামে নাম পত্তন করিবার জন্য বি.এল এ্যান্ড এল.আর.ও মগরা-চুঁচুড়া ব্লক অফিসে আবেদন করিয়াছেন/করিতেছেন। ইহাতে কাহারও কোন আইনানুগ আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার আগামী ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য করা হইবে।

ইতি - **শ্রীমত্যা শঙ্করী মন্ডল (আমমোক্তার)**

আমমোক্তারনামা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সকলকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে, **১)শ্রী অরুন কুমার নন্দন**, সাকিম তিলি সড়ক লেন, বাঁশবেড়িয়া, মগরা, হুগলী, **২)শ্রীমত্যা লক্ষ্মীরানী দত্ত** স্বামী ৺সুশীল কুমার দত্ত, উভয়ের পিতা ৺ষষ্ঠী চরন নন্দন, সাকিম মারহাট্টা ডাচ লেন, বাগবাজার, কোলকাতা-৭০০০০৩, **৩)শ্রীমত্যা মায়া নন্দন, ৪)শ্রী অশোক কুমার নন্দন,** ৩/৪ সাকিম জি.এন. মুখার্জ্জী রোড, বাঁশবেড়িয়া, মগরা, হুগলী, **৫)শ্রী শান্তি রঞ্জন নন্দন**, সাকিম শরৎ শতাব্দী সরনী, বাঁশবেড়িয়া, মগরা, হুগলী, **৬)শ্রী অলোক নন্দন, ৭)শ্রীমতী চিন্ময়ী দত্ত** স্বামী প্রতাপ দত্ত, সাকিম গরীব আলমবাগ, সাহাগঞ্জ, চুঁচুড়া, হুগলী, ৩নং এর স্বামী ও ৪-৭নং এর পিতা ৺শঙ্কর কুমার নন্দন ওরফে শঙ্কর নন্দন, **৮)শ্রী তপন কুমার নন্দন, ৯)শ্রী নির্মল নন্দন, ১০)শ্রী সুজন কুমার নন্দন**, সাকিম বিবেকানন্দ মেন রোড, বাঁশবেড়িয়া, মগরা, হুগলী, ১১)শ্রী রতন চন্দ্র নন্দন, ৬, ৮, ৯ ও ১১নং সাকিম বসু লেন, বাঁশবেড়িয়া, মগরা, হুগলী, ১২)শ্রীমত্যা প্রতিমা দাস স্বামী ৺বলাই চন্দ্র দাস, সাকিম জি.টি. রোড মানিক তলা, শ্রীরামপুর, হুগলী, ৮-১২নং এর পিতা ৺শম্ভু নাথ নন্দন, **১৩)শ্রীমত্যা নমিতা নন্দন** স্বামী ৺পশুপতি নন্দন, **১৪)শ্রী আনন্দ নন্দন, ১৫)শ্রী নিত্যানন্দ নন্দন, ১৬)শ্রী সদানন্দ নন্দন**, ১৪-১৬নং এর পিতা ৺পশুপতি নন্দন, ১৩-১৬নং এর সাকিম জি.এন. মুখার্জ্জী রোড, বাঁশবেড়িয়া, মগরা, হুগলী, **১৭)শ্রী সুশান্ত নন্দন** সাকিম রুদ্র লেন, বাঁশবেড়িয়া, মগরা, হুগলী, **১৮)শ্রীমতী মীনা দত্ত** স্বামী পাঁচুগোপাল দত্ত ও ১৭/১৮ পিতা ৺বৈদ্যনাথ নন্দন, সাকিম খানপুর, ধনিয়াখালী, হুগলী, **১৯)শ্রীমতী আশালতা দাস** স্বামী শ্রী প্রশান্ত দাস, সাকিম বাজার রোড, নবদ্বীপ, নদীয়া, **২০)শ্রীমতী ঝুলন দাস** স্বামী শ্রী শ্রীকান্ত দাস, সাকিম পোড়ামাতলা রোড, নবদ্বীপ, নদীয়া, ১৯/২০ পিতা ৺গোবিন্দ নন্দন, **২১)শ্রীমত্যা পারুল নন্দন** স্বামী ৺নিমাই নন্দন, **২২)শ্রী সৌমিত্র নন্দন, ২৩)শ্রী জয়ন্ত নন্দন** ২২/২৩ পিতা ৺নিমাই নন্দন, **২৪)শ্রীমত্যা কানন দত্ত** স্বামী ৺পঞ্চানন দত্ত, ২১-২৪নং এর সাকিম জি.এন. মুখার্জ্জী রোড, বাঁশবেড়িয়া, মগরা, হুগলী, **২৫)শ্রীমতী মৌসুমী নন্দী দত্ত** স্বামী শ্রী চঞ্চল নন্দী, সাকিম খানপুর, ধনিয়াখালী, হুগলী, **২৬)মৌমিতা দত্ত**, ২৫/২৬ পিতা ৺পঞ্চানন দত্ত, সাকিম বেনিয়া লেন, বাঁশবেড়িয়া, মগরা, হুগলী, মহাশয়/মহাশয়াগণ বিগত ইং ২২/০২/২০২৩ তারিখে সম্পাদিত ও ০৫/০৪/২০২৩ এ.ডি.এস.আর., চুঁচুড়া, হুগলী, অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত I-02948/2023 নং আমমোক্তারনামা দলিল বলে আমার মক্কেল **শ্রী অজয় কুমার ঘোষ** পিতা ৺অসীম ঘোষ, সাকিম সরকারী পল্লী, বাঁশবেড়িয়া, মগরা, হুগলী, মহাশয়কে ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন এবং উক্ত আমমোক্তারনামা বলে আমার মক্কেল তপশীল - জেলা হুগলী, থানা মগরা, মৌজা বাঁশবেড়িয়া, ৫৩ নং জে.এল ভুক্ত, আর.এস. ৮১৫ তথা হাল এল.আর. ৯৬৯ নং খতিয়ানে, আর.এস. ৬৫৯ তথা হাল এল.আর. ৯৭৭ নং দাগে বাস্তু জমি ০.০৫৭ একর তন্মধ্যে ০.০৩৮ একর বা ০২ কাঠা ০৪ ছটাক ১৬ বর্গফুট সম্পত্তি বিগত ইং ১৬/০৫/২০২৩ তারিখে এ.ডি.এস.আর., চুঁচুড়া, হুগলী, অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত I-04288/2023 নং বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে **শ্রীমতী জয়িতা নন্দন** স্বামী শ্রী আশীষ দত্ত, সাকিম সুকচর শশধর তরফদার রোড, সুকচর, খড়দহ, উত্তর ২৪পরগনা-৭০০১১৫, মহাশয়াকে বিক্রয় করেন। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে, বর্তমান ক্রেতা **শ্রীমতী জয়িতা নন্দন** স্বামী শ্রী আশীষ দত্ত তাহার খরিদা সম্পত্তি নিজ নামে নাম পত্তন করিবার জন্য বি.এল এ্যান্ড এল.আর.ও মগরা-চুঁচুড়া ব্লক অফিসে আবেদন করিয়াছেন/করিতেছেন। ইহাতে কাহারও কোন আইনানুগ আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার আগামী ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য করা হইবে।

ইতি- মীর মহঃ কলিমুদ্দিন (উকিলবাবু), চন্দননগর কোর্ট, হুগলী

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

আজ থেকে শুরু সপ্তদশ বিধানসভার শেষ অধিবেশন

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: রাজ্যের সপ্তদশ বিধানসভার শেষ অধিবেশন আজ মঙ্গলবার থেকে শুরু হচ্ছে। দিন তিনেকের এই সংক্ষিপ্ত অধিবেশনে আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনের আগে রাজ্যের অন্তর্বর্তীকালীন বাজেট বা ব্যয় মঞ্জুরি প্রস্তাব পেশ করা হবে। অধিবেশন শুরুর আগে সোমবার অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়ের পৌরহিত্যে প্রথা মাফিক বিধানসভায় সর্বদল বৈঠক ও কার্য উপদেষ্টা কমিটির বৈঠক বসে। যদিও বৈঠকে বিরোধী বিজেপির কোনো প্রতিনিধি যোগ দেননি। বৈঠকের পর অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায় জানান, বিধানসভার নিয়ম অনুযায়ী সরকার পক্ষের আনা প্রস্তাব গ্রহণ করা হচ্ছে। তবে এর অর্থ এই নয় যে বিরোধী বিধায়করা বক্তব্য রাখার সুযোগ পাবেন না। নওশাদ সিদ্দিকী চাইলে তাঁর অবস্থান বিধানসভায় তুলে ধরতে পারবেন বলেও স্পষ্ট করেন অধ্যক্ষ। বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথায়, এসআইআর চালু হওয়ার পর থেকে একাধিক মৃত্যুর ঘটনা ঘটেছে এবং অনেকেই আহত হয়েছেন।

বাজেটে রেলপথে রেকর্ড বিনিয়োগ, পশ্চিমবঙ্গ, ঝাড়খণ্ড ও ওড়িশায় অভূতপূর্ব বরাদ্দ জানাল দক্ষিণ-পূর্ব রেল

নিজস্ব প্রতিবেদন, হাওড়া: ২০২৬-২৭ অর্থবর্ষের কেন্দ্রীয় বাজেটে রেলপথ খাতে অভূতপূর্ব বরাদ্দ ঘোষণা করা হয়েছে। মোট ২,৭৮,০০০ কোটি টাকা বরাদ্দের মাধ্যমে রেলপথ আধুনিকীকরণ, নিরাপত্তা ব্যবস্থা এবং মালবাহী পরিষেবা সম্প্রসারণে জোর দেওয়া হচ্ছে। পশ্চিমবঙ্গের জন্য এই বরাদ্দ ১৪,২০৫ কোটি টাকা, যা ২০০৯-২০১৪ সালের গড় বরাদ্দের প্রায় তিনগুণ। ঝাড়খণ্ডের জন্য নির্ধারিত বাজেট ৭,৫৩৬ কোটি টাকা এবং ওড়িশার জন্য ১০,৯২৮ কোটি টাকা, যা গত এক দশকের তুলনায় অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি। এই বিনিয়োগের মাধ্যমে নতুন ট্র্যাক নির্মাণ, স্টেশন আধুনিকীকরণ এবং যাত্রী নিরাপত্তা ব্যবস্থা শক্তিশালী করা হবে। বিশেষভাবে যাত্রী অভিজ্ঞতা উন্নয়নে অমৃত স্টেশন প্রকল্পে পশ্চিমবঙ্গের ১০১টি, ঝাড়খণ্ডের ৫৭টি এবং ওড়িশার ৫৯টি স্টেশন পুনর্গঠনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। দক্ষিণ-পূর্ব রেলের জেনারেল ম্যানেজার অনিল কুমার মিশ্র গার্ডেন রিচে সদর দপ্তরে সাংবাদিকদের জানান, এই বাজেট নতুন যুগের রেল পরিষেবা নিশ্চিত করবে এবং পূর্ব ভারতের সংযোগ ব্যবস্থাকে আরও গতিশীল করবে। রেলমন্ত্রীর সঙ্গে ভিডিও কনফারেন্সে এই বরাদ্দের গুরুত্ব নিয়ে বিস্তারিত আলাপচারিতা হয়েছে।

শ্যাম সুন্দর কোং জুয়েলার্স-এর 'গ্লিটারিয়া বার্ষিক অফার ২০২৬'

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: শ্যাম সুন্দর কোং জুয়েলার্সের বিশেষ বার্ষিক 'গ্লিটারিয়া' অফার, যা শুরু হয়েছে ৩০ জানুয়ারি থেকে এবং চলবে ১৪ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ পর্যন্ত। এই ১৬ দিনের বিশেষ আয়োজনের প্রাক্কালে, ঐতিহ্যবাহী এই জুয়েলারি সংস্থা একটি প্রিভিউ ও বিশেষ প্রদর্শনের আয়োজন করেছে। 'গ্লিটারিয়া' হল শ্যাম সুন্দর কোং জুয়েলার্স-এর এক্সক্লুসিভ ডায়মন্ড জুয়েলারি ব্র্যান্ড। 'গ্লিটারিয়া' ২০২৩ সালে প্রথম উন্মোচিত হয় এবং খুব অল্প সময়ের মধ্যেই এটি দেশের নানা অঞ্চলে ডায়মন্ড জুয়েলারির একটি অত্যন্ত জনপ্রিয় ব্র্যান্ডে পরিণত হয়েছে।

ভাঙড়ে নতুন আনন্দপুরের ছায়া, কড়া হুঁশিয়ারি শুভেন্দুর

নিজস্ব প্রতিবেদন, ভাঙড়: সোমবার ভাঙড়ে গভীর রাতের অন্ধকারে সরকারি পুকুর ভরাটকে ঘিরে তীব্র বিতর্ক শুরু হয়েছে। রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী তাঁর এক্স হ্যান্ডেলে পোস্ট করে বিষয়টি জনসমক্ষে নিয়ে আসেন। ভাঙড়ে রাতের অন্ধকারে সরকারি জলাশয় ভরাটের অভিযোগে তীব্র ভাষায় আক্রমণ শানালেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। তাঁর দাবি, এই ঘটনা কোনও বিচ্ছিন্ন বেআইনি কাজ নয়, বরং পরিকল্পিত অপরাধের নীলনকশা। শুভেন্দুর কথায়, কলকাতা পুলিশের চোখের সামনেই আরেকটা আনন্দপুর তৈরি হচ্ছে কি না, সেই প্রশ্ন আজ উঠছেই।

শুভেন্দু জানান, দক্ষিণ ২৪ পরগনার ভাঙড়ের বিজয়গঞ্জ বাজারের মুখে হাসপাতাল ও স্বাস্থ্য দপ্তরের নামে নথিভুক্ত একটি বড় পুকুর রাতারাতি মাটি ফেলে ভরাট করা হচ্ছে। তাঁর অভিযোগ, টিএমসি-ঘনিষ্ঠ ভূমি মাফিয়ারা ডাম্পার আর জেসিবি নামিয়ে প্রকাশ্যে পরিবেশ ধ্বংস করছে, আর প্রশাসন নির্বিকার দর্শকের ভূমিকায়। আনন্দপুরের সাম্প্রতিক দুর্ঘটনার প্রসঙ্গ টেনে শুভেন্দু বলেন, সেদিন বেআইনি ভাবে জলাভূমি ভরাট করে অবৈধ গুদাম গড়া হয়েছিল। প্রশাসনের নীরবতার ফলেই আগুনে ঝরে গিয়েছে গরিব শ্রমিকদের প্রাণ। তাঁর সতর্কবার্তা, ভাঙড়েও একই ছক কার্যকর হলে ভবিষ্যতে অগ্নিকাণ্ড, ধস বা জলজটের মতো ভয়াবহ বিপর্যয় অনিবার্য। শুভেন্দুর কড়া মন্তব্য, এটা শাসন নয়, এটা মাফিয়া রাজ। আনন্দপুরের রক্তের দায় যাঁদের হাতে লেগেছে, ভাঙড়ে আরেকটা ট্র্যাজেডির দায়ও তাঁদেরই নিতে হবে। তাঁর দাবি, অবিলম্বে কাজ বন্ধ করে দায়ীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা না নিলে আন্দোলনের পথেই হাঁটবে বলেই হুঁশিয়ারি দিলেন বিরোধী দলনেতা।

একদিন আমার শহর

কলকাতা, ৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, ২০ মাঘ ১৪৩২, মঙ্গলবার

সবেবরাতে আদালতের কড়া নির্দেশিকা, রাত ১০টার পর আতশবাজিতে নিষেধাজ্ঞা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: সবেবরাতের রাতে শধবাজির দাপট ঠেকাতে কড়া বার্তা দিল কলকাতা হাইকোর্ট। সোমবার প্রধান বিচারপতি সুজয় পাল ও বিচারপতি পার্থসারথি সেনের ডিভিশন বেঞ্চ স্পষ্ট নির্দেশ দিয়েছে; রাত ১০টা থেকে পরদিন ভোর ৬টা পর্যন্ত কোনও ধরনের আতশবাজি ফাটানো যাবে না। এই নির্দেশ অমান্য হলে পুলিশ আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা নিতে পারবে। আদালতের পর্যবেক্ষণে উঠে এসেছে, নির্দিষ্ট উৎসবে বাজি ফাটানো নিয়ে নিয়ম থাকলেও সবেবরাতের সময় তা কার্যত উপেক্ষিত হয়।

আগামী ৪ ফেব্রুয়ারি অর্থাৎ বুধবার সবেবরাত। অভিযোগ, সবেবারতের দিন-সহ পরের দিনও কলকাতার বিভিন্ন জায়গায় শধবাজির দৌরাত্ম্য চলতে থাকে। এক্ষেত্রে কোনও নিয়ন্ত্রণ থাকে না বলেও অভিযোগ।

মামলাকারীর অভিযোগ, বছরের পর বছর ধরে এই রাতে শহরের একাধিক এলাকায় গভীর রাত পর্যন্ত শধবাজি চলতে থাকে, যার জেরে সাধারণ মানুষ সমস্যায় পড়েন। আদালতে জানানো হয়, ধর্মীয় রীতির সঙ্গে শধবাজির কোনও বাধ্যবাধকতার উল্লেখ নেই। এই প্রসঙ্গে বেঞ্চ জানায়, পরিবেশ ও জনস্বাস্থ্যের প্রশ্নে ছাড় দেওয়ার সুযোগ নেই। দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের নির্দেশিকা মেনেই আতশবাজির ব্যবহার করতে হবে বলেও আদালত স্পষ্ট করেছে। আগের বছর একই ধরনের নির্দেশ থাকা সত্ত্বেও কিছু এলাকায় তা কার্যকর না হওয়ার অভিযোগও উঠে আসে শুনানিতে। চিকিৎসকরাও দীর্ঘদিন ধরেই শধ ও বায়ুদূষণের ক্ষতিকর দিক নিয়ে সতর্ক করে আসছেন। শিশু, বয়স্ক ও অসুস্থদের পাশাপাশি পোষ্য প্রাণীর উপর এর প্রভাব মারাত্মক বলে মত বিশেষজ্ঞদের। সেই কারণেই আদালতের এই নির্দেশকে স্বাগত জানিয়েছেন পরিবেশবিদরা। সব মিলিয়ে, সবেবরাতের রাতে শান্তি ও শৃঙ্খলা বজায় রাখতে এবার আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর ভূমিকা যে আরও সক্রিয় হবে, তা বলাইবাহুল্য।

সিন্ডিকেট দখলকে কেন্দ্র করে তাণ্ডব গোলপার্কের কাঁকুলিয়া রোডে, ধৃত ১০

ঘটনার সঙ্গে যুক্ত প্রত্যেকের বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নেওয়া হবে নগরপাল

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: গোলপার্কের কাঁকুলিয়া রোড, পঞ্চাননতলা এলাকায় রবিবার সন্ধ্যায় দুষ্কৃতী তাণ্ডব ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়ায়। সিন্ডিকেট দখলকে কেন্দ্র করে শুরু হওয়া বিবাদ মুহূর্তে রূপ নেয় বোমাবাজি ও গুলির শধে। ঘটনার তদন্তে নেমে সোমবার সকালে মোট ১০ জনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, আশপাশের সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখে অভিযুক্তদের শনাক্ত করা হয়। ধৃতদের বয়স ১৮ থেকে ৩৮ বছরের মধ্যে। তাঁদের বিরুদ্ধে আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহার, বোমা ছোড়া, ধারালো অস্ত্র নিয়ে হামলা এবং পুলিশি গাড়ি ভাঙচুরের একাধিক অভিযোগ রয়েছে। সোমবারই তাঁদের রবীন্দ্র সরোবর থানায় পেশ করার প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছে। কলকাতা পুলিশের এক কর্তা বলেন, এলাকায় তল্লাশি চলছে। কোনও দুষ্কৃতীকেই রেয়াত করা হবে না। নগরপাল সুপ্রতীম সরকারও স্পষ্ট জানান, ঘটনার সঙ্গে যুক্ত প্রত্যেকের বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

রবিবারের এই ঘটনায় দক্ষিণ কলকাতার দুষ্কৃতী সোনা পাপ্পুর গ্যাংয়ের বিরুদ্ধে অভিযোগ ওঠে। এলাকার বাসিন্দাদের অভিযোগ, রবিবার তাঁদের পিকনিক ছিল। পিকনিক সেরে তাঁরা এলাকায় ফেরেন। রাত সাড়ে আটটার কিছু পরে অন্য এলাকার বেশ কিছু যুবককে তাঁদের এলাকায় আসতে দেখেন। এরপরই শুরু হয় তাণ্ডব। কিছু স্থানীয় বাসিন্দা দুষ্কৃতীদের বাধা দেওয়ার চেষ্টা করলে দু'পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষ বেঁধে যায়। শুরু হয় ইটবৃষ্টি। অভিযোগ, ইটের ঘায়ে কয়েকজন আহত হয়েছেন। গোলমাল চলাকালীন দুষ্কৃতীরা বোমা ছোড়ে। শুধু তাই নয়, অন্তত এক রাউন্ড গুলি চালানো হয়েছে বলে অভিযোগ স্থানীয়দের। এলাকা থেকে গুলির খোল ও বোমার টুকরো উদ্ধার হয়েছে।

স্থানীয় বাসিন্দাদের দাবি, হঠাৎ বোমার শধ আর গুলির আওয়াজে আমরা আতঙ্কে ঘরে ঢুকে পড়ি। প্রত্যক্ষদর্শীদের বক্তব্য অনুযায়ী, মুখ ঢাকা অবস্থায় বড় একটি দল এলাকায় ঢুকে বাড়িঘরে হামলা চালায়। ঘটনায় আহত কয়েকজনকে এসএসকেএম হাসপাতালের ট্রমা কেয়ারে ভর্তি করা হয়েছে।

পুলিশের দেরিতে পৌঁছনো নিয়ে ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন এলাকাবাসী।

তাঁদের কথায়, এ ধরনের ঘটনা আগেও হয়েছে, কিন্তু স্থায়ী সমাধান হয়নি। দুষ্কৃতী হামলার পর তৃণমূল কাউন্সিলর ঘটনাস্থলে এলে তাঁকেও ঘিরে বিক্ষোভ শুরু হয়। পরিস্থিতি এখনও পুরোপুরি স্বাভাবিক নয়, এলাকায় বাড়তি পুলিশ মোতায়েন কড়া হয়েছে।

তোপ শুভেন্দুর কাঠগড়ায় 'ডেঞ্জারাস' সোনা পাপ্পু

■ রবিবার সন্ধ্যায় গোলপার্কের কাঁকুলিয়া রোডে গুলি, বোমার ঘটনায় শহর জুড়ে আতঙ্ক ছড়াতেই সরব হলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। সোমবার সাংবাদিক বৈঠকে সরাসরি এক ব্যক্তিকে নিশানা করে তিনি বলেন, ডেঞ্জারাস এলিমেন্ট এই সোনা পাপ্পু। গোটা কসবা থেকে ঢাকুরিয়া, রামলাল বাজার; সবটাই ওর দখলে। শুভেন্দুর অভিযোগ, এই ঘটনার

নেপথ্যে শুধুই দুষ্কৃতী তৎপরতা নয়, রয়েছে সংগঠিত সিন্ডিকেট। তাঁর দাবি, পুকুর বোজানো থেকে শুরু করে অটো স্ট্যান্ড, মাছ ও সবজির বাজার, হকার সব কিছু নিয়ন্ত্রণ করছে। কর্পোরেশন আর লোকসভা ভোটে ছাপ্পা মারাই এদের আসল কাজ। সোনা পাপ্পুর দ্রুত গ্রেপ্তার ও কঠোর শাস্তির দাবিতে শুভেন্দু সাফ বলেন, আইওয়াশ করে ১০ জন ধরলে চলবে না। পুলিশমন্ত্রী তথা মুখ্যমন্ত্রীকেও কাঠগড়ায় তুলেছেন নন্দীগ্রামের বিধায়ক। তাঁর প্রশ্ন, পুলিশমন্ত্রীর বাড়ি থেকে চার কিলোমিটার দূরে যদি গুলি-বোমা চলে, আর গুন্ডারা রক্ষা পায়, তাহলে পুলিশ কী করবে?

বিজেপির ১৪ সদস্যের প্রতিনিধি দল নিয়ে রাজ্যপালের সঙ্গে সাক্ষাতে শুভেন্দু!

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: সোমবার বিকেলে রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর নেতৃত্বে বিজেপির ১৪ সদস্যের প্রতিনিধি দল লোকভবনে রাজ্যপালের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। তাঁরা রাজ্যপালের হাতে এক চিঠি তুলে দেন, যেখানে এসআইআর প্রক্রিয়ায় কেন্দ্রীয় নির্দেশিকা উপেক্ষা করে ভোটারদের প্রতি হয়রানি এবং অনিয়মের অভিযোগ করা হয়েছে।

রাজ্যপালের সঙ্গে সাক্ষ্যৎ করে লোকভবনের বাইরে এসে শুভেন্দু অধিকারী বলেন, একাংশ ইআরও, এইআরও এবং বিএলও রাজনৈতিক প্রভাবের কারণে নামের বানান ভুল বা নোটিস জারি করে ভোটারদের বিরক্ত করছেন। বারংবার অনুরোধ সত্ত্বেও রাজ্য সরকারের ডেটা এন্ট্রি অপারেটর নিয়োগ না হওয়ায় সঠিক ও সময়মতো এসআইআর সম্পন্ন হচ্ছে না। অনেক ক্ষেত্রেই কন্ট্রাকচুয়াল কর্মী দিয়ে এসআইআর যাচাই বা শুনানির কাজ করানো হচ্ছে, যা ইসিআই-এর দেওয়া নির্দেশিকার পরিপন্থী। বসিরহাটের ঘটনায় ইআরও ও এইআরওকে বরখাস্ত করা হয়েছে। এছাড়া রাজনৈতিক নেতাদের ভয়ঙ্কর উপস্থিতি শুনানি কেন্দ্রগুলোতে অশান্তি সৃষ্টি করছে।

শুভেন্দু জানান, তিনি রাজ্যপালকে অনুরোধ করেছেন, সব সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা এবং বিএলওদের বিরুদ্ধে যথাযথ শৃঙ্খলাপূর্ণ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে, প্রয়োজন হলে এফআইআর দাখিল করতে। বিরোধী দলনেতা শেষে বলেন, রাজ্য প্রশাসনের উদাসীনতার কারণে এসআইআর প্রক্রিয়া ঝুঁকির মুখে। আমরা আশা করি রাজ্যপাল এই বিষয়ে দ্রুত হস্তক্ষেপ করবেন।

মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের শুভেচ্ছায় নয়া কমিশনার

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: এসআইআর পরিস্থিতির মধ্যেই সোমবার রাজ্যজুড়ে শুরু হল এবছরের মাধ্যমিক পরীক্ষা। সকাল থেকেই কলকাতার বিভিন্ন পরীক্ষাকেন্দ্রের সামনে ছিল পুলিশি তৎপরতা। পড়ুয়াদের মানসিক চাপ কমাতে অনেক জায়গায় পুলিশ কর্মীরা গোলাপ ও কলম তুলে দিয়ে শুভেচ্ছা জানান পরীক্ষার্থীদের। নবনিযুক্ত কলকাতা পুলিশ কমিশনার সুপ্রতিম সরকার নিজে একাধিক স্কুলে গিয়ে পরিস্থিতি খতিয়ে দেখেন। ভবানীপুর ইউনাইটেড মিশন স্কুলে দাঁড়িয়ে তিনি বলেন, পরীক্ষাকে ঘিরে রাস্তায় পর্যাপ্ত পুলিশ রয়েছে। আলাদা হেল্পলাইন চালু করা হয়েছে। কোনও পরীক্ষার্থী সমস্যায় পড়লে সঙ্গে সঙ্গে সাহায্য করা হবে। পাশাপাশি রবিবারের গোলপার্ক কাণ্ড প্রসঙ্গে নগরপাল স্পষ্ট করেন, অভিযান চলছে, কাউকে ছাড়া হবে না। ইতিমধ্যেই দশজনকে গ্রেপ্তার হয়েছে। পর্ষদের নির্দেশ মেনে এদিন পরীক্ষার্থীদের অ্যাডমিট কার্ড ও রেজিস্ট্রেশন যাচাইয়ের পরই কেন্দ্রে ঢোকার অনুমতি দেওয়া হয়। অভিভাবকদের প্রবেশ নিষিদ্ধ থাকায় গেটের বাইরে দাঁড়িয়ে শুভকামনা

জানাতে দেখা যায় তাঁদের। এক অভিভাবক বলেন, মেয়ের পরীক্ষা বলে নিজেরই বেশি টেনশন হচ্ছে। অন্যদিকে এক যুবকের মন্তব্য, বোনকে নিয়ে এসে নিজের পরীক্ষার দিনগুলো মনে পড়ে যাচ্ছে। পরীক্ষাকক্ষে স্বচ্ছ জলের বোতল ছাড়া অন্য কিছু নিয়ে ঢোকার অনুমতি মেলেনি। স্মার্ট ঘড়ি বা ইলেকট্রনিক যন্ত্র নিষিদ্ধ ছিল। সকাল ১০টা ৪৫ মিনিটে প্রশ্নপত্র বিলি হয়, ১১টা থেকে লেখা শুরু হয়ে চলে দুপুর ২টো পর্যন্ত। এবছর মাধ্যমিকে পরীক্ষার্থীর সংখ্যা প্রায় ৯ লক্ষ ৭১ হাজার। রাজ্যজুড়ে ২৬২৮টি কেন্দ্র থেকে নির্বিঘ্নে পরীক্ষা পরিচালনায় প্রশাসনের কড়া নজরদারি রয়েছে।

বিরোধীদের নিরাপত্তায় কড়া নজর, পুলিশকে নির্দেশ হাইকোর্টের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: বিরোধী রাজনৈতিক দলের বিধায়ক, মন্ত্রী ও সাংসদদের কর্মসূচিতে যাতে কোনও অপ্রীতিকর পরিস্থিতি তৈরি না হয়, সে বিষয়ে রাজ্য পুলিশকে বাড়তি সতর্ক থাকার নির্দেশ দিল কলকাতা হাইকোর্ট। প্রধান বিচারপতি সুজয় পাল ও বিচারপতি পার্থসারথি সেনের ডিভিশন বেঞ্চ জানিয়ে দিয়েছে, আপাতত ১৮ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত বিরোধী নেতাদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে সবরকম প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে হবে প্রশাসনকে।

বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর করা আবেদনের প্রেক্ষিতেই এই নির্দেশ। আবেদনে তাঁর অভিযোগ ছিল, বিরোধী দলের অনুষ্ঠান ও কর্মসূচিতে বারবার অশান্তি তৈরি করা হচ্ছে। তিনি আদালতের কাছে আবেদন করেছিলেন, বিরোধী নেতা-মন্ত্রীদের কোনও অনুষ্ঠানের ২০০ মিটারের মধ্যে যাতে শাসক দলের কর্মী-সমর্থকেরা ভিড় করতে না পারেন, সে বিষয়ে স্পষ্ট নির্দেশিকা জারি করা হোক।

শুনানিতে রাজ্যের তরফে আইনজীবী অর্ক নাগ জানান, এই মামলায় রাজ্যের অ্যাডভোকেট জেনারেল কিশোর দত্ত সওয়াল করবেন এবং ১৮ ফেব্রুয়ারি শুনানি হলে সুবিধা হবে। আদালত সেই আর্জি মেনে মামলার পরবর্তী শুনানির দিন স্থির করে।

শুভেন্দুর আইনজীবী আদালতে বলেন, শুনানি পিছোলেও এই সময়ের মধ্যে নতুন করে কোনও বিরোধী নেতা যেন হেনস্তার শিকার না হন, তা নিশ্চিত করা জরুরি। রাজ্য আপত্তি তুললেও বেঞ্চ স্পষ্ট জানায়, বিরোধী জনপ্রতিনিধিদের নিরাপত্তা রক্ষার দায় এড়ানো যাবে না। আদালতের পর্যবেক্ষণ, গণতান্ত্রিক কর্মসূচিতে অংশ নেওয়া কোনও জনপ্রতিনিধি যেন ভয় বা বাধার মুখে না পড়েন; এই নিশ্চয়তা প্রশাসনকেই দিতে হবে।

জগদ্দলে যুবককে খুনের ঘটনায় বিহার থেকে ধৃত, ৮ দিনের পুলিশি হেপাজত

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: জগদ্দলের মেঘনা মোড় সন্নিহিত ১৮ নম্বর গলিতে যুবক খুনে মূল অভিযুক্ত স্থানীয় কাউন্সিলর পুত্র নমিত সিং অবশেষে পুলিশের জালে। প্রসঙ্গত, গত ২৩ জানুয়ারি গারুলিয়ার পানিট্যাঙ্ক এলাকার বাসিন্দা ইশতিয়াক আহমেদ নামে এক যুবককে পিটিয়ে খুন করার অভিযোগ ওঠে ভাটপাড়ার ১৮ নম্বর ওয়ার্ডের তৃণমূল কাউন্সিলর সুনিতা সিংয়ের পুত্র নমিত ও তাঁর দলবলের বিরুদ্ধে।

অভিযোগ, লোহা চুরির সন্দেহে ওই যুবককে পিটিয়ে খুন করা

হয়েছে। ঘটনার পরদিনই নিজের এক্স হ্যান্ডেলে টুইট করে ঘটনায় জড়িতদের কঠোর শাস্তির দাবিতে সরব হন ব্যারাকপুরের প্রাক্তন সাংসদ অর্জুন সিং। এমনকী তিনি ঘটনায় জড়িত নমিত-সহ ২৪ জনের তালিকা প্রকাশ্যে আনেন। এরপরই নড়েচড়ে বসে ব্যারাকপুর পুলিশ কমিশনারেট। মৃতের বাবার অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ তিনজনকে গ্রেপ্তার করে। কিন্তু ঘটনার পর থেকেই বেপাত্তা ছিলেন মূল অভিযুক্ত তৃণমূল কাউন্সিলারের পুত্র নমিত সিং। এমনকী গারুলিয়ায় এক আত্মীয়ের বাড়িতে লুকিয়ে থাকাকালীন পুলিশ পৌঁছনোর আগেই নমিত সেখান থেকে গাড়িতে চেপে পালিয়ে গিয়েছিল বলে সূত্রে খবর। যদিও বেশিদিন অন্যত্র গা ঢাকা দিয়ে থাকতে পারেননি কাউন্সিলর পুত্র নমিত। সূত্র বলছে, ব্যারাকপুর পুলিশ কমিশনারেটের গোয়েন্দা বিভাগের বিশেষ টিম ভিন রাজ্য থেকে নমিতকে পাকড়াও করেছে। সোমবার ব্যারাকপুর আদালতে তোলা হলে বিচারক ধৃতকে আটদিন পুলিশ হেপাজতে রাখার নির্দেশ দেন।

শীতের আমেজ দক্ষিণে, তাপমাত্রা ১৫-র ঘরে

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: দক্ষিণবঙ্গে ভোরের কুয়াশা চোখে পড়লেও দিনের আলো বাড়তেই শীতের রেশ মিলিয়ে যাচ্ছে। সকালের ঠান্ডা আর সন্ধ্যার হালকা কামড় ছাড়া বেলা বাড়লে আবহাওয়া কার্যত বসন্তের ইঙ্গিত দিচ্ছে। এই অবস্থায় ফের জাঁকিয়ে শীত পড়ার আশা অনেকের মনে জাগলেও আবহাওয়ার পূর্বাভাস সেই জল্পনায় জল ঢেলেছে। আলিপুর আবহাওয়া দপ্তরের এক আধিকারিক জানান, ফেব্রুয়ারির শুরুতেই তাপমাত্রা ধীরে ধীরে বাড়বে। দিন ও রাতের পারদ স্বাভাবিক বা তার সামান্য উপরে থাকবে। তাঁর কথায়, ভোরের দিকে কেবল হালকা কুয়াশা দেখা যেতে পারে, তবে বৃষ্টির কোনও সম্ভাবনা নেই। আগামী এক সপ্তাহ দক্ষিণবঙ্গ জুড়ে আবহাওয়া থাকবে শুষ্ক ও পরিষ্কার। রবিবার কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ১৫.২ ডিগ্রি সেলসিয়াস। সোমবার তা সামান্য কমে হয়েছে ১৫.১ ডিগ্রি সেলসিয়াস, স্বাভাবিকের চেয়ে ০.৫ ডিগ্রি কম। রবিবার দিনের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা উঠেছিল ২৫.৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত, যা স্বাভাবিকের চেয়ে ১.৪ ডিগ্রি কম।

জেলাভিত্তিক পূর্বাভাসে জানা যাচ্ছে, বীরভূম, মুর্শিদাবাদ, নদিয়া, দুই বর্ধমান, পূর্ব মেদিনীপুর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনায় কুয়াশার দাপট তুলনামূলক বেশি হতে পারে। উপকূলবর্তী এলাকায় রাতের পারদ সামান্য বেশি থাকলেও পশ্চিমের জেলাগুলিতে তা কিছুটা কমতে পারে। উত্তরবঙ্গেও বড় কোনও পরিবর্তনের ইঙ্গিত নেই। দার্জিলিং পার্বত্য এলাকায় শীত অনুভূত হলেও নিম্নভূমিতে তাপমাত্রা স্থিতিশীল থাকবে। দার্জিলিঙের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ৫.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস। এছাড়া, কালিম্পঙে ১১ ডিগ্রি সেলসিয়াস, জলপাইগুড়িতে ১১.২ ডিগ্রি সেলসিয়াস এবং কোচবিহারে তাপমাত্রা নেমেছিল ১০.৮ ডিগ্রি সেলসিয়াসে। সব মিলিয়ে আবহাওয়াবিদদের মন্তব্য, দক্ষিণবঙ্গে শীত বিদায়ের পথে, বড়সড় ঠান্ডার প্রত্যাবর্তনের সম্ভাবনা আপাতত নেই।

মানাকসিয়া কোটেড মেটালস অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড

রাজস্ব বেড়েছে ১৫.১৩% ৯এম এফওয়াই২৬ বনাম ৯এম এফওয়াই২৫ (ওয়াই ও ওয়াই)

পিএটি বেড়েছে ৬৬.৯০% ৯এম এফওয়াই২৬ বনাম ৯এম এফওয়াই২৫ (ওয়াই ও ওয়াই)

পিবিটি বেড়েছে ২৪১.২৫% ৯এম এফওয়াই২৬ বনাম ৯এম এফওয়াই২৫ (ওয়াই ও ওয়াই)

মিশ্রিত ইপিএস বেড়েছে ১৫১.০৭% ৯এম এফওয়াই২৬ বনাম ৯এম এফওয়াই২৫ (ওয়াই ও ওয়াই)

৩১ ডিসেম্বর, ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক এবং নয় মাসের কনসোলিডেটেড অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের সারাংশ

(লক্ষ -তে)

বিবরণ	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত			অর্ধবর্ষ সমাপ্ত		বর্ষ সমাপ্ত
			অনিরীক্ষিত			নিরীক্ষিত
	৩১ ডিসে. ২০২৫	৩০ সেপ্টে.২০২৫	৩১ ডিসে.২০২৪	৩১ ডিসে. ২০২৫	৩১ ডিসে. ২০২৪	৩১ মার্চ ২০২৫
কার্যাদি থেকে মোট আয়	১৮৯৯০.৫১	২২৩৬৮.১০	২০৭৮২.৬৪	৬৬৭৫২.৪৭	৫৭৯৮০.৭৬	৭৮৯৬৫.৬৪
সুদ, অবচয় এবং করের পূর্বে আয়	১৮৫০.২১	২৯৪৫.১৯	১৭২৪.৭৬	৭৬৫৬.৯৫	৪৫৮৭.৭৫	৬৩০০.৮৬
নিট লাভ/(ক্ষতি) কর পূর্ব	৯৬৪.১২	১৯০২.২৩	৬৭০.৫৪	৪৭৩৫.৯৪	১৩৮৭.৫৩	২০৫৯.৪৮
নিট লাভ/(ক্ষতি) কর পরবর্তী	৭৩৪.৭৯	১৩৯৬.১৩	৫০০.৯৩	৩৫৩১.৫১	১০৩৫.৪৮	১৫৩৮.৮৩
মোট সমন্বিত আয় [কর-পরবর্তী লাভ / (ক্ষতি) এবং অন্যান্য সমন্বিত কর-পরবর্তী আয়]	৭৫৬.৪৮	১৪৫৮.৬৪	৫৩৬.২৩	৩৬১৪.৯৯	১০৭৮.৭৬	১৫৮১.৮৩
ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন	১০৫৮.৩৪	১০৫৮.৩৪	৭৪২.৬৯	১০৫৮.৩৪	৭৪২.৬৯	৭৯৪.৬৯
শেয়ার প্রতি আয় (১/- টাকা প্রতিটি) (বার্ষিকীকৃত নয়) :						
(ক) মৌলিক	০.৭৪	১.৪৫	০.৬৭	৩.৫৪	১.৩৯	২.০৭
(খ) মিশ্রিত	০.৭৩	১.৪৩	০.৬৭	৩.৪৯	১.৩৯	২.০৭
স্ট্যান্ডঅ্যালোন আর্থিক ফলাফলের মুখ্য সংখ্যা :						

বিবরণ	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত			অর্ধবর্ষ সমাপ্ত		বর্ষ সমাপ্ত
			অনিরীক্ষিত			নিরীক্ষিত
	৩১ ডিসে. ২০২৫	৩০ সেপ্টে.২০২৫	৩১ ডিসে.২০২৪	৩১ ডিসে. ২০২৫	৩১ ডিসে. ২০২৪	৩১ মার্চ ২০২৫
কার্যাদি থেকে মোট আয়	১৮৯৮৭.৮২	২২৩৬৫.৪০	২০৭৭৯.৯৫	৬৬৭৪২.৬৫	৫৭৯৭২.৬৮	৭৮৯৫৪.৮৬
সুদ, অবচয় এবং করের পূর্বে আয়	১৮৪৭.৫৭	২৯৪২.৪৯	১৭২২.৩৭	৭৬৫২.১৫	৪৫৮০.০৪	৬২৯০.৫৭
কর পূর্ববর্তী নিট লাভ/(ক্ষতি)	৯৭০.৪৩	১৯০৮.৪৮	৬৭৭.১১	৪৭৫৭.৯৯	১৪০৬.৬৭	২০৮৪.৯৯
কর পরবর্তী নিট লাভ/(ক্ষতি)	৭৪১.১০	১৪০২.৩৮	৫০৭.৫০	৩৫৫৩.৫৬	১০৫৪.৬২	১৫৬৪.৩৩

দ্রষ্টব্য-

(ক) ৩১ ডিসেম্বর, ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক এবং নয় মাস সময়ের কোম্পানির অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফল অডিট কমিটি কর্তৃক পুনরীক্ষিত ও সুপারিশ করা হয়েছে এবং কোম্পানির বোর্ড অফ ডিরেক্টরর্স কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে ২ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬ তারিখে অনুষ্ঠিত তাঁদের স্ব-স্ব সভায়। কোম্পানির বিধিবদ্ধ নিরীক্ষকগণ এই সকল ফলাফলের সীমায়িত পুনরীক্ষণ করেছেন।

(খ) মানাকসিয়া কোটেড মেটালস অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড, এর সম্পূর্ণ মালিকানাধীন সম্পূরক, মানাকসিয়া ইন্টারন্যাশনাল এফজেডই এবং জেপিএ স্ল্যাকস্ প্রাঃ লিঃ-এর অন্তর্গত কনসোলিডেটেড আর্থিক ফলাফল।

(গ) উপরোক্তটি সেবি (লিস্টিং অবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস, ২০১৫-এর রেগুলেশনস ৩৩ অধীনে স্টক এক্সচেঞ্জে দাখিল করা ত্রৈমাসিক আর্থিক ফলাফলের বিস্তারিত ফরম্যাটের নির্যাস। সমাপ্ত ত্রৈমাসিক আর্থিক ফলাফলের সম্পূর্ণ ফরম্যাট স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইট www.nseindia.com এবং www.bseindia.com এবং কোম্পানির ওয়েবসাইট www.manaksiacoatedmetals.com -তেও পাওয়া যাবে।

স্থান: কলকাতা
তারিখ: ২ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬

ডিরেক্টর বোর্ডের পক্ষে
মানাকসিয়া কোটেড মেটালস অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড
সুশীল কুমার আগরওয়াল্লা
ম্যানেজিং ডিরেক্টর
DIN: 00091793

কর্পোরেট আইডেন্টিটি নাম্বার : L27100WB2010PLC144409
রেজিস্টার্ড অফিস : ৮/১, লালবাজার স্ট্রিট, বিকানির বিল্ডিং, ৪র্থ তল, কলকাতা-৭০০০০১
ই-মেল : info@mcmil.in । ওয়েবসাইট : www.manaksiacoatedmetals.com
দূরভাষ : +৯১-৩৩-২২৪৩ ৫০৫৩ / ৫০৫৪

সম্পাদকীয়

সাইবার ক্রাইম নিয়ে ডিএসসিআই-এর সমীক্ষায় ঘুম উড়েছে আমজনতার

হাজার চেষ্টা, নিরন্তর প্রচার, একের পর এক আইন, কিন্তু রোখা যাচ্ছে না সাইবার ক্রাইম। উল্টে দিন কে দিন আরও বেপরোয়া হয়ে উঠছে সাইবার ক্রিমিনালরা। ফলে বাড়ছে জালিয়াতি, প্রতারণা, ডিজিটাল অ্যারেস্ট, তোলাবাজি, ব্ল্যাকমেলিংয়ের মতো অপরাধ। হাজার বার সতর্ক করেও রোখা যাচ্ছে না ওই অপরাধীদের। বাস্তব পরিস্থিতি বলছে, সাইবার অপরাধের মূলে রয়েছে মূলত দুটি ফ্যাক্টর। সেটা হল মানুষের লোভ ও ভয়, এই দু'টিকে পুঁজি করেই চলছে এই অপরাধচক্র। সাইবার অপরাধের দুনিয়া নিয়ে প্রায় প্রতিদিনই নিত্য নতুন খবর উঠে আসছে। এবার যে তথ্য সামনে এসেছে তাতে পুলিশ, প্রশাসনের ঘুম উড়তে বাধ্য। ২০২৫ সালে দেশের টেলি কমিউনিকেশন মন্ত্রকের তথ্য বলছে, ভারতে মোবাইল ব্যবহারকারীর সংখ্যা ১০০ কোটি ছাড়িয়ে গিয়েছে। এই বিপুল জনতার যে কেউ যে কোনও সময় সাইবার জালিয়াতির শিকার হতে পারেন। কারণ, দেশজুড়ে প্রতি মিনিটে সাইবার ক্রিমিনালদের টার্গেট গড়ে ৭৬১টি মোবাইল ফোন। ডেটা সিকিওরিটি কাউন্সিল অব ইন্ডিয়া বা ডিএসসিআই-এর সাম্প্রতিক সমীক্ষা রিপোর্টে এই তথ্য সামনে এসেছে।সেখানে আরও বলা হয়েছে, প্রতিটি অ্যান্ড্রয়েড মোবাইল ফোন মাসে অন্তত তিনবার হ্যাক করার চেষ্টা চালাচ্ছে জালিয়াতরা। ফোনের সিকিউরিটি সিস্টেম দিন দিন অনেক উন্নত হওয়ায় তারা সফল হচ্ছে না, এটাই বাঁচোয়া। তাই বিভিন্ন ম্যালওয়্যার ঢোকানোর চেষ্টা করেও তারা ব্যর্থ হচ্ছে। এখন প্রশ্ন, কারা বেশি টার্গেট? তা নিয়েও ওই রিপোর্টে বিস্তারিত তথ্য দেওয়া হয়েছে। রিপোর্ট অনুযায়ী, মূলত, অটোমোবাইল সংস্থা, সরকারি মন্ত্রক ও বিভিন্ন দফতরে কর্মরতরাই অপরাধীদের প্রাইম টার্গেটের তালিকায় রয়েছেন। দ্বিতীয় ভাগে রয়েছে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত লোকজন। তাঁদের মোবাইল ফোন কেন টার্গেট হচ্ছে তার বিস্তারিত ব্যাখ্যাও দেওয়া হয়েছে ওই রিপোর্টে। রিপোর্ট অনুযায়ী, দেশের মধ্যে সুরাত ও বেঙ্গালুরুর বাসিন্দাদের মোবাইল ফোনই অপরাধীদের প্রথম পছন্দ। ৫০ শতাংশ সাইবার অ্যাটাকের ক্ষেত্রে মোবাইলে ঢুকে বিভিন্ন নেটওয়ার্ক ড্রাইভ থেকে তথ্য হাতানোর চেষ্টা করে জালিয়াতরা। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, সতর্কতা ছাড়া এই রোগ থেকে বাঁচার আর কোনও বিকল্প নেই।

শব্দছক ৬১
রবি দাস

পাশাপাশি: ১. মিশরের স্মৃতিসৌধ ৩. নিমের স্বাদ ৫. জননী ৬. বসালোর মূল উপাদান ৮. অমাবস্যা ১০. শরীর ১২. দিঘি ১৪. তলা ১৫. গর্দভ ১৬. — ফুলে ফুলে ঢাকা ১৮. লুঠ করা যাদের কাজ ১৯. লতিয়ে চলে ২০. অন্ন ২৩. কাজ ২৪. মন-পসন্দ

ওপর-নিচ: ১. জনক ২. ভয় ৪. তুমির বহুবচন ৫. মনে জাত ৭. সচেতন হতে গেলে যা প্রয়োজন ৮. অবসম্ভাবি ৯. প্রহার ১১. পাত্রের বাঁট ১৩. শীর্ণকায়া ১৬. শক্তি ১৭. লম্বা হয়ে আছে ১৮. ব্যাধ ২১. অল্প ২২. বেড়াল জাতীয় প্রাণী

সমাধান ৬০ — পাশাপাশি: ১. আধা ৩. তালিম ৬. দরদ ৮. অস্ত ৯. কালান্ত ১০. বোলতা ১২. হীরা ১৩. কাল ১৪. রণরন ১৬. চালাক ১৮. দোল ১৯. ললিতা ২১. প্রথম ১২. পির
ওপর-নিচ : ১. আদম ২. ধার ৪. লিপিকা ৫. ব্যস্ত ৭. দখল ৮. অন্তহীন ১০. বোলচাল ১১. তারকনাথ ১৫. রসাল ১৭. সেতার ১৮. দোর ২০. লিপি

আজকের দিন

■ **১৯৫৯** — আইওয়াতে একটি বিমান দুর্ঘটনায় সঙ্গীতশিল্পী বাডি হলি, রিচি ভ্যালেন্স এবং জেপি 'দ্য বিগ বপার' রিচার্ডসন মারা যান।
■ **১৯৬৬** — সোভিয়েত মহাকাশযান লুনা-৯ তে চড়ে প্রথম ব্যক্তি চাঁদে নরম অবতরণ করে এবং পৃথিবীতে ছবি প্রেরণ করে।
■ **১৯৭২** — ইরানে ৭ দিন ধরে তুষারঝড়ে ৪,০০০ জন মারা যায়।

জন্মদিন

১৯৬৩ *বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ রঘুরাম রাজনের জন্মদিন।*
১৯৯২ *বিশিষ্ট ফুটবল খেলোয়াড় গুরপ্রীত সিং সান্ধুর জন্মদিন।*
১৯৯৬ *বিশিষ্ট অ্যাথলিট দ্যুতি চাঁদের জন্মদিন।*

রঘুরাম রাজন

বসন্তে ভোটের চেয়ে ভোটে বসন্ত আরও জরুরি

স্বপনকুমার মণ্ডল

উৎসব-পাগল বাঙালিমানসে আগমনীর আভিজাত্যে ভোট-উৎসবের আগাম বার্তা নানাভাবে ছড়িয়ে পড়ে । সেদিক থেকে তার উপস্থিতি আমি ছোটবেলা থেকেই পরখ করার অবকাশ পেয়েছি আর অবাক হয়েছি। দেয়ালে দেখালে 'এই চিহ্নে ভোট দিন'-এর দেওয়ার আবেদনের চেয়ে ভোট-উৎসবের আঁচ পেতাম। শুধু তাই নয়, মালদা-নালাগোলা রুটে কলোনি বাসস্ট্যান্ডের কাছে বাড়ি হওয়ায় সেই ভোটের পরশ নানাভাবে আমার মনে ধরা দিত। সপ্তাহে দুদিন সোম-শুক্র'র বাসস্ট্যান্ড সংলগ্ন কলোনি হাটে ভোটের মিছিল তার সরব অস্তিত্ব জানান দিত। সেই মিছিলমুখর হাটই তখন ভোট-উৎসবের আবহকে জনপ্রিয় করে তুলত। শুধু তাই নয়, সেই মিছিলের মধ্যে যেমন রেষারেষি ছিল, তেমনই তাতে উত্তেজনার পারদ উঠানামা করত।

গণতন্ত্রের গণভিত্তি তার নির্বাচনের মাধ্যমে প্রতিফলিত হয় । সেক্ষেত্রে সেই নির্বাচন তার আভিজাত্যে ভোট-উৎসবে আমন্ত্রণ জানায়। আর তা সাধারণত মার্চ-এপ্রিলের বসন্তে অনুষ্ঠিত হওয়ায় তার সঙ্গে বসন্তের যোগও নিবিড় হয়ে ওঠে । সেই বাসন্তিক আবহে এবারের ছাব্বিশের বিধানসভা নির্বাচন । সেক্ষেত্রে ভোটের সঙ্গে বসন্তের আত্মীয়তা আবারও প্রতীয়মান । বর্ণরঙিন আবহে গণতন্ত্রের শ্রেষ্ঠ উৎসবের কর্ণসার্ট বেজে গেছে। সেক্ষেত্রে ভোটে বসন্তের যোগ থেকে বসন্তে ভোটের সংযোগ নিয়ে রসিকের মনে বিতর্কের অবকাশ আপনাতেই সরগরম মনে হয়। তার চেয়ে বরং ভোট ও বসন্তের যুগল মিলনে রসিক বাঙালির ভাববৃন্দাবনের সরস সজীবতার প্রতি সতৃষ্ণ দৃষ্টি নিবন্ধ করাই শ্রেয়। উভয়ের লক্ষ্যই যেখানে উৎসবে মিলে যাওয়া, সেখানে মিলনে বিচ্ছেদের কাহিনি না খোঁজাই দস্তুর । সচেতনতার সদর দরজার দিকে যতই এগিয়েছি, ততই উপলব্ধি করেছি গণতন্ত্রে ভোট-উৎসবই সজীবতার বার্তাবাহী । সেখানে বসন্তরাজের রাজ্যাভিষেকের আবহ সদা আমন্ত্রিত। আর তা যদি প্রকৃতির বাসন্তিক পরিসরে অনুষ্ঠিত হয়, তা হলে তো কোনো কথাই নেই। তাতে প্রাকৃতিক ও মানসিক মিলনমধুর পরিসর আপনাতেই বনেদি হয়ে ওঠে। শুধু তাই নয়, দুষ্টুলোকের উর্বর মস্তিষ্কে বসন্তের যৌবনের ধর্ম ভোটের মধ্যেও প্রতীয়মান হতে পারে। শুধু তাই নয়, ভোটে বসন্তের আবহের কথা এমনিতেই সবুজ হয়ে ওঠে। স্বল্পস্থায়ী ভোটপ্রার্থীকে বসন্তসখা তথা কোকিলের সঙ্গে তুলনা করা হয় আকছার। বেচারা বসন্তের কোকিল তখন ভোট-বসন্তের কাকে পরিণত হয়। অন্যদিকে একদা বামপন্থী কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কবিতায় ফুল ফুটুক আর না-ফুটুক বসন্তের আগমন সুনিশ্চিত হয়ে উঠেছিল। পরবর্তীতে কবি অরুণ চক্রবর্তী জানিয়েছেন, 'মন ফুটলেই বসন্ত'। সেই মন তো প্রাপ্তবয়স্কে পরিণত হয়ে ওঠে। সেই যৌবনেই ভোটাধিকার বসন্ত সমাগমের কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়। অথচ সেই রামও নেই, নেই সেই অযোধ্যাও । ছেলেবেলা থেকে যে ভোট-উৎসবের পরিচয় পেয়েছি, তাতে যে উৎসবের রঙিন পরিসর তার সতেজ গরিমায় অম্লান, তা সময়ান্তরে রিক্ততাবোধে বর্ণহীন হয়ে পড়ে। অথচ কত উৎসবমুখর ছিল এই ভোট-উৎসব, এখন ভাবলেই নিজেকে নির্বোধ মনে হয়। উৎসবে আনন্দটাই বড় কথা। তার আস্বাদনেই তার আভিজাত্য । অথচ সেই আভিজাত্য ক্রমশ ক্ষমতায়নের আবর্তে নিঃস্ব হয়ে পড়ে। উৎসবে পূজার পবিত্রতা সংকীর্ণ হয়ে উঠলেও তার আনন্দ বিস্তৃতি লাভ করে। শুধু তাই নয়, সেই বিস্তৃতির উৎকর্ষে উৎসব মহোৎসবে পরিণত হয়। আবার সেই উৎসব আনন্দহীন হলে নিয়ম পালনের রিক্ততাবোধে শুধু পীড়া দেয় না, রক্তাল্পতায় প্রাণসংশয়ের কারণ হয়ে ওঠে। ভোট উৎসবের সেই আনন্দমুখর সজীব আবেদন কীভাবে ক্ষমতায় কেন্দ্রভূত হয়ে প্রাণহীন আন্তরিকতার নিয়মরক্ষার সোপানে সামিল হয়েছে, তা সহজেই অনুমেয় হয়েও পরিতাপের বিষয় । তখন মনে হয় গাড়ি-জ্বালানির আত্মবিজ্ঞাপিত 'জন্ম থেকেই জ্বলছি'র মতো ভোট-উৎসবও সুচনা থেকেই ক্ষমতার উষ্ণতায় মুখর। সেই উষ্ণতার উপলব্ধি বসন্তরঙিন ছেলেবেলায় সম্ভব নয় বলে অনেকের মনে হতে পারে । আমার নির্বোধতা সেই অসম্ভবতার উত্তর মেলানোর তাগিদে। অথচ সেদিন তিক্ততা ছিল, ছিল স্বার্থপরতা, কিন্তু তা ছিল মেঘের বর্ষণের ন্যায় ক্ষণিকের। মেঘের আকাশ বৃষ্টিতেই যেমন নির্মল হয়ে ওঠে, ভোটের পর মানুষের মনের আকাশও তেমনই সেই মেঘমুক্ত পরিসরে রোদ্রে ঝলমল করে উঠেছে। শুধু কি তাই ? চিদাকাশে ছিল কত আন্তরিকতার পরশ, তা আজকের শত্রুব্যূহ পরিশীলিত পরিসরে কষ্টকল্পনার বিষয়।

উৎসব-পাগল বাঙালিমানসে আগমনীর আভিজাত্যে ভোট-উৎসবের আগাম বার্তা নানাভাবে ছড়িয়ে পড়ে । সেদিক থেকে তার উপস্থিতি আমি ছোটবেলা থেকেই পরখ করার অবকাশ পেয়েছি আর অবাক হয়েছি। দেয়ালে দেখালে 'এই চিহ্নে ভোট দিন'-এর দেওয়ার আবেদনের চেয়ে ভোট-উৎসবের আঁচ পেতাম। শুধু তাই নয়, মালদা-নালাগোলা রুটে কলোনি বাসস্ট্যান্ডের কাছে বাড়ি হওয়ায় সেই ভোটের পরশ নানাভাবে আমার মনে ধরা দিত। সপ্তাহে দুদিন সোম-শুক্র'র বাসস্ট্যান্ড সংলগ্ন কলোনি হাটে ভোটের মিছিল তার সরব অস্তিত্ব জানান দিত। সেই মিছিলমুখর হাটই তখন ভোট-উৎসবের আবহকে জনপ্রিয় করে তুলত। শুধু তাই নয়, সেই মিছিলের মধ্যে যেমন রেষারেষি ছিল, তেমনই তাতে উত্তেজনার পারদ উঠানামা করত। দেখতাম আর ভাবতাম মুখোমুখি হলে মুখের শক্তি হাতে না চলে যায় । অবশ্য সেই ভাষাটায় সাময়িক উত্তেজনা ছিল ঠিকই, কিন্তু তা সময়ান্তরে মুক্ত হাওয়া বয়ে আনত । আসলে তখন তার পরস্পর বিরোধিতার মধ্যে সুস্থ প্রতিদ্বন্দ্বিতার আবহ ছিল, বিরোধী মানেই শত্রুর চরিত্র নির্মিত হয়নি । সেখানে 'মারি অরি পারি যে কৌশলে'র বার্তা বিঘোষিত হয়ে পড়েনি। ভোটের ভাষায় ক্ষমতার আস্ফালন যেমন ছিল না, ছিল না শত্রুনিধনের আহ্বান । ভোটপ্রার্থী তখন ভোটদাতার কাছে স্বনিমন্ত্রিত আমন্ত্রণরক্ষায় তৎপর হয়ে থাকত । অর্থাৎ 'আমার কথা যদি একটু বিবেচনা করে দেখেন'-এ সকরুণ আবেদনমুখর আন্তরিকতা মূর্ত হয়ে উঠত যা এখন 'আমাদের কথা ভাববেন' গোছের দুর্বিনীত চেতাবনি হয়ে উঠেছে। ভোটের আন্তরিক ভাষাটাই এখন দুর্লভ হয়ে যাচ্ছে । অন্যদিকে ইতিপূর্বে দেওয়াল লিখনে নানা ভোটপ্রার্থীর প্রকট উপস্থিতি দৃষ্টি আকর্ষণ করত। তখন অবশ্য সেই দেওয়ালের ভাষা বোঝার প্রয়োজন মনে হয়নি। কেননা তখন দলাদলির মধ্যে দেওয়ালটি প্রাচীর হয়ে ওঠেনি। সব দলের উপস্থিতিতে বর্ণরঙিন দেওয়ালের লেখাগুলো উৎসবের আলপনার মতো উপাদেয় মনে হ'ত। অবশ্য একটি বিষয় এখনও সেরকমই রয়েছে । ভোটপ্রার্থীর নামের পর 'কে' 'এই চিহ্নে ভোট দিন'-এর বিজ্ঞাপনী আবেদনে 'কে'কে বিচ্ছিন্ন করা রাখা এখনও দস্তুর। তাতে প্রার্থীকেই যে প্রশ্নের সামনে দাঁড় করিয়ে দেয়, তা নিয়ে দেওয়াল-লেখকের কিছু যায় আসে না। 'রাম কে' আর 'রামকে' তো এক নয়, প্রথমটিতে 'কে রাম'-এর প্রশ্ন স্বাভাবিক হয়ে আসে। আমারও ছোটবেলার কথাটি মনে হ'ত। পরে তা আরও তীব্রতা লাভ করে । তবে প্রথমে তা এসেছিল বিচ্ছিন্নতাবোধে, পরে আসে সংযুক্ততায়। অন্যদিকে ভোটের দিন তো বুথে উৎসবের আমেজ অনুভব করেছি । সেখানি বর্ণবাহারি পোস্টার-ফেস্টুন ও কাগজের ফুলের ন্যায় পতাকার ছয়লাপই শুধু নয়, মেলার মতো লোকসমাগমে নানারকম খাবারের দোকানের আয়োজনে উৎসবের বার্তা ছড়িয়ে পড়ত। মায়ের সঙ্গে চন্দ্রাইল বুথে গিয়ে মনে হয়েছে যেন কোনো নতুন ধরনের উৎসবমুখর মেলায় এসেছি । যখন প্রথম ভোট দিতে গিয়েছি, তখনও গ্রাম্য মানুষের আন্তরিক সহাস্য সহজতা দেখে অভিভূত হয়েছি । শুধু তাই নয়, যেদিন ঠাকুর-জ্যেঠুর মুখে সবার প্রথমে ভোট দেওয়ার আনন্দের হাসি দেখেছিলাম, সেদিন তার পবিত্রতা আমাকে স্পর্শ করেছিল । দলীয় প্রার্থীর শুভযাত্রায় একজন দলীয় কর্মীর সনিষ্ঠ মনোস্কামনা আমায় দলঅন্তপ্রাণ মানুষটিকে তখন স্বার্থপর মনে হয়নি। তার অকপট সারল্যে সেদিন শুধু অবাক হয়েছিলাম, এও সম্ভব ! অথচ আজ সেসব শুভযাত্রার 'অসম্ভব' কাণ্ডকারখানাই আমাদের কাছে স্বাভাবিক হয়ে গেছে। শুধু অস্বাভাবিক হয়ে উঠেছে সম্পর্কের দূরত্ব। সেখানে কাছের মানুষও দূরের মনে হয়। দলীয় পরিচয়ের আগ্রাসী ক্ষুধায় মানবিক মূল্যবোধ সেখানে বিপন্ন । কবি শঙ্খ ঘোষ তাঁর 'তুমি কোন্ দলে' সেকথা আমাদের স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন ' ...বিচার দেবার আগে জেনে নাও দেগে দাও প্রশ্ন / করো তুমি কোন্ দলে ? / আত্মঘাতী ফাঁস থেকে বাসি শব খুলে এনে কানে / কানে প্রশ্ন করো তুমি কোন্ দলে ? রাতে ঘুমানোর আগে, ভালোবাসবার আগে প্রশ্ন/ করো কোন্ দল, তুমি কোন্ দলে ।'

আসলে দলীয় পরিসরে যেখানে প্রার্থী বাছাই প্রক্রিয়ায় বড় অভাব, সেই আরোপিত প্রার্থীদের গণতান্ত্রিক ক্ষমতায়নে ছোট প্রক্রিয়ার সামিল করে যেভাবে ভোটযজ্ঞ সম্পাদিত হয়, তাতে না ছিল অভিমত প্রকাশের অবকাশ, না আছে প্রার্থীকে ফিরিয়ে আনার পরিসর। প্রথমটির ক্ষেত্রে অবশ্য বর্তমানে 'নোটা'র প্রচলন লক্ষণীয় । সেক্ষেত্রে আরোপিত প্রার্থীদের 'না ভোট'-এর অবকাশ রাখা হলেও তা কত শতাংশ হলে পুনরায় ভোটের ব্যবস্থা করা হবে তার উল্লেখ নেই । শুধু তাই নয়, এখনও পর্যন্ত বিজয়ী প্রার্থীর প্রাপ্ত ভোট মোট ভোটদাতার কত শতাংশ আবশ্যক, তা সুনির্দিষ্ট নয়। তাতে গড়ে অর্ধেক শতাংশের কম ভোটে জয়ী প্রার্থীই সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটদাতার প্রতিনিধিত্ব করে । এতে 'জনগণের দ্বারা জনগণের জন্য জনগনের শাসন' -এর 'জন'-এর চেয়ে 'গণ'-এর দড় আপনাতে বেড়ে যায়। গণতন্ত্র সেখানে গণনাতন্ত্রে আটকে পড়ে, গুণতন্ত্রের অবকাশ ব্রাত্য মনে হয়। সেখানেই শেষ নয়, অলক্ষিতে সেই সংখ্যাগরিষ্ঠতার দায় অনাদায়ে বেড়েই চলে। শুরু হয় প্রতিদ্বন্দ্বী মানে প্রতিবাদী, বিরোধী মানেই শত্রু । ভোট-উৎসব হয়ে যায় ভোট-যুদ্ধ। সেই যুদ্ধে সবচেয়ে ক্ষতি হয়েছে আমজনতার । সাধারণের মধ্যে স্বাভাবিক সম্পর্ক সেখানে বিনষ্টপ্রায় । সমাজজীবনে যেভাবে পরস্পরের মধ্যে দলীয় পরিচয়ে বিভেদকামী মানসিকতা সক্রিয়তা লাভ করেছে, তাতে সুস্থ স্বাভাবিক সম্পর্ককে বিপন্ন করে তুলেছে। মতান্তর মনান্তরের কারণ হয়ে উঠেছে । চারিদিকে অবিশ্বাস ও সন্দেহের চাতক চাউনি ওত পেতে থাকে যেন। সেক্ষেত্রে বেঁচে থাকার সম্পর্কের ছাদটিই ফুটো হয়ে যাচ্ছে। গোপন ব্যালোটই প্রকান্তরে প্রকাশ্যে সম্পর্কের আঘাতে বুলেটের ছাড়পত্রে সামিল হয়ে পড়ে। সেক্ষেত্রে যে-ভোট মিলনের ঐক্যনিদান হওয়ার কথা, তাই বিচ্ছেদের পারানি হয়ে উঠেছে। আর তা দিয়ে ভোট-বৈতরণী পার হওয়া গেলেও অনৈক্যবোধের পীড়ায় জনমানসের সম্পর্কের ক্ষত মিলিয়ে যায় না । সময়ান্তরে তাতে প্রলেপ পড়ে ঠিকই, তবে তার দাগটি থেকে যায়।

ভোট-মরশুমে তা আবার নতুন করে জেগে ওঠে। সেভাবেও ভোট উৎসব ভোট-বসন্তের দাবিদার। বসন্ত তো আবার রোগেরও নাম। ভোট-বসন্তে সেই গুটি বসন্তের টিকা কবে আবিষ্কার হবে কে জানে! ততদিনে অবশ্য খুশি মতো ভোট প্রদানে বিরত থাকাই শ্রেয়। কেননা খুশির ব্যক্তিগত পরিসরটি বড় হয়ে ওঠায় সুবিধাবাদের মুশাবিদা সহজ হয়ে ওঠে। অন্তত ভোটাধিকারে সুচিন্তিত স্পষ্ট অভিমতের প্রতিফলন আবশ্যক মনে হয় যাতে টিকার প্রয়োজনীয়তা সকলে উপলব্ধি করতে পারে। সেক্ষেত্রে 'নোটা'ও ব্রহ্মাস্ত্র হয়ে উঠতে পারে। আসলে বসন্তে ভোট আসে, কিন্তু ভোটে বসন্ত আসে না। সেখানে গুটি বসন্তের ভয় কাটালেও ভোটের বসন্ত এখনও অধরা মাধুরী, ভাবা যায়! দলীয় প্রতাপে জনগণের মনে প্রেমই জাগে না ! ক্ষমতায় উত্তাপে গ্রীষ্মের দাবদাহ, হিংসায় বর্ষার বিদ্যুৎঝলক । সেখানে বসন্ত আপনাতেই আত্মগোপন করে চলে !

লেখক: প্রফেসর, বাংলা বিভাগ, সিধো-কানহো-বীরসা বিশ্ববিদ্যালয়

চর্চাবাসর ৬৮

দোলযাত্রা হলো একটি প্রধান হিন্দু উৎসব, যা বসন্ত, প্রেম এবং রঙের উৎসব নামেও পরিচিত। এই উৎসবের মাধ্যমে রাধা-কৃষ্ণের শাশ্বত ও ঐশ্বরিক প্রেম উদযাপন করা হয়। আগের দিন ন্যাড়াপোড়া অশুভ শক্তির বিপরীতে শুভ শক্তির জয় নির্দেশিত করে।

— কলমবীর

লেখা পাঠান

সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই Unicode-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।

email : dailyekdin1@gmail.com

ইংরেজবাজারে এসআইআর শুনানি কেন্দ্রে রণক্ষেত্র

দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে অসুস্থ পাঁচ মহিলা

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: রণক্ষেত্র ইংরেজবাজার শহরের জেলা স্কুলের এসআইআর-এর শুনানি কেন্দ্র। পুলিশের সামনেই দুই পক্ষের চরম হাতাহাতি চলতে থাকে কিছুক্ষণ। হামলাকারীদের হাত থেকে বাদ যায়নি বেশ কিছু মহিলারাও। সোমবার দুপুরে এই ঘটনাকে ঘিরে আরও একবার চরম উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে ইংরেজবাজার শহরের মালদা জেলা স্কুলে। এসআইআর-এর শুনানিকে কেন্দ্র করে ইংরেজবাজার থানার বিশাল পুলিশ বাহিনী ওই শুনানি কেন্দ্রে গিয়ে পৌঁছায়। পুলিশের সামনেই একে অপরের বিরুদ্ধে মারমুখী হয়ে ওঠেন শুনানি কেন্দ্রে আসা বেশ কিছু গ্রামবাসী। কর্তাদের নালিশ জানানো হলেও মৌখিকভাবে উপস্থিত পুলিশ প্রয়োজনীয় কোনও ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি বলে অভিযোগ। হামলাকারীদের মারধরে আক্রান্ত হয়েছেন ইংরেজবাজার ব্লকের যদুপুর ১ গ্রাম পঞ্চায়েতের কংগ্রেস দলের নির্বাচিত সদস্য আসিফ ইকবাল। পালটা ওই কংগ্রেস দলের নির্বাচিত সদস্যের দলবলের হামলায় আক্রান্ত হয়েছেন সংশ্লিষ্ট ব্লকের নরহাট্টা গ্রাম পঞ্চায়েতের বুধিয়া এলাকার একদল শুনানি কেন্দ্রে আছে ভোটারেরা। তৃণমূলের কর্মী বলে দাবি করেছেন।

শুধু তাই নয়, জেলা স্কুলের এই এসআইআর কেন্দ্রে সকাল থেকেই শুনানির জন্য দাঁড়িয়ে থেকেই আচমকায় অসুস্থ হয়ে পড়েন পাঁচ জন মহিলা। শুনানি কেন্দ্রে অপেক্ষারত ভোটারদের অভিযোগ, এক বিন্দু পানীয় জল পাওয়া যায় নি। তার ওপর আবার মারামারিতেই আতঙ্কে ছোটাছুটি করতে হয়েছে অন্যান্যদের।

সীমান্তে ৫ লক্ষ জালনোট উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: পাঁচ লক্ষ টাকার জাল নোট-সহ একজনকে গ্রেপ্তার করল পুলিশ। রবিবার গভীর রাতে কালিয়াচক থানার চরিঅনন্তপুরের কামাত এলাকা থেকে মোশারফ হোসেন নামে এই জাল নোট পাচারকারীকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। তার বাড়ি বৈষ্ণবনগর থানার সীমান্তবর্তী গ্রাম পারদেওনাপুর। উদ্ধার হওয়া নোটগুলি ৫০০ টাকার। পুলিশ জানিয়েছে, ধৃতের নাম মোশারফ হোসেন। তার বাড়ি বৈষ্ণবনগর থানার ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী পারদেওনাপুর এলাকায়। উদ্ধার হওয়া জালনোটগুলি সবই ৫০০ টাকার। এদিন গভীর রাতে চরিঅনন্তপুর এলাকার সীমান্তবর্তী কাঁটাতারের ওপার থেকেই বিএসএফের অলক্ষ্যে প্যাকেটে বন্দি করে জালনোটগুলি এপারে ছুঁড়ে দেওয়া হয়েছিল।

GPT group

জিপিটি হেলথ্‌কেয়ার লিমিটেড

রেজিস্টার্ড অফিস: জিপিটি সেন্টার, জেসি - ২৫, সেক্টর-৩, সল্টলেক, কলকাতা - ৭০০ ১০৬
CIN- L70101WB1989PLC047402, ওয়েবসাইট- www.ilshospitals.com
ই-মেল: ghl.cosec@gptgroup.co.in, ফোন- ০৩৩ - ৪০৫০ ৭০০০

৩১ ডিসেম্বর, ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক এবং নয় মাসের অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের সারাংশ

(লক্ষ টাকায়)

	বিবরণ	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত 31.12.2025 অনিরীক্ষিত	বর্ষ থেকে তারিখ সমাপ্ত ৩১.১২.২০২৫ অনিরীক্ষিত	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত ৩১.১২.২০২৪ অনিরীক্ষিত
১	কার্যাদি থেকে মোট আয়	১২,০১৫.৮৬	৩৪,৬১৭.৫২	১০,২২০.৬৬
২	নিট লাভ কর পূর্ব সাধারণ কাজকর্ম থেকে	১,২৭৫.৭৭	৩,৮৯৪.০৭	১,৭৬১.৯৮
৩	নিট লাভ কর পরবর্তী সাধারণ কাজকর্ম থেকে	৯৩৬.৮৩	২,৭৬৫.৪৫	১,২২৪.৬১
৪	মোট ব্যাপক আয়	৯৩৫.৬৪	২,৭৬১.৮৮	১,২০১.২২
৫	ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন ফেস ভ্যালু ১০/- টাকা প্রতিটি	৮,২০৫.৪৮	৮,২০৫.৪৮	৮,২০৫.৪৮
৬	শেয়ার প্রতি আয় (১০/- টাকা প্রতিটি) (বার্ষিকীকৃত নয়)* মৌলিক এবং মিশ্রিত	১.১৪*	৩.৩৭*	১.৪৯*

দ্রষ্টব্য :
১. উপরোক্তটি ৩১ ডিসেম্বর, ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক এবং নয় মাসের আর্থিক ফলাফলের বিশদ ফর্ম্যাটের সারাংশ, যা সেবি (লিস্টিং অবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস, ২০১৫-এর রেগুলেশনস ৩৩ অধীনে স্টক এক্সচেঞ্জে ফাইল করা হয়েছে। ৩১ ডিসেম্বর, ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক আর্থিক ফলাফলের সম্পূর্ণ ফরম্যাট স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইট (www.bseindia.com এবং www.nseindia.com) এবং কোম্পানির ওয়েবসাইট www.ilshospitals.com -তেও পাওয়া যাবে।
২. উপরিউক্ত সময়ে কোম্পানির কোনও ব্যতিক্রমী দফা ছিল না।

স্থান: কলকাতা
তারিখ : ০২ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬

ডিরেক্টর বোর্ডের পক্ষে
স্বা/-
ড. ওম তাঁতিয়া
চেয়ারম্যান এবং ম্যানেজিং ডিরেক্টর
DIN: 00001342

ইন্ডিয়ান বैंक Indian Bank इलाहाबाद ALLAHABAD

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক
৩য় এবং ৪র্থ তল
১৪, ইন্ডিয়া এক্সচেঞ্জ প্লেস
কলকাতা - ৭০০০০১

সাধারণ বিজ্ঞপ্তি

চৌরঙ্গি শাখা, ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্কের সহিত সংযুক্ত এ/সি আশিস কুমার সিংহ এর বিষয়ে ব্যাঙ্ক জালিয়াতির তদন্ত প্রক্রিয়া শুরু করেছে। সংশ্লিষ্ট বিষয়ে নিম্নোক্ত মালিক/বিক্রেতা শ্রী গৌতম সান্যাল এর নামে ২২.১২.২০২৫ তারিখে কারণ দর্শানোর নোটিশ ইস্যু করা হয়েছে। ব্যাঙ্ক সংশ্লিষ্ট মালিক/বিক্রেতা শ্রী গৌতম সান্যাল এর বিরুদ্ধে জালিয়াতির অভিযোগ এনে তার বিরুদ্ধে তদন্ত শুরু করেছে এবং ব্যাঙ্কের নিকট তাদের বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগের বিষয়ে ২১ দিনের মধ্যে জবাবদিহি দাখিলের সুযোগ দিয়েছে, কারণ দর্শানোর নোটিশ ইস্যু করে এবং সংশ্লিষ্ট কারণ দর্শানোর নোটিশগুলি রেজিস্টার্ড ডাকে নথিভুক্ত ঠিকানায় প্রেরণ করা হয়। সংশ্লিষ্ট কারণ দর্শানোর নোটিশগুলি মালিক/বিক্রেতা শ্রী গৌতম সান্যালের নামে ইস্যু করা হলেও তা ডাক বিভাগের মন্তব্য সহ অবন্টিত অবস্থায় ফেরত এসেছে। ঠিকানার বিস্তারিত নিম্নরূপ :

ক্রম	নাম	পদাধিকার	ঠিকানা
১.	শ্রী গৌতম সান্যাল	মালিক/বিক্রেতা বন্ধকদত্ত সম্পত্তি -- আশিস কুমার সিংহ	ঠিকানা : পিতা প্রয়াত কালীকৃষ্ণ সান্যাল, ৮৭/৫২এ, বোস পুকুর রোড, কসবা, থানা কসবা, জেলা দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পব-৭০০০৪২।

এমতাবস্থায়, সংবাদপত্রে নোটিশ প্রকাশের মাধ্যমে ব্যাঙ্ক উক্ত মালিক/বিক্রেতা শ্রী গৌতম সান্যাল কে অবিলম্বে ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, চৌরঙ্গি শাখা (ঠিকানা : ৫৫, চৌরঙ্গি রোড, কলকাতা, পব -৭০০০৭১ - শাখা ম্যানেজার- শ্রী রঞ্জিত কুমার এর সঙ্গে মো : ৯৭৭১০৬৪০৩২ নম্বরে) যোগাযোগ করে এই নোটিশ প্রকাশের তারিখ থেকে ৭ দিনের মধ্যে নোটিশ সংগ্রহ এবং নোটিশ সংগ্রহের তারিখ থেকে ২১ দিনের মধ্যে জবাব দেওয়ার অনুরোধ করা হচ্ছে। নোটিশ সংগ্রহের ২১ দিন পরেও ব্যাঙ্কের নিকট জবাব দাখিল না করলে বা নোটিশ প্রকাশের ৭ দিন পরেও নোটিশ সংগ্রহ না করলে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে অভিযুক্ত ব্যক্তির কোনও জবাব দেওয়ার নেই বলে ধরে নেওয়া হবে এবং ব্যাঙ্ক সংশ্লিষ্ট বিষয়ে প্রক্রিয়া গ্রহণ করবে।

তারিখ : ০৩.০২.২০২৬
স্থান : কলকাতা চৌরঙ্গি শাখা

স্বা/-
অনুমোদিত অফিসার, ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

AXIS FINANCE

অ্যাক্সিস ফিনান্স লিমিটেড

(CIN : U65921MH1995PLC212675)
অ্যাক্সিস হাউস, সি-২, ওয়াদিয়া ইন্টারন্যাশনাল সেন্টার, পান্ডুরঙ্গ বুধকর মার্গ, ওরলি, মুম্বই - ৪০০ ০২৫

Ref. No. AFL/CO/2026-27/Legal/Jan/460 ২২.০১.২০২৬

স্পিড পোস্ট/রেজিস্টার্ড এ.ডি./ইমেল মাধ্যমে
আগাম বাধ্যবাধকতা ছাড়াই প্রেরণ

প্রতি

১.	**দাস গোল্ড প্রা লি. প্রয়াত শ্রী প্রসেনজিৎ দাস এবং শ্রীমতি পম্পা দাস-ডিরেক্টর এর মাধ্যমে- (ঋণগ্রহীতা/বন্ধকদাতা)** ১৮৮, বিপিন বিহারী গাঙ্গুলি স্ট্রিট, একতলা, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ-৭০০০১২। **ইমেল আইডি :** dasgold7@gmail.com **মোবাইল নং:** ৯৭৯৫৬৮১১১১।	২.	**শ্রীমতি পম্পা দাস স্বামী প্রয়াত শ্রী প্রসেনজিৎ দাস (প্রয়াত শ্রী প্রসেনজিৎ দাস জামিনদাতা এর আইনি উত্তরাধিকারী) (সহ ঋণগ্রহীতা ১/জামিনদাতা)** ১৮৮, বিপিন বিহারী গাঙ্গুলি স্ট্রিট, একতলা, কলকাতা,পশ্চিমবঙ্গ-৭০০০১২। **আরও ঠিকানা :** ৯৬/১, দ্বারিক রোড, পো : চৌহাটি, রাইপুর,সোনারপুর (এম),দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ-৭০০১৪৯। **ইমেল আইডি :** dasgold7@gmail.com। **মোবাইল নং:** ৯৭৯৫৬৮১১১১।
৩.	**শ্রী প্রিয়জিৎ দাস পিতা প্রয়াত শ্রী প্রসেনজিৎ দাস** (প্রয়াত শ্রী প্রসেনজিৎ দাস জামিনদাতা এর আইনি উত্তরাধিকারী) (সহ ঋণগ্রহীতা ২), ৯৬/১, দ্বারিক রোড, পো : চৌহাটি, রাইপুর, সোনারপুর (এম), দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ-৭০০১৪৯। **ইমেল আইডি** : dasgold7@gmail.com। **মোবাইল নং:** ৯৭৯৫৬৮১১১১।	৪	**শ্রীমতি কল্যাণী দাস স্বামী শ্রী সুরেন দাস (প্রয়াত শ্রী প্রসেনজিৎ দাস জামিনদাতা এর আইনি উত্তরাধিকারী),** ৯৬/১, দ্বারিক রোড, পো : চৌহাটি, রাইপুর, সোনারপুর (এম), দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ-৭০০১৪৯। **ইমেল আইডি :** dasgold7@gmail.com। **মোবাইল নং:** ৯৭৯৫৬৮১১১১।

(পরবর্তীতে একত্রে ''ঋণগ্রহীতাগণ'' হিসেবে উল্লিখিত)
মাননীয় মহাশয়/মহাশয়া,
বিষয় : ২০০২ সালের সিকুইরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(২) ধারা অধীনে (সময়ে সময়ে সংশোধিত মতে) এবং বিধিমালা অধীনে

আমরা, অ্যাক্সিস ফিনান্স লিমিটেড (''এএফএল''), কোম্পানি আইন, ১৯৫৬ এর বিধানের অধীনে অন্তর্ভুক্ত একটি কোম্পানি এবং ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক আইন, ১৯৩৪ এর অধীনে নিবন্ধিত একটি নন-ব্যাঙ্কিং ফিনান্স কোম্পানি অ্যাক্সিস হাউস, সি-২, ওয়াদিয়া ইন্টারন্যাশনাল সেন্টার, পান্ডুরঙ্গ বুধকর মার্গ, ওরলি মুম্বই - ৪০০০২৫-এ এর নিবন্ধিত অফিস, অনুমোদিত আধিকারিকের মাধ্যমে এতদ্বারা আর্থিক সম্পদ ও প্রয়োগের সুরক্ষা এবং পুনর্গঠনের ধারা ১৩(২) এর অধীনে এই নোটিশটি প্রদান করছি সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ (পরবর্তীতে 'সারফায়েসি আইন' হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে) সুরক্ষিত পাওনাদার হিসাবে।

১. এএফএল, তার ব্যবসার সাধারণ কোর্সে, ঋণগ্রহীতার অনুরোধে মঞ্জুর করা মেয়াদী ঋণ আরও বিশেষভাবে এখানে তফসিল এ-তে বর্ণনা করা হয়েছে, মোট আইএনআর ২.৫০,০০,০০০/- (দুই কোটি পঞ্চাশ লাখ টাকা) ('ঋণ সুবিধা') সেখানে উল্লিখিত শর্তাবলীতে সারফেসি আইনের ধারা ২(১)(জেডসি) এর অর্থের মধ্যে তফসিল এ-তে বর্ণিত উপরোক্ত নিরাপত্তা একটি 'সুরক্ষিত সম্পদ' এবং এর ফলে এএফএল-এর পক্ষে সুরক্ষিত আগ্রহ তৈরি হয়েছে।
২. যেহেতু ঋণগ্রহীতারা আপনার সমান মাসিক কিস্তি (এমআইএস) পরিশোধের জন্য ক্রমাগত দাখিল খেলাপ করেছেন, তাই ঋণগ্রহীতাদের অ্যাকাউন্টগুলি নন-পারফর্মিং অ্যাসেট (''এনপিএ'') কার্যকর **০৮.০১.২০২৬** তারিখ থেকে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার নির্দেশ অনুযায়ী এবং ঋণগ্রহীতাকে তা জানানোও হয়েছে।
৩. এখানে বলা আবশ্যক যে এনপিএ হিসাবে অ্যাকাউন্টের শ্রেণীবিভাগের উপরোক্ত তথ্যটি এএফএল দ্বারা আপনাকে জানানো হয়েছিল **১২.০১.২০২৬** তারিখের এনপিএ ইঙ্গিত পত্রের মাধ্যমে যার রেফারেন্স নং AFL/NPA/CO/Jan-26/3957 ঋণ সুবিধার জন্য।
৪. পূর্বোক্ত বিবেচনায়, সিকিউরিটিজ ক্রেডিটর আর্থিক সম্পদ এবং এনফোর্সমেন্টের সিকিউরিটাইজেশন এবং পুনর্গঠনের ধারা ১৩(২) এর পরিপ্রেক্ষিতে ঋণগ্রহীতা/সহ-ঋণগ্রহীতা(গণ)/বন্ধকদাতাকে এই বিধিবদ্ধ নোটিশ জারি করার অধিকারী হয়েছে সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ এবং এতদ্বারা আপনাদের সকলকে সম্মিলিতভাবে এবং পৃথকভাবে সিকিউরড ক্রেডিটরের প্রতি বকেয়া পরিমাণ/সমষ্টি জমা দেওয়ার জন্য আহ্বান জানাচ্ছি আইএনআর **২,০৮,৮৫,৩২১/- (দুই কোটি আট লাখ পঁচাশি হাজার তিনশ একুশ টাকা) ০৯.০১.২০২৬** অনুযায়ী পর্যন্ত বকেয়া প্রযোজ্য সুদ, আরও সুদ, ডিফল্ট সুদ, প্রিমিয়াম, খরচ সহ এখানে তফসিল বি-তে আরও বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে, সারফায়েসি আইনের ধারা ১৩(২) এর অধীনে জারি করা এই নোটিশের তারিখ থেকে ৬০ দিনের (ষাট দিনের) মধ্যে এই তারিখ থেকে ঋণ পরিশোধে সুরক্ষিত এখানে উপরে উল্লিখিত সুরক্ষিত সম্পদের ক্ষেত্রে সারফেসি আইনের ধারা ১৩(৪) এবং ১৫ এর অধীনে তার কাছে উপলব্ধ নিরাপত্তা সুদ প্রয়োগের অধিকার প্রয়োগ করতে পাওনাদারকে বাধ্য করা হবে যার মধ্যে অন্যান্য বিষয়ের সাথে, নীচে উল্লিখিত ব্যবস্থাগুলি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে;
   ক তফসিল এ-তে উল্লিখিত সুরক্ষিত সম্পদের দখল নিতে হবে, যার মধ্যে এটি আদায় করার জন্য ইজারা, অ্যাসাইনমেন্ট বা বিক্রয়ের মাধ্যমে স্থানান্তর করার অধিকার রয়েছে;
   খ. ধারা ১৩(৪)(বি) এর শর্তাবলীতে নির্ধারিত শর্ত সাপেক্ষে সুরক্ষিত সম্পদ আদায়ের জন্য ইজারা, অ্যাসাইনমেন্ট বা বিক্রয়ের মাধ্যমে স্থানান্তর করার অধিকার সহ আপনার ব্যবসার পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করুন সারফেসি আইনের ১৫ ধারা অনুযায়ী।
   গ. সুরক্ষিত সম্পদ পরিচালনার জন্য যে কোনো ব্যক্তিকে নিয়োগ করুন, যার দখল এএফএল দ্বারা নেওয়া হবে;
   ঘ যেকোন সময় লিখিত নোটিশের মাধ্যমে, যে কোনো ব্যক্তি যিনি আপনার কাছ থেকে যে কোনো সুরক্ষিত সম্পদ অর্জন করেছেন এবং যার কাছ থেকে কোনো টাকা বকেয়া আছে বা আপনার কাছে বকেয়া হতে পারে, তাকে এএফএল কে প্রদান করতে হবে, তাই অর্থের বেশিরভাগই সুরক্ষিত ঋণ পরিশোধের জন্য যথেষ্ট
৫. আপনাদের সকলকে অবহিত করা হচ্ছে এবং সতর্ক করা হচ্ছে যে সারফেসি আইনের ধারা ১৩ (১৩) এর বিধান অনুসারে, বিক্রয়, ইজারা বা অন্য কোন উপায়ে সুরক্ষিত সম্পদের (এখানে তফসিল এ-তে উল্লেখ করা হয়েছে) হস্তান্তর করা হবে না। সুরক্ষিত পাওনাদারের পূর্ব লিখিত সম্মতি ছাড়াই করা হবে।
৬. সুরক্ষিত সম্পদ খালাস করার জন্য উপলব্ধ সময়ের বিষয়ে সারফেসি আইনের ধারা ১৩ (৮) এর বিধানগুলিতে আপনার মনোযোগ আমন্ত্রিত।
৭. অনুগ্রহ করে মনে রাখবেন যে ধারা ১৩ (৪) এর অধীনে এএফএল এর ক্রিয়াকলাপের প্রক্রিয়াতে যে সমস্ত খরচ, চার্জ, ব্যয় বহন করবে এবং আনুষঙ্গিক সেইগুলি আইনের অধীনে নির্ধারিত পদ্ধতিতে আপনার কাছ থেকে আদায়যোগ্য হবে।
৮. অনুগ্রহ করে আরও মনে রাখবেন যে এই সংবিধিবদ্ধ নোটিশটি সুরক্ষিত পাওনাদারের অধিকারের প্রতি কোনো দায়বদ্ধতা ছাড়াই জারি করা হয়েছে যেটি আপাতত বলবৎ কোনো আইনের বিধানের অধীনে উপযুক্ত এবং প্রয়োজনীয় বলে বিবেচিত অন্য কোনো আইনি প্রক্রিয়া/আইনি পদক্ষেপের সূচনা এবং/অথবা চুক্তি বা উভয় অনুযায়ী।

আপনাদের বিশ্বস্ত
অনুমোদিত কর্মকর্তা
অ্যাক্সিস ফিনান্স লিমিটেড

তপশিল এ
জামিনদত্ত সম্পদের বিস্তারিত

ইউনিট নং এন, একতলা, ইম্যাক্স ইমপেরিয়াল নং ১০১/৫ , নির্মিত প্লট জমি পরিমাপ আনুমানিক ২৬ কাঠা, ৮ ছটাক , ৩০ বর্গফুট এবং অবস্থিত পুরসভা প্রেমিসেস নং ১০১/৫, সুরেন্দ্রে নাথ ব্যানার্জি রোড, পো ধর্মতলা, থানা তালতলা, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ-৭০০০১৩, পরিমাপ ২৩০০ বর্গফুট। ভবন/প্লটের চৌহদ্দি : পূর্বে : ১০১-সি, এস এন ব্যানার্জি রোড। পশ্চিমে : সাধারণ চলার পথ। উত্তরে : প্রেমিসেস নং ১৪, ৪৭ এবং ৪৮ ইন্ডিয়ান মিরর । দক্ষিণে : এস এন ব্যানার্জি রোড।

তপশিল বি
১০ এপ্রিল ২০২৫ অনুযায়ী বকেয়া পরিমাণে বিস্তারিত

সুবিধা	ঋণ অ্যাকাউন্ট নং	মূল অনুমোদনের সীমা (আইএনআর)	মূল ও/এস (আইএনআর)	অধার্য সুদ (আইএনআর)	জরিমানা এবং অন্য চার্জ (আইএনআর)	মোট বকেয়া (আইএনআর)
মর্টগেজ লোন (''ক্রেডিট ফেসিলিটি আই'')	0456MMA00012146	২,৫০,০০,০০০	২,০১,৫০,৭১০	৭,০৩,৭৮৯	১০,৮০৭	২,০৮,৮৫,৩২১
মোট বকেয়া						২,০৮,৮৫,৩২১

দ্রষ্টব্য : বার্ষিক ১১.২০ শতাংশ সুদ মূল বকেয়া পরিমাণে এবং মঞ্জুরিকৃত শর্ত অধীনে খেলাপী সুদ ধার্য।

बैंक ऑफ़ बड़ौदा Bank of Baroda

বিওবি কাকদ্বীপ শাখা

''ললিত ভিলা'' গ্রাম এবং পোস্ট - কাকদ্বীপ,
থানা - কাকদ্বীপ জেলা - ২৪ পরগনা (দ), পিন - ৭৪৩৩৪
ইমেল আইডি : kakdwi@bankofbaroda.co.in

ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ

পরিশিষ্ট - A

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রির জন্য বিক্রয় নোটিশ ''পরিশিষ্ট - IV-A'' [দ্রষ্টব্য রুল ৯(১)]

২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন তৎসহ পঠিত রুল ৯(১) সংস্থান অধীনে স্থাবর সম্পত্তি বিক্রির জন্য ই-নিলাম বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতা(গণ), বন্ধকদাতা(গণ) এবং জামিনদাতা(গণ)-এর প্রতি বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বন্ধকদত্ত নিম্নোক্ত বিস্তারিত মতে স্থাবর সম্পত্তি জামিন অধীনে ঋণদাতা **ব্যাঙ্ক অফ বরোদা**, অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক স্বত্ব দখলীকৃত এবং **'যেখানে যা আছে', 'যেখানে যেমন আছে' এবং 'যেখানে যে অবস্থায় আছে'** ভিত্তিতে বকেয়া আদায়ের জন্য বিক্রয় করা হবে সংশ্লিষ্ট অ্যাকাউন্ট অধীনে। ঋণগ্রহীতা(গণ), বন্ধকদাতা(গণ) এবং জামিনদাতা(গণ)/জামিনদত্ত সম্পদসমূহ/বকেয়া/সংরক্ষিত মূল্য/ই-নিলাম, তারিখ এবং সময়, ইএমডি এবং ডাক বাড়ানোর পরিমাণ নিম্নে বর্ণিত -

ক্রম নং	ঋণগ্রহীতা(গণ)/জামিনদাতা(গণ) এবং বন্ধকদাতা(গণ) এর নাম এবং ঠিকানা	জামিনদত্ত সম্পদসমূহ/বন্ধকদত্ত সম্পত্তির বিস্তারিত জ্ঞাত দায়বদ্ধতা সহ, যদি কিছু থাকে	মোট বকেয়া	ই-নিলামের তারিখ এবং সময়	সংরক্ষিত মূল্য / ইএমডি পরিমাণ / ডাক বাড়ানোর পরিমাণ	দখলের ধরন (প্রতীকী/স্বত্ব)	সম্পত্তি পর্যবেক্ষণের তারিখ এবং সময়
১	**ক) শ্রী দীপঙ্কর মাইতি (ঋণগ্রহীতা)** পিতা রাধাকৃষ্ণ মাইতি, খাস রামকরচর, পো : খাস রামকরচর, জেলা দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ, পিন ৭৪৩৩৭৩। **খ) শ্রী রাধাকৃষ্ণ মাইতি (জামিনদাতা),** পিতা রামপদ মাইতি, খাস রামকরচর, পো : খাস রামকরচর, জেলা দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ, পিন ৭৪৩৩৭৩।	সমপরিমাণ বন্ধকদত্ত সংশ্লিষ্ট সকল অংশ ৮ ডেসিমেল বাস্তু জমি এবং তদস্থিত একতলা বসবাসের ভবন, অবস্থিত মৌজা : খাস রামকরচর জেএল নং ২৮, বিএল এবং এলআর আরএস প্লট নং ১৭৩২, এলআর প্লট নং ৩৫৮১ (শ্রী রাধাকৃষ্ণ মাইতির নামে স্বত্বাধীন হিসেবে নথিভুক্ত) আরএস খতিয়ান নং ৫২৭ এলআর খতিয়ান নং ১৬৫৯ থানা সাগর, জেলা দক্ষিণ ২৪ পরগনা, স্থানীয় রামকরচর গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন থানা এবং যৌথ এসআর অফিস কাকদ্বীপ এবং রুদ্রনগর, জেলা দক্ষিণ ২৪ পরগনা। **সম্পত্তির চৌহদ্দি : উত্তরে :** দীপঙ্কর মাইতির জমি। **দক্ষিণে :** দেবাশিস মাইতির জমি। **পূর্বে :** দীপঙ্কর মাইতির জমি। **পশ্চিমে :** গ্রামীণ রোড।	৩৫,০৬,৭২৫.০০ টাকা ০৮.১১.২০২৪ থেকে কার্যকর মতে সুদ এবং চার্জ সহ	২০.০২.২০২৬ দুপুর ২টো থেকে সন্ধে ৬টা পর্যন্ত	২২,১৩,০০০ টাকা / ২,২১,৩০০ টাকা / ১০,০০০ টাকা	প্রতীকী দখলীকৃত	১৭.০২.২০২৬ বেলা ১টা থেকে দুপুর ৩টে পর্যন্ত
২	**মেসার্স পবিত্র ফিস প্রোডাক্টস (ঋণগ্রহীতা)** স্বত্বা : শ্রী নকুল চন্দ্র ঘড়ুই, পো এবং থানা : কাকদ্বীপ, জেলা দক্ষিণ ২৪ পরগনা,পিন -৭৪৩৩৪৭।	সমপরিমাণ বন্ধকদত্ত অসম্পূর্ণ ভবন অবস্থিত আরএস দাগ নং ১৬৯১/১৯০৭, এলআর দাগ নং ২৫২৩, আরএস খতিয়ান নং ৮৯৯, এলআর খতিয়ান নং ৩২৪৫, মৌজা কালিনগর, জেএল নং ১০, তৌজি নং ২৬৫২, লট নং ৮, গ্রাম কালিনগর দশের চক, পো কাক কালিনগর, থানা কাকদ্বীপ, জেলা দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পিন - ৭৪৩৩৪৭। **সম্পত্তির চৌহদ্দি : উত্তরে :** ঢালাই রোড। **দক্ষিণে :** অন্যান্যর রোড। **পূর্বে :** বিজয় প্রামাণিকের জমি। **পশ্চিমে :** পবিত্র গায়েন এর জমি।	৫,২০,২৫৬.২৪ টাকা ২৭.০৭.২০১৯ থেকে কার্যকর মতে সুদ এবং চার্জ সহ	২০.০২.২০২৬ দুপুর ২টো থেকে সন্ধে ৬টা পর্যন্ত	৭,৬৫,০০০ টাকা / ৭৬,৫০০ টাকা / ১০,০০০ টাকা	প্রতীকী দখলীকৃত	১৭.০২.২০২৬ বেলা ১টা থেকে দুপুর ৩টে পর্যন্ত

* সম্পত্তি প্রতীকী দখলে রয়েছে এবং ব্যাংক প্রতীকীভাবে সম্পত্তিটি নিলাম ক্রেতার কাছে হস্তান্তর করবে।
বিক্রয়ের বিস্তারিত শর্তাবলীর জন্য, অনুগ্রহ করে https://www.bankofbaroda.in/e-auction.htm এবং https://baanknet.com-এ প্রদত্ত লিঙ্কটি দেখুন। **সম্ভাব্য দরদাতারা অনুমোদিত কর্মকর্তার সাথে যোগাযোগ করতে পারেন শ্রী শ্যামল সমাদ্দার, মোবাইল নং ৮৩৩৫০৭৫৪৫৩**
১. বিক্রয়টি সুরক্ষিত ঋণদাতা ব্যাংকের নিশ্চিতকরণ সাপেক্ষে।
২. সম্পত্তি প্রতীকী দখলে রয়েছে এবং দরদাতা তার নিজের ঝুঁকি এবং দায়িত্বে প্রতীকী দখলে সম্পত্তিটি কিনছেন।
৩. ব্যাংক কেবল প্রতীকীভাবে সম্পত্তির দখল হস্তান্তর করবে এবং সফল নিলাম দরদাতা/ক্রেতা ব্যাংকের কাছ থেকে প্রকৃত দখল দাবি করবেন না।
৪. প্রকৃত দখল হস্তান্তরের জন্য ব্যাংক দায়ী বা বাধ্য থাকবে না।
৫. সফল নিলাম ক্রেতা অর্থ ফেরতের ক্ষেত্রে কোনও সুদ দাবি করার অধিকারী হবেন না।
৬. সফল নিলাম ক্রেতাকে ই-নিলামের পরপরই উপরোক্ত শর্তাবলী নিশ্চিত করে ঘোষণাপত্র তথা অঙ্গীকারপত্র জমা দিতে হবে।
৭. বিক্রয়ের পর যদি সফল দরদাতা ঘোষণাপত্র তথা অঙ্গীকারপত্র জমা দিতে ব্যর্থ হন, তাহলে বিডের ইএমডি পরিমাণ বাজেয়াপ্ত করা হবে।

তারিখ : ০৩.০২.২০২৬
স্থান : কাকদ্বীপ

অনুমোদিত অফিসার
ব্যাঙ্ক অফ বরোদা

সাধারণ বিজ্ঞপ্তি
(দেউলিয়া এবং দেউলিয়া কোড, ২০১৬ এর ধারা ১০২(১) এবং (২) এর অধীনে)
শ্রী উমেশ পাড়িয়া, ব্যাঙ্করাপ্ট/ব্যক্তিগত জামিনদাতা-মেসার্স পাড়িয়া টিম্বার কোম্পানি প্রাইভেট লিমিটেড- ঋণদাতাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি
(U74899DL1985PTC020751)

	সংশ্লিষ্ট বিস্তারিত	
১.	ঋণগ্রহীতা/ব্যক্তিগত জামিনদাতার নাম	শ্রী উমেশ পাড়িয়া
২.	ঋণগ্রহীতা/ব্যক্তিগত জামিনদাতার ঠিকানা	ঠিকানা : চিমলাপল্লী রোড, ভেপাগুন্টা বিশাখাপত্তনম ৫৩০০৪৭ এবং ৫০-১৮-৫, টিপিটি কলোনি, হিন্দু অফিসের নিকট, সীথাম্মাধারা বিশাখাপত্তনম, অন্ধ্রপ্রদেশ-৫৩০০১৩
৩.	আবেদন নির্দেশের বিস্তারিত	IB-712/ND/2025 নির্দেশ তারিখ ০৬.০১.২০২৬ (নির্দেশ গৃহীত ২১.০১.২০২৬)
৪.	দেউলিয়াগ্রস্ত অছি যার কাছে দাবি নথিভুক্ত করতে হবে তার বিবরণ	শ্রী প্রতীম বয়াল রেজি. নং IBBI/IPA-003/IP-N00213/2018 -2019/12385
৫.	আইবিবিআই এর নিকট নথিভুক্ত দেউলিয়াগ্রস্ত অছির ঠিকানা এবং ইমেল	ঠিকানা : রুম নং ৭০৮, ৮ম তল, সেন্ট্রাল প্লাজা, ২/৬ শরৎ বোস রোড মিন্টো পার্ক, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ ৭০০০২০ ইমেল আইডি : pratimbayal@gmail.com
৬.	দেউলিয়াগ্রস্ত অছির সহিত যোগাযোগের ঠিকানা এবং ইমেল	ঠিকানা : রিসার্জেন্ট রিসলিউশন প্রফেশনাল এলএলপি-রিসার্জেন্ট রিসলিউশন প্রফেশনাল এলএলপি, ২/৬ শরৎ বোস রোড, সেন্ট্রাল প্লাজা, ৮ম তল, রুম নং ৭০৮, কলকাতা - ৭০০০২০ ইমেল আইডি - umeshpadiabankruptcy26@gmail.com
৭.	দাবি দাখিলের শেষ তারিখ	২৩.০২.২০২৬

এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হচ্ছে যে, ন্যাশনাল কোম্পানি ল ট্রাইব্যুনাল, নিউ দিল্লি বেঞ্চ, ০৬.০১.২০২৬ তারিখে মেসার্স পাড়িয়া টিম্বার কোম্পানি প্রাইভেট লিমিটেডের ব্যক্তিগত জামিনদার শ্রী উমেশ পাড়িয়ার দেউলিয়া ঘোষণা শুরু করার নির্দেশ দিয়েছে (২১.০৬.২০২৬ তারিখে আদেশটি গৃহীত হয়েছে)।
মেসার্স পাড়িয়া টিম্বার কোম্পানি প্রাইভেট লিমিটেডের দেউলিয়া/ব্যক্তিগত জামিনদার শ্রী উমেশ পাড়িয়ার পাওনাদারদের ২৩.০২.২০২৬ তারিখে বা তার আগে তাদের দাবি প্রমাণসহ দফা নং ৬ উল্লেখিত ঠিকানায় দেউলিয়া ট্রাস্টির কাছে জমা দিতে বলা হচ্ছে।
আর্থিক পাওনাদারদের প্রমাণসহ তাদের দাবি কেবল ইলেকট্রনিক মাধ্যমে জমা দিতে হবে।
দাবির মিথ্যা বা বিভ্রান্তিকর প্রমাণ জমা দিলে জরিমানা করা হবে।

স্বা/-
শ্রী প্রতিম বয়াল
দেউলিয়া ট্রাস্টি
রেজি. নং IBBI/IPA-003/IP-N00213/2018-2019/12385
যোগাযোগের ঠিকানা : রিসার্জেন্ট রিসলিউশন প্রফেশনাল এলএলপি, ২/৬, শরৎ বোস রোড, সেন্ট্রাল প্লাজা, ৮ম তল, রুম নং ৭০৮, কলকাতা - ৭০০০২০
ইমেল : umeshpadiabankruptcy26@gmail.com/pratimbayal@gmail.com
তারিখ : ০৩.০২.২০২৬
স্থান : দিল্লি এনসিআর

WPIL

ডব্লুপিআইএল লিমিটেড

CIN: L36900WB1952PLC020274
রেজিস্টার্ড অফিস: ''ট্রিনিটি প্লাজা'', ৪র্থ তল, ৮৪/১এ, তপসিয়া রোড, (দক্ষিণ)
কলকাতা-৭০০ ০৪৬

৩১ ডিসেম্বর, ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক এবং নয় মাস সময়ের কনসোলিডেটেড অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের সারাংশ

(লাখ টাকায়)

ক্র. নং	বিবরণ	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত ডিসেম্বর ৩১, ২০২৫ (অনিরীক্ষিত)	সেপ্টেম্বর ৩০, ২০২৫ (অনিরীক্ষিত)	ডিসেম্বর ৩১, ২০২৪ (অনিরীক্ষিত)	নয় মাস সমাপ্ত ডিসেম্বর ৩১, ২০২৫ (অনিরীক্ষিত)	ডিসেম্বর ৩১,২০২৪ (অনিরীক্ষিত)	বর্ষ সমাপ্ত মার্চ ৩১, ২০২৫ (নিরীক্ষিত)
১	কার্যাদি থেকে মোট আয়	৫৫,২০৮.২৫	৪৩,৯১৩.৭৪	৩৯,২৭০.৬৮	১৩৭,৮৬৮.২৩	১২৬,৬৫৭.৪৪	১৮৪,৪১৯.৫৬
২	নিট লাভ/(ক্ষতি) সময়কালের জন্য (কর এবং ব্যতিক্রমী এবং/বা অতিরিক্ত দফা পূর্ববর্তী)	১০,৯২৬.৭৮	৭,১৪৬.৯৬	৪,৫৬৩.৩৫	২২,১১৫.৬৯	২০,১৮৫.০৩	২৬,৬৬১.৮২
৩	নিট লাভ/(ক্ষতি) কর পূর্ববর্তী সময়কালের জন্য (ব্যতিক্রমী এবং/বা অতিরিক্ত দফা পরবর্তী)	১০,৯২৬.৭৮	৭,১৪৬.৯৬	৪,৫৬৩.৩৫	২২,১১৫.৬৯	২০,১৮৫.০৩	২৬,৬৬১.৮২
৪	নিট লাভ/(ক্ষতি) কর পরবর্তী সময়কালের জন্য (ব্যতিক্রমী এবং/বা অতিরিক্ত দফা পরবর্তী)	৭,৫৫৬.৩৩	৫,১৭৮.৫৮	৩,৭০৫.৪২	১৫,৩০৯.১২	১৫,০৩২.১৮	১২,৬৬০.৩৯
৫	সময়কালের জন্য মোট আনুপুঙ্খিক আয় [সময়কালের জন্য লাভ/(ক্ষতি) সমন্বিত (কর পরবর্তী) এবং অন্যান্য আনুপুঙ্খিক আয় (করের পরে)]	৯,২০৬.৫০	৮,১৭৩.২১	(১,৮৮২.৫৪)	২৬,৯৫৬.৯৮	১৩,৫২৭.৪১	১৪,৬৬৭.৭৯
৬	ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন	৯৭৬.৭১	৯৭৬.৭১	৯৭৬.৭১	৯৭৬.৭১	৯৭৬.৭১	৯৭৬.৭১
৭	মজুত (ব্যালান্স সীটে প্রদর্শিতমতো পুনর্মূল্যায়ণ মজুত ব্যতীত)						১৩৬,২১৪.৩৮
৮	ইক্যুইটি শেয়ার প্রতি আয় (১/- টাকা প্রতিটি)(বার্ষিকীকৃত নয়)						
	১. মৌলিক	৫.৫৬	৪.২০	৩.২১	১২.০৫	১৩.৩৪	১৩.৫২
	২. মিশ্রিত	৫.৫৬	৪.২০	৩.২১	১২.০৫	১৩.৩৪	১৩.৫২

দ্রষ্টব্য :
সেবি (লিস্টিং ওবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস)-র রেগুলেশন, ২০১৫ সালের রেগুলেশন ৩৩ অধীনে স্টক এক্সচেঞ্জে ফাইল করা কনসোলিডেটেড অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের বিশদ ফর্ম্যাটের সারাংশ উপরোক্তটি। সম্পূর্ণ আর্থিক ফলাফল এবং এর সারাংশ অডিট কমিটি কর্তৃক পুনরীক্ষিত এবং ২ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬ তারিখের বোর্ড অফ ডিরেক্টর্সের সভায় অনুমোদিত হয়েছে। কনসোলিডেটেড অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের সম্পূর্ণ ফর্ম্যাটটি পাওয়া যাবে কোম্পানির ওয়েবসাইট (http://www.wpil.co.in/investor-services.php) এবং বোম্বাই স্টক এক্সচেঞ্জ (বিএসই) (www.bseindia.com) -তে। নীচে প্রদত্ত কিউআর কোডটি স্ক্যান করে এটি অ্যাক্সেস করা যেতে পারে।

স্থান: কলকাতা
তারিখ : ০২ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬

ডব্লুপিআইএল লিমিটেড-এর
পরিচালন পর্ষদের পক্ষে
স্বা/-
পি. আগরওয়াল
(ম্যানেজিং ডিরেক্টর)
DIN : 00249468

WPIL

ডব্লুপিআইএল লিমিটেড

CIN: L36900WB1952PLC020274
রেজিস্টার্ড অফিস: ''ট্রিনিটি প্লাজা'', ৪র্থ তল, ৮৪/১এ, তপসিয়া রোড, (দক্ষিণ)
কলকাতা-৭০০ ০৪৬

৩১ ডিসেম্বর, ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক এবং নয় মাস সময়ের স্ট্যান্ডঅ্যালোন অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের সারাংশ

(লাখ টাকায়)

ক্র. নং	বিবরণ	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত ডিসেম্বর ৩১, ২০২৫ (অনিরীক্ষিত)	সেপ্টেম্বর ৩০, ২০২৫ (অনিরীক্ষিত)	ডিসেম্বর ৩১, ২০২৪ (অনিরীক্ষিত)	নয় মাস সমাপ্ত ডিসেম্বর ৩১, ২০২৫ (অনিরীক্ষিত)	ডিসেম্বর ৩১,২০২৪ (অনিরীক্ষিত)	বর্ষ সমাপ্ত মার্চ ৩১, ২০২৫ (নিরীক্ষিত)
১	কার্যাদি থেকে মোট আয়	২১,১১৪.২৭	১৮,৫৭৮.৫১	২২,৩৫১.৯১	৫৮,৬৮৯.৮৭	৮০,৯১২.০৮	১১৭,৭৮৫.৩৬
২	নিট লাভ/(ক্ষতি) সময়কালের জন্য (কর এবং ব্যতিক্রমী এবং/বা অতিরিক্ত দফা পূর্ববর্তী)	৪,৩৮১.৭৪	৩,৩৫৮.৩৬	২,৭৭১.৪৮	১০,৩১৮.৬৬	১৩,১৪৬.০৭	১৯,৩৩৪.২৪
৩	নিট লাভ/(ক্ষতি) কর পূর্ববর্তী সময়কালের জন্য (ব্যতিক্রমী এবং/বা অতিরিক্ত দফা পরবর্তী)	৪,৩৮১.৭৪	৩,৩৫৮.৩৬	২,৭৭১.৪৮	১০,৩১৮.৬৬	১৩,১৪৬.০৭	১৯,৩৩৪.২৪
৪	নিট লাভ/(ক্ষতি) কর পরবর্তী সময়কালের জন্য (ব্যতিক্রমী এবং/বা অতিরিক্ত দফা পরবর্তী)	৩,২৭৩.৭৪	২,৫০৩.১৬	২,০৩৩.৬৭	৭,৬৭৪.৫২	৯,৭৭৬.৪৫	১৪,৩৮৪.৩৪
৫	সময়কালের জন্য মোট আনুপুঙ্খিক আয় [সময়কালের জন্য লাভ/(ক্ষতি) সমন্বিত (কর পরবর্তী) এবং অন্যান্য আনুপুঙ্খিক আয় (করের পরে)]	৩,৩৩০.১৮	২,৫০৬.৮২	২,০৩৫.২৩	৭,৭৩৪.৫০	৯,৭৮১.১২	১৪,৩৭৪.৫১
৬	ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন	৯৭৬.৭১	৯৭৬.৭১	৯৭৬.৭১	৯৭৬.৭১	৯৭৬.৭১	৯৭৬.৭১
৭	মজুত (ব্যালান্স সীটে প্রদর্শিতমতো পুনর্মূল্যায়ণ মজুত ব্যতীত)						৮৭,৪৪৮.২২
৮	ইক্যুইটি শেয়ার প্রতি আয় (১/- টাকা প্রতিটি)(বার্ষিকীকৃত নয়)						
	১. মৌলিক	৩.৩৫	২.৫৬	২.০৮	৭.৮৬	১০.০১	১৪.৭৩
	২. মিশ্রিত	৩.৩৫	২.৫৬	২.০৮	৭.৮৬	১০.০১	১৪.৭৩

দ্রষ্টব্য :
সেবি (লিস্টিং ওবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস)-র রেগুলেশন, ২০১৫ সালের রেগুলেশন ৩৩ অধীনে স্টক এক্সচেঞ্জে ফাইল করা স্ট্যান্ডঅ্যালোন অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের বিশদ ফর্ম্যাটের সারাংশ উপরোক্তটি। সম্পূর্ণ আর্থিক ফলাফল এবং এর সারাংশ অডিট কমিটি কর্তৃক পুনরীক্ষিত এবং ২ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬ তারিখের বোর্ড অফ ডিরেক্টর্সের সভায় অনুমোদিত হয়েছে। স্ট্যান্ডঅ্যালোন অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের সম্পূর্ণ ফর্ম্যাটটি পাওয়া যাবে কোম্পানির ওয়েবসাইট (http://www.wpil.co.in/investor-services.php) এবং বোম্বাই স্টক এক্সচেঞ্জ (বিএসই) (www.bseindia.com) -তে। নীচে প্রদত্ত কিউআর কোডটি স্ক্যান করে এটি অ্যাক্সেস করা যেতে পারে।

স্থান: কলকাতা
তারিখ : ০২ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬

ডব্লুপিআইএল লিমিটেড-এর
পরিচালন পর্ষদের পক্ষে
স্বা/-
পি. আগরওয়াল
(ম্যানেজিং ডিরেক্টর)
DIN : 00249468

SBI স্ট্রেসড অ্যাসেটস রিকভারি ব্রাঞ্চ (০৫১৭১), কলকাতা

জীবনদীপ বিল্ডিং, ১১তম ফ্লোর, ১, মিডলটন স্ট্রিট, কলকাতা, ৭০০০৭১
শাখার ই-মেইল আইডি: sbi.05171@sbi.co.in

ই-অকশন বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

অনুমোদিত অফিসারের বিশদ: নাম: তনুশ্রী চৌধুরী, ই-মেইল আইডি: sbi.05171@sbi.co.in, মোবাইল নং- ৯৬৭৪৭১৩৭৬৩ (ক্র. নং- ১ থেকে ৬)

অনুমোদিত অফিসারের বিশদ: নাম: মুকেশ কুমার সিনহা, ই-মেইল আইডি: sbi.05171@sbi.co.in, মোবাইল নং- ৯৬৭৪৭১৩৫৫৯ (ক্র. নং- ৭ থেকে ২২)

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য ই-নিলাম বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি; যা সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২-এর অধীনে এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর **রুল ৮(৬) ও রুল ৯(১)-এর বিধান অনুযায়ী** স্থাবর সম্পত্তির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।
এতদ্দ্বারা সাধারণভাবে জনগণ এবং বিশেষ করে ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতাদের জানানো যাচ্ছে যে, নিম্নবর্ণিত বন্ধক রাখা সুরক্ষিত সম্পত্তি, যার **বাস্তবিক দখল** সুরক্ষিত পাওনাদার স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়ার অনুমোদিত অফিসার গ্রহণ করেছেন, তা "যেখানে যেমন আছে", "যা যেমন আছে" এবং "সেখানে যা কিছু আছে"-র ভিত্তিতে নিম্নে উল্লিখিত তারিখগুলিতে বিক্রি করা হবে।

ই-অকশনের তারিখ ও সময়: তারিখ: ২৬.০২.২০২৬

অকশনের সময়: সকাল ১১.০০টা থেকে বিকাল ৪.০০টা পর্যন্ত প্রতিটি ডাকদানের জন্য ১০ মিনিটের অসীমায়িত বর্ধিতকরণ সহ।

ক্র. নং	ইউনিট / ঋণগ্রহীতা / জামিনদাতাদের নাম	যে সম্পত্তিগুলি বিক্রয় করা হবে তার বিবরণ	বকেয়া পরিমান	ক) সংরক্ষিত মূল্য খ) ইএমডি @ ১০% গ) বিড বৃদ্ধির পরিমাণ
১.	**ঋণগ্রহীতা- এন আই পি মিশ্রাজ অ্যান্ড ট্রেডিং, স্বত্বাধিকারী- মহঃ নজরুল ইসলাম ঠিকানা-** শ্রীকৃষ্ণপুর, বারাসাত, কলকাতা - ৭০০১২৮।	মৌজা- উত্তরহাটি, জে.এল. নং- ৭৮, পরগণা- আনোয়ারপুর, তৌজি নং- ১৪৬, রে সা নং- ২৬৪, সি.এস. ও আর.এস. খতিয়ান নং- ৬৬৯, এল.আর. খতিয়ান নং- ৮৭৬ ও ৪৭৫, আর.এস. দাগ নং- ১২৯৮, এল.আর. দাগ নং- ২৭৬৪-এর অন্তর্ভুক্ত বারাসাত পৌরসভার ১১ নং ওয়ার্ডের অন্তর্গত হোল্ডিং নং ১১, একদিল শাহ রোড (পূর্ব), থানা- বারাসাত, এডিএসআরও বারাসাত, জেলা- উত্তর ২৪ পরগণায় অবস্থিত কম-বেশি ১ (এক) কাঠা ৯ (নয়) ছটাক ৩৩ বর্গফুট পরিমাপের জমি এবং তার ওপরে তার যেকোনো নির্মাণ সহ সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল। **দলিল নং- ২৫৪৮/২০০১, যা মহঃ নজরুল ইসলাম-এর নামে** নিবন্ধিত। **সীমানা-** উত্তর- রহমত আলীর জমি, দক্ষিণ- মালিকের জমি, পূর্ব- ১২৯৮ দাগের অবশিষ্ট জমি, পশ্চিম- একদিল শাহ রোড। **সম্পত্তিটি একটি খালি জমি এবং বর্তমানে এটি প্রতীকী দখলে রয়েছে।**	**৬৬,২১,০০০.০০ টাকা (টাকা ছেষট্টি লক্ষ একুশ হাজার মাত্র) ০৩.০১.২০২৬ তারিখ অনুযায়ী** এবং ০৪.০১.২০২৬ থেকে ভবিষ্যৎ সুদ। যোগাযোগের ব্যক্তি ৯৭৪৮৬৯৬৭৪৭ ৯৬৭৪৭১৩৭৬৩ পরিদর্শনের তারিখ : ১৯.০২.২০২৬ এবং ২২.০২.২০২৬	ক) ১৪,৮৬,০০০.০০ টাকা খ) ১,৪৮,৬০০.০০ টাকা গ) ১০,০০০.০০ টাকা
২.	**ঋণগ্রহীতা- মেসার্স শুভজিৎ এন্টারপ্রাইজ, স্বত্বাধিকারী- শ্রী কৃষ্ণ প্রসাদ দত্ত** পিতা- শ্রী বীরেন্দ্র নাথ দত্ত, **ঠিকানা-** কল্যাণ নগর, মহেন্দ্র ভিলা, পোঃ কল্যাণ নগর, ভায়া পানশিলা, থানা- খড়দহ, জেলা- উত্তর ২৪ পরগণা, কলকাতা - ৭০০১১২।	সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল, এডিএসআরও ব্যারাকপুর-এর এক্তিয়ারভুক্ত ব্যারাকপুর পৌরসভার ১৭ নং ওয়ার্ডের ওল্ড ক্যালকাটা রোডের ৮/৫১৩ নং হোল্ডিং-এর 'মধুমালা ভিলা' নামক একটি বহুতল ভবনের উত্তর দিকে গ্রাউন্ড ফ্লোরে অবস্থিত মৌজা- কেডেলিয়া-র অন্তর্গত প্রায় ১৪০ বর্গফুট পরিমাপের ৭ ও ৮ নং দোকান ঘরের সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল। **সীমানা-** উত্তরে- তরুণ কুমার ভাদুড়ীর বাড়ি, দক্ষিণে- প্লট নং বি, পূর্বে- ৫ ফুট চওড়া ড্রেন, পশ্চিমে- ওল্ড ক্যালকাটা রোড। দলিল নং- ২১১৮, তারিখ - ০৮.০৩.২০০৬, যা কৃষ্ণ প্রসাদ দত্ত-এর নামে নিবন্ধিত এডিএসআরও ব্যারাকপুর, ২৪ পরগনা (উত্তর)-এ। **সম্পত্তিটি বাস্তবিক দখল অধীন।**	**৩০,৭৯,০০০.০০ টাকা (টাকা ত্রিশ লক্ষ উনআশি হাজার মাত্র) ২৬.০২.২০২৫ তারিখ অনুযায়ী** এবং এর সাথে আনুষঙ্গিক ব্যয়, খরচ ও চার্জ সহ উপরিউক্ত অর্থের ওপর চুক্তিকালীন হারে ভবিষ্যৎ সুদ। যোগাযোগের ব্যক্তি ৯৬৭৪৭১৩৭৬৩ ৯০৫১০৩৩৬৩৭ পরিদর্শনের তারিখ : ১৯.০২.২০২৬ এবং ২২.০২.২০২৬	ক) ১২,০৩,০০০.০০ টাকা খ) ১,২০,৩০০.০০ টাকা গ) ১০,০০০.০০ টাকা
৩.	**ঋণগ্রহীতা- জনাব সাজ্জাদ হোসেন এবং শ্রীমতী সোমা শারমিনা, ঠিকানা-** ফ্ল্যাট নং ৫, ব্লক বি, ফরচুন টাউনশিপ, ৪৯/২ যশোর রোড (পূর্ব), কাজিপাড়া, বারাসাত, জেলা- উত্তর ২৪ পরগণা, পিন - ৭০০১২৪। **অন্যান্য ঠিকানা-** গ্রাম- চোরাগাছি, পোঃ- অরাজিপাশিশালা, থানা- কুশমন্ডি, জেলা- দক্ষিণ দিনাজপুর, পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭৩৩১৩২।	সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল, **'ফরচুন টাউনশিপ'** নামক আবাসন প্রকল্পে অবস্থিত 'বি' ব্লকের ২য় ফ্লোরে ৫ নং ফ্ল্যাট হিসেবে পরিচিত একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ আবাসিক ফ্ল্যাট, যার সুপার বিল্ট-আপ এরিয়া কম-বেশি ৭৯২ বর্গফুট। উক্ত সম্পত্তি **১২.০৩.২০১৮ তারিখের দলিল নং আই-১৫০৪-০২৫৫৩৭/২০১৮** মূলে নিবন্ধিত, যা বুক নং আই, ভলিউম নং ১৫০৪-২০১৮, পৃষ্ঠা নং ১১৩৮৯৬ থেকে ১১৩৯১৭, সাল ২০১৮ হিসেবে এডিশনাল রেজিস্ট্রার অফ অ্যাসুরেন্স- ৪ কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গে নথিভুক্ত। এর সাথে আনুপাতিক ৭.৮৫ একর জমিতে অবস্থিত কাঠামোর অবিভক্ত আনুপাতিক অংশ অন্তর্ভুক্ত, যা মৌজা- সিটি/সিঁথি, জে.এল. নং ১০১, তৌজি নং ১৪৬, রেভিনিউ সার্কেল নং ৫০, পরগণা- আনোয়ারপুর-এর অন্তর্ভুক্ত এবং আর.এস. খতিয়ান নং ৭, ৭৮, ৯, ৯২, ১৬৬, ১৬৭, ১৮৭, ২০২, ২২২, ২৪৪, ২৪৫, ২৫৬, ৩১৬, ৩৩৪, ৩৩৮, ৩৯১, ৫১৭, ৫৩৯, ৬৪২, ৮০৯, ৮৭৬ এবং ৮৮৭-এর অন্তর্ভুক্ত আর.এস. দাগ নং ১১৬/৩২৬(পি), ১১৮, ১১৯, ১২০, ১২১, ৩২৫, ৫৩৭, ৫৩৮, ৫৩৯, ৫৪০, ৫৪১, ৫৪২, ৫৪৪, ৫৪৫(পি), ৫৪৬(পি), ৬৩৬, ৬৩৭, ৬৩৮, ৬৩৯, ৬৪০, ৬৪১, ৬৪২, ৬৪৩, ৬৪৪, ৬৪৫ এবং ৬৪৬(পি) ও ৬৯২(পি) নিয়ে গঠিত। বর্তমানে এল.আর. খতিয়ান নং ১৭০৪ এবং বর্তমান ঠিকানা ৪৯/২ যশোর রোড (পূর্ব), কাজিপাড়া, পোঃ বারাসাত, কলকাতা - ৭০০১২৪, যা বারাসাত পৌরসভার ১১ নং ওয়ার্ড (বর্তমানে ০১ নং ওয়ার্ড) সীমানার মধ্যে অবস্থিত, থানা- বারাসাত, জেলা- উত্তর ২৪ পরগণা, পশ্চিমবঙ্গের অন্তর্ভুক্ত। জমির প্লটটির চারদিকের সীমানা হলো- উত্তরে- জে.বি.ভিট্রিড (ইট ভাটা), পূর্বে- জে.বি.ভিট্রিড (ইট ভাটা), দক্ষিণে- উন্মুক্ত জমি (ডিজেয়ার প্রকল্প), পশ্চিমে- যশোর রোড (পূর্ব) এন.এইচ. ৩৫। **সম্পত্তিটি শ্রী সাজ্জাদ হোসেন এবং শ্রীমতী সোমা শারমিনা-এর নামে** রয়েছে। নিবন্ধন প্রায়- ৩০শে জুন ২০২৫ পর্যন্ত মেইনটেন্যান্স বকেয়া ১,৫২,৭৫৮.৪৮ টাকা। **সম্পত্তিটি বর্তমানে বাস্তবিক দখলে রয়েছে।**	**২২,৯১,৩৮১.০০ টাকা (টাকা বাইশ লক্ষ একানব্বই হাজার তিনশ একাশি মাত্র) ২৩.০২.২০২৫ তারিখ অনুযায়ী** এবং এর সাথে আনুষঙ্গিক ব্যয়, খরচ ও চার্জ সহ উপরিউক্ত অর্থের ওপর চুক্তিকালীন হারে ভবিষ্যৎ সুদ। যোগাযোগের ব্যক্তি ৯০৫১০৩৩৬৩৭ ৯৬৭৪৭১৩৭৬৩ পরিদর্শনের তারিখ : ১৯.০২.২০২৬ এবং ২২.০২.২০২৬	ক) ২০,৯৬,০০০.০০ টাকা খ) ২,০৯,৬০০.০০ টাকা গ) ২০,০০০.০০ টাকা
৪.	**ঋণগ্রহীতা- শ্রী নীলেশ দোশি এবং শ্রীমতী অ্যামি দোশি উভয়ের ঠিকানা-** ১/৩এ, বালিগঞ্জ প্লেস (পূর্ব), কলকাতা, পিন- ৭০০০১৯, পশ্চিমবঙ্গ।	সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল, মৌজা- জগন্নাথপুর, সোনারপুর, রাজপুর সোনারপুর পৌরসভার ০৮ নং ওয়ার্ডের মিশন পল্লী রোডের হোল্ডিং নং ৮৭৬, আর.এস. দাগ নং ৩০৭, জে.এল. নং ৫১, আর.এস. খতিয়ান নং ৩৮৩-এর অন্তর্ভুক্ত প্রায় ২৮ কাঠা ২৬ বর্গফুট পরিমাপের একটি খালি জমির সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল। জেলা- দক্ষিণ ২৪ পরগণা, পিন- ৭০০১৫০। **দলিল নং- ২০০৭ সালের আই-২৬৯৫,** যা **শ্রীমতী অ্যামি দোশি এবং শ্রী নীলেশ দোশি-এর নামে** নিবন্ধিত। সীমানা- উত্তরে- রাস্তা, দক্ষিণে- ৩০৭ নং দাগের জমি, পূর্বে- ৩০৭ দাগের প্লট, পশ্চিমে- আনসার আলী শেখের প্লট। **সম্পত্তিটি বাস্তবিক দখল অধীন।**	**১,৭৯,১১,৩৬৯.০০ টাকা (টাকা এক কোটি উনআশি লক্ষ এগারো হাজার তিনশ উনসত্তর মাত্র) ০৪.০১.২০১৭ তারিখ অনুযায়ী** হিসাবকৃত সুদ সহ এবং এরপর ভবিষ্যৎ সুদ ও খরচ ইত্যাদি। যোগাযোগের ব্যক্তি ৯৭৪৮৬৯৬৭৪৭ ৯৬৭৪৭১৩৭৬৩ পরিদর্শনের তারিখ : ১৯.০২.২০২৬ এবং ২২.০২.২০২৬	ক) ১,৩০,০০,০০০.০০ টাকা খ) ১৩,০০,০০০.০০ টাকা গ) ১,০০,০০০.০০ টাকা
৫.	**ঋণগ্রহীতা- মেসার্স হিন্দুস্তান হার্ডওয়্যার ঠিকানা-** বসিরহাট নতুন বাজার, ইটিন্ডা রোড, টাউন হলের বিপরীতে, পোঃ- বসিরহাট, জেলা- উত্তর ২৪ পরগণা, পিন- ৭৪৩৪১১। **অংশীদার ও জামিনদাতা- শ্রী দেবাশিস ভৌমিক** পিতা- মৃত কার্তিক চন্দ্র ভৌমিক; **শ্রীমতী রমা ভৌমিক** স্বামী- শ্রী দেবাশিস ভৌমিক; শ্রীমতী বিভা রাণী ভৌমিক, স্বামী- মৃত কার্তিক চন্দ্র ভৌমিক। **উভয়ের ঠিকানা-** বিজয় চন্দ্র দাস রোড, সাঁইপালা, পোঃ ও থানা- বসিরহাট, জেলা- উত্তর ২৪ পরগণা, পিন- ৭৪৩৪১১।	**মেসার্স হিন্দুস্তান হার্ডওয়্যার,** ঠিকানা- বসিরহাট নতুন বাজার, ইটিন্ডা রোড, টাউন হলের বিপরীতে, পোঃ- বসিরহাট, জেলা- উত্তর ২৪ পরগণা, পিন- ৭৪৩৪১১। **অংশীদার ও জামিনদাতা- শ্রী দেবাশিস ভৌমিক,** পিতা- মৃত কার্তিক চন্দ্র ভৌমিক; **শ্রীমতী রমা ভৌমিক,** স্বামী- শ্রী দেবাশিস ভৌমিক; শ্রীমতী বিভা রাণী ভৌমিক, স্বামী- মৃত কার্তিক চন্দ্র ভৌমিক। **উভয়ের ঠিকানা-** বিজয় চন্দ্র দাস রোড, সাঁইপালা, পোঃ ও থানা- বসিরহাট, জেলা- উত্তর ২৪ পরগণা, পিন- ৭৪৩৪১১। **সম্পত্তিটি বর্তমানে প্রতীকী দখলে রয়েছে।**	**১,৬২,০৭,৫২১.০৭ টাকা (টাকা এক কোটি বাষট্টি লক্ষ সাত হাজার পাঁচশ একুশ এবং সাত পয়সা মাত্র) ৩১.০৩.২০২১ তারিখ অনুযায়ী** এবং এরপর ভবিষ্যৎ সুদ ও খরচ ইত্যাদি। যোগাযোগের ব্যক্তি ৯৭৪৮৬৯৬৭৪৭ ৯৬৭৪৭১৩৭৬৩ পরিদর্শনের তারিখ : ১৯.০২.২০২৬ এবং ২২.০২.২০২৬	ক) ৫২,২০,০০০.০০ টাকা খ) ৫,২২,০০০.০০ টাকা গ) ২০,০০০.০০ টাকা
৬.	**ঋণগ্রহীতা- শ্রী ভরত সিং স্বত্বাধিকারী- মেসার্স ভগবতী লজিস্টিকস** পিতা- শ্রী শিউনন্দন সিং **ঠিকানা-** সি-১/৭০১, খাকি এস্টেট, প্লট নং ২ডি/৪১/১, স্ট্রিট নং ৭০২, সিটি সেন্টার- ২ এর কাছে, ব্লক- ডি, নিউ টাউন, কলকাতা, পিন- ৭০০১৬১। **শ্রী ভরত সিং, প্রযত্নে- শ্রী রমণ সিং ঠিকানা-** ফ্ল্যাট নং ৪০৫ এবং ৪০৬, কৌশল্যা এস্টেট, বন্দর বাগিচা গলি, ওক বাংলো চক, পাটনা, বিহার, পিন- ৮০০০০১। **মেসার্স ভগবতী লজিস্টিকস ঠিকানা-** ৫/১, গিরিশ রোড, বেলুর মঠ, জেলা- হাওড়া, পশ্চিমবঙ্গ, পিন- ৭১১২০২।	**সম্পত্তি ১-** **টাটা মোটরস লি.-এর ভারি পণ্যবাহী যান (বাণিজ্যিক) টাটা সিগনা ৫৫৩০, বিএস-৬, ডিজেল,** রেজিস্ট্রেশন নং JH 10CT 6417 ২০২৩ সালে নির্মিত। ইঞ্জিন নং B67B62300D02132J64328208 চ্যাসিস নং MAT828048P3J29089 (যানবাহনটি **মেসার্স ভগবতী লজিস্টিকস**-এর নামে রয়েছে)। **সম্পত্তি ২-** **টাটা মোটরস লি.-এর ভারি পণ্যবাহী ট্রাক,** মডেল- সিগনা ৫৫৩০ বিএস-৬। চ্যাসিস নং MAT828048P3J29089 ইঞ্জিন নং B67B62300D02132J64328208 যানবাহন নং JH-10-CT-6417 (যানবাহনটি **মেসার্স ভগবতী লজিস্টিকস**-এর নামে রয়েছে)। **যানবাহনটি বর্তমানে বাস্তবিক দখল অধীন।**	৯৭,৬৬,০০০.০০ টাকা (টাকা **সাতানব্বই লক্ষ ছেষট্টি হাজার মাত্র) ১৫.০১.২০২৬ তারিখ অনুযায়ী** হিসাবকৃত সুদ সহ এবং এরপর ভবিষ্যৎ সুদ ও খরচ ইত্যাদি। যোগাযোগের ব্যক্তি ৯৭৪৮৬৯৬৭৪৭ ৯৬৭৪৭১৩৭৬৩ পরিদর্শনের তারিখ : ১৯.০২.২০২৬ এবং ২২.০২.২০২৬	সম্পত্তি ১ ক) ২৪,১৪,০০০.০০ টাকা খ) ২,৪১,৪০০.০০ টাকা গ) ২০,০০০.০০ টাকা সম্পত্তি ২ ক) ২২,৮১,০০০.০০ টাকা খ) ২,২৮,১০০.০০ টাকা গ) ২০,০০০.০০ টাকা
৭.	**ঋণগ্রহীতা- ক) শ্রী সুমিত মোদক,** পিতা- শ্রী সুজিত কুমার মোদক, গ্রাম- হাসনান, পোস্ট- মাকালপুর, থানা- দাদপুর, হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ ৭১২৩০৫। **অন্যান্য ঠিকানা-** গ্লোবাল মোনার্ক এফ.জেড.সি., বিএ- ৭৪, ১ম তল, সেক্টর- ১, সল্টলেক সিটি, বিধাননগর, পিএনবি ক্রসিং-এর কাছে, কলকাতা- ৭০০০৬৪। **খ) শ্রীমতী ঐন্দ্রিলা পাল মোদক** পিতা- শ্রী গোবিন্দপদ পাল, মার্টিন বার্ন রোড, পাকরাতলা, বসিরহাট, উত্তর ২৪ পরগণা, পশ্চিমবঙ্গ ৭৪৩৪১১। **অন্যান্য ঠিকানা-** সাহা এন্টারপ্রাইজ, ১৬৮/১, সুভাষ নগর রোড, কলকাতা ৭০০০৬৫। **এবং অন্যান্য উভয়ের ঠিকানা-** ফ্ল্যাট নং এমআর ২১০৪, সিদ্ধা ইডেন লেক ভিল, ২১তম ফ্লোর টাওয়ার, মেরিনা, টাইপ ০৪; পূর্বে- ১৩ ফুট চওড়া মিউনিসিপ্যাল রোড, পশ্চিমে- শ্রী সত্যব্রত মুখার্জীর বাড়ি, লেক ভিউ পার্ক রোড, বনহুগলি, সি ব্লক, কলকাতা ৭০০১০৮।	মৌজা- ডিগলা, জে.এল. নং ১৮, আর.এস. নং ১৬১, তৌজি নং ১৮১, সি.এস. দাগ নং ৬৬১, খতিয়ান নং ৬৫৭, যা বর্তমান আর.এস. ও এল.আর. দাগ নং ৬৬১/৪০৬৯ এবং এল.আর. খতিয়ান নং ৩২৪-এর অন্তর্ভুক্ত মিউনিসিপ্যাল হোল্ডিং নং ৩৭৯, সুভাষ নগর রোড, থানা- দমদম, কলকাতা ৭০০০৬৫ ঠিকানায় (যা ১৪৩ নং প্রাঙ্গণ, সুভাষ নগর রোড নামেও পরিচিত) অবস্থিত 'আত্রেয়ী অ্যাপার্টমেন্ট; নামক ভবনের চতুর্থ তলে উত্তর-পশ্চিম দিকে অবস্থিত ৪সি নং ফ্ল্যাট হিসেবে পরিচিত একটি আবাসিক ফ্ল্যাটের সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল। উক্ত ফ্ল্যাটটি সুপার বিল্ট-আপ এরিয়ায় কম-বেশি ১০৯২ (এক হাজার বিরানব্বই) বর্গফুট এবং এটি ৩ (তিন) টি বেডরুম, ১ (এক) টি লিভিং/ডাইনিং রুম, ১ (এক) টি কিচেন, ২ (দুই) টি টয়লেট এবং ১ (এক) টি ব্যালকনি নিয়ে গঠিত। এর সাথে সমস্ত সাধারণ অধিকার, সুযোগ-সুবিধা এবং ৪ (চার) কাঠা ১১ (এগারো) ছটাক পরিমাপের জমির অবিভক্ত, চিহ্নিত ও আনুপাতিক অংশ, স্বার্থ ও মালিকানা অন্তর্ভুক্ত। সম্পত্তিটি দক্ষিণ দমদম পৌরসভার ৬ নং ওয়ার্ডের সীমানার মধ্যে এবং এডিএসআরও কাশীপুর দমদম-এর এক্তিয়ারভুক্ত। **সম্পত্তিটি শ্রী সুমিত মোদক,** পিতা- শ্রী সুজিত কুমার মোদক এবং **শ্রীমতী ঐন্দ্রিলা পাল মোদক,** পিতা- শ্রী গোবিন্দপদ পাল ও স্ত্রী- শ্রী সুমিত মোদক-এর নামে নিবন্ধিত। **সম্পত্তির চারদিকের সীমানা হল** : উত্তরে: ২৩ ফুট চওড়া মিউনিসিপ্যাল রোড, দক্ষিণে: শ্রী মনোজেন্দ্র নাথ হোড়ের বাড়ি, পূর্বে: ১৩ ফুট চওড়া মিউনিসিপ্যাল রোড, পশ্চিমে: শ্রী সত্যব্রত মুখার্জীর বাড়ি। **সম্পত্তিটি বাস্তবিক দখল অধীন।**	**৩৯,৯৭,০০০.০০ টাকা (টাকা উনচল্লিশ লক্ষ সাতানব্বই হাজার মাত্র) ৩১.১০.২০২৫ তারিখ অনুযায়ী** এবং এর সাথে আনুষঙ্গিক ব্যয়, খরচ ও চার্জ সহ উপরিউক্ত অর্থের ওপর চুক্তিকালীন হারে ভবিষ্যৎ সুদ। যোগাযোগের ব্যক্তি ৯৬৭৪৭১৩৫৫৯ ৮৭৭৭৬৯২৮৪৬ পরিদর্শনের তারিখ : ১৯.০২.২০২৬ এবং ২২.০২.২০২৬	ক) ৩০,০০,০০০.০০ টাকা খ) ৩,০০,০০০.০০ টাকা গ) ১০,০০০.০০ টাকা
৮.	**ঋণগ্রহীতা- শ্রী সুরজিৎ সূত্রধর** পিতা- শ্রী শঙ্কর সূত্রধর চম্পাবেড়িয়া, জগন্মাতা মন্দির, চাকদহ বনগাঁ রোডের ওপর, থানা- বনগাঁ, জেলা- উত্তর ২৪ পরগণা, পশ্চিমবঙ্গ ৭৪৩২৩৫।	সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল, মৌজা- চম্পাবেড়িয়া, জে.এল. নং ২১৩, হাল জে.এল. নং ১০৫, আর.এস. দাগ নং ৭১৬, এল.আর. দাগ নং ২১১৫, এল.আর. খতিয়ান নং ৩৫৩০-এর অন্তর্ভুক্ত বনগাঁ পৌরসভার ৪ নং (নতুন ৮ নং) ওয়ার্ডের অন্তর্গত প্রায় ৩.৭৯ ডেসিমেল পরিমাপের জমি ও ভবন। **দলিল নং- ১৫০৯০২৭৫২/২০২১,** এডিএসআরও বনগাঁ। **সম্পত্তিটি শ্রী সুরজিৎ সূত্রধর-এর নামে** নিবন্ধিত। **সীমানা-** উত্তরে- মোহিত মোহন দালালের সম্পত্তি, দক্ষিণে- ৮ ফুট চওড়া মিউনিসিপ্যাল রোড, পূর্বে- সোনালী কুণ্ডুর সম্পত্তি, পশ্চিমে- ৬.৬ ফুট চওড়া সাধারণ রাস্তা। **সম্পত্তিটি বাস্তবিক দখল অধীন।**	**৪৮,৩৬,০০০.০০ টাকা (টাকা আটচল্লিশ লক্ষ ছত্রিশ হাজার মাত্র) ৩১.১০.২০২৫ তারিখ অনুযায়ী** এবং এর সাথে আনুষঙ্গিক ব্যয়, খরচ ও চার্জ সহ উপরিউক্ত অর্থের ওপর চুক্তিকালীন হারে ভবিষ্যৎ সুদ। যোগাযোগের ব্যক্তি ৯৬৭৪৭১৩৫৫৯ / ৮৭৭৭৬৯২৮৪৬ পরিদর্শনের তারিখ : ১৯.০২.২০২৬ এবং ২২.০২.২০২৬	ক) ৩৮,৯৬,০০০.০০ টাকা খ) ৩,৮৯,৬০০.০০ টাকা গ) ১০,০০০.০০ টাকা
৯.	**ঋণগ্রহীতা- (ক) শ্রী পলাশ দেব, (মেসার্স নয়ন শাড়ী হাউস-এর স্বত্বাধিকারী এবং হোম লোনের সহ-ঋণগ্রহীতা),** পিতা- শ্রী সুবোধ চন্দ্র দেব; **(খ) শ্রীমতী রিনা দেব, (মেসার্স নয়ন শাড়ী হাউস-এর জামিনদাতা এবং হোম লোনের ঋণগ্রহীতা),** স্বামী- শ্রী পলাশ দেব, **উভয়ের ঠিকানা-** গ্রাম ও পোস্ট- ফুলিয়া বেলেমাঠ, থানা- শান্তিপুর, জেলা- নদীয়া- ৭৪১৪০২।	১. মৌজা- উদয়পুর, জে.এল. নং- ৭৩, আর.এস. ও এল.আর. দাগ নং- ৪৭১, ৪৭১/১৪২২, এল.আর. খতিয়ান নং- ২৪৬২, থানা- শান্তিপুর, নদীয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত ফুলিয়া বেলেমাঠ গ্রামে অবস্থিত ৩৯২০.৪০ বর্গফুট (৫.৪৪৫ কাঠা) পরিমাপের একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ জমি ও ভবন (নিচতলা, ১ম ও ২য় ফ্লোর) এর সকল। জেলা- নদীয়া, পশ্চিমবঙ্গ- ৭৪১৪০২। **২০.০৭.২০০৫ তারিখের দলিল নং আই-২৬১৭ ও দলিল নং আই-২৬১৮** মূলে এ.এস.এস.আর. শান্তিপুরে নিবন্ধিত। সম্পত্তির চারদিকের সীমানা হলো উত্তরে শ্রী সত্যেন পালের একতলা ভবন, দক্ষিণে মালিকের জমি ও শ্রী বিদ্যুৎ দাসের একতলা ভবন, পূর্বে শ্রী দুর্গাচরণ পালের জমি, পশ্চিমে যাতায়াতের পথ ও শ্রী চন্দন বিশ্বাসের বহুতল ভবন। ২. মৌজা- উদয়পুর, জে.এল. নং- ৭৩, আর.এস. ও এল.আর. দাগ নং- ৪৭১, এল.আর. খতিয়ান নং- ২৪৬২, থানা- শান্তিপুর, নদীয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত ফুলিয়া বেলেমাঠ গ্রামে অবস্থিত ১০৭৮.১১ বর্গফুট (১.৫০ কাঠা) পরিমাপের একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ ঘেরা খালি জমি এর সকল। জেলা- নদীয়া, পশ্চিমবঙ্গ- ৭৪১৪০২। **১২.১২.২০১২ তারিখের দলিল নং আই-৫৭১২** মূলে এ.এস.এস.আর. শান্তিপুরে নিবন্ধিত। **সম্পত্তির চারদিকের সীমানা :** উত্তরে: মালিকের তিনতলা ভবন, দক্ষিণে: ১০ ফুট চওড়া রাস্তা, পূর্বে: শ্রী বিদ্যুৎ দাসের জমি, পশ্চিমে: শ্রী আগমনি ঘোষের একতলা ভবন। **সম্পত্তিটি বাস্তবিক দখল অধীন।**	**৭৭,১৭,০০০.০০ টাকা (টাকা ৭৭ লক্ষ ১৭ হাজার মাত্র) ৩০.০৯.২০২৫ তারিখ অনুযায়ী** এবং এর সাথে আনুষঙ্গিক ব্যয়, খরচ ও চার্জ সহ উপরিউক্ত অর্থের ওপর চুক্তিকালীন হারে ভবিষ্যৎ সুদ। যোগাযোগের ব্যক্তি ৮৭৭৭৬৯২৮৪৬ ৯৬৭৪৭১৩৫৫৯ পরিদর্শনের তারিখ : ১৯.০২.২০২৬ এবং ২২.০২.২০২৬	ক) ৬৮,৯৪,০০০.০০ টাকা খ) ৬,৮৯,৪০০.০০ টাকা গ) ১০,০০০.০০ টাকা
১০.	**ঋণগ্রহীতা- শ্রীমতী স্নেহাচন্দা,** স্বামী- শ্রী মৃন্ময় চন্দ এবং **শ্রী মৃন্ময় চন্দ,** পিতা- শ্রী মনতোষ চন্দ, **উভয়ের ঠিকানা-** ফ্ল্যাট নং- ১সি/১ডি, ১ম ফ্লোর, ব্লক বি, ৬০৩, সারাই বোস রোড, পোঃ- রবীন্দ্রনগর, দমদম ক্যান্টনমেন্ট, কলকাতা - ৭০০০৬৫। **অন্যান্য ঠিকানা-** ফ্ল্যাট নং ৪বি, ৪র্থ তল, আর্যা অ্যাপার্টমেন্ট, হোল্ডিং নং- ২৩৮, সারাই বোস রোড, থানা- দমদম, কলকাতা - ৭০০০৬৫। এবং **শ্রীমতী স্নেহা চন্দ, ঠিকানা-** মারফত রক্ষদা সুন্দরী জিএসএফপি স্কুল, ওয়ার্ড নং- ৩, দক্ষিণ দমদম, কলকাতা - ৭০০০৬৫। **শ্রী মৃন্ময় চন্দ, ঠিকানা-** মারফত মোর রিটেল প্রা. লি., ১৫/এ, গুষ্টিয়া স্কুল রোড, বাদু, মধ্যমগ্রাম, পশ্চিমবঙ্গ - ৭০০১২৮।	দক্ষিণ দমদম পৌরসভার ৫ নং ওয়ার্ডের অন্তর্ভুক্ত এবং এ.এস.এস.আর.ও. কাশীপুর দমদম-এর এক্তিয়ারভুক্ত জেলা উত্তর ২৪ পরগণার হোল্ডিং নং ২৩৮, শরৎ বোস রোড, কলকাতা - ৭০০০৬৫ ঠিকানায় অবস্থিত **"আর্যা অ্যাপার্টমেন্ট"** নামক ভবনের চতুর্থ তলে দক্ষিণ-পূর্ব দিকে অবস্থিত ৪বি নং ফ্ল্যাট হিসেবে পরিচিত একটি আবাসিক ফ্ল্যাটের সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল। উক্ত ফ্ল্যাটটি সুপার বিল্ট-আপ এরিয়ায় কম-বেশি ১০২০ বর্গফুট এবং এটি ২ টি বেডরুম, ১ টি ড্রয়িং কাম ডাইনিং, ১ টি কিচেন, ২ টি টয়লেট এবং ১ টি ব্যালকনি নিয়ে গঠিত; এর সাথে জমির আনুপাতিক অংশ এবং/বা স্বার্থ অন্তর্ভুক্ত। উক্ত ফ্ল্যাটটি মৌজা- ডিগলা, থানা- দমদম, জেলা- উত্তর ২৪ পরগণা, জে.এল. নং ১৮, আর.এস. নং ১৬১, তৌজি নং ১৭৩, খতিয়ান নং ১২২৭, দাগ নং ২২১০, আর.এস. দাগ নং ২২১০/৩২৪৯-এর অন্তর্ভুক্ত ৪ কাঠা ৮ ছটাক ৪০ বর্গফুট পরিমাপের বাস্তু জমির ওপর নির্মিত জি + ৪ তলা বিশিষ্ট ভবনে অবস্থিত, যার হোল্ডিং নং- পুরাতন ১৭১, নতুন ২৩৮, শরৎ বোস রোড, ওয়ার্ড নং- ৬ (দক্ষিণ দমদম পৌরসভা)। **স্বত্ব দলিলটি ২০২১ সালের ১৫০৬১২৫৪৩ নং** হিসেবে বুক নং আই, ভলিউম নং ১৫০৬-২০২১, পৃষ্ঠা ৫৩০১০৫ থেকে ৫৩০১৩২-এ নিবন্ধিত। **সম্পত্তিটি শ্রীমতী স্নেহা চন্দ,** স্বামী- শ্রী মৃন্ময় চন্দ এবং **শ্রী মৃন্ময় চন্দ,** পিতা- শ্রী মনতোষ চন্দ-এর নামে নিবন্ধিত। **সম্পত্তির চারদিকের সীমানা (দলিল নং আই-১২৫৪৩/২০২১ অনুযায়ী):** উত্তরে: শঙ্কর কুমার ঘোষ ও অন্যান্যদের প্রাঙ্গণ, দক্ষিণে: হীরালাল রায়ের প্রাঙ্গণ, পূর্বে: ১২ ফুট চওড়া মিউনিসিপ্যাল রোড, পশ্চিমে: শামসের রহিম খানের প্রাঙ্গণ। **সম্পত্তিটি বাস্তবিক দখল অধীন।**	**৩২,৮০,০০০.০০ টাকা (টাকা বত্রিশ লক্ষ আশি হাজার মাত্র) ৩১.১০.২০২৫ তারিখ অনুযায়ী** এবং এর সাথে আনুষঙ্গিক ব্যয়, খরচ ও চার্জ সহ উপরিউক্ত অর্থের ওপর চুক্তিকালীন হারে ভবিষ্যৎ সুদ। যোগাযোগের ব্যক্তি ৮৭৭৭৬৯২৮৪৬ ৯৬৭৪৭১৩৫৫৯ পরিদর্শনের তারিখ : ১৯.০২.২০২৬ এবং ২২.০২.২০২৬	ক) ২৮,৫৬,০০০.০০ টাকা খ) ২,৮৫,৬০০.০০ টাকা গ) ১০,০০০.০০ টাকা
১১.	**ঋণগ্রহীতা- শ্রী নিলয় সরকার,** পিতা- মৃত পীযূষ কান্তি সরকার, ঠিকানা- ১১ এ, চঞ্চল সরণি, সন্তোষপুর, কসবা, জেলা- দক্ষিণ ২৪ পরগণা, কলকাতা - ৭০০০৭৫। **অন্যান্য ঠিকানা-** তরু অ্যাপার্টমেন্ট, ফ্ল্যাট -১/ই প্রথম তল, রামকৃষ্ণপুর, থানা- বারাসাত, কলকাতা - ৭০০১২৪। **অন্যান্য ঠিকানা-** (কর্মচারী আইডি- ১৪৭৭২৪), পদবী- কনসালট্যান্ট, টাটা কনসালটেন্সি সার্ভিসেস লিমিটেড, ইকোস্পেস বিল্ডিং-১, অ্যাকশন এরিয়া-২, নিউটাউন, কলকাতা - ৭০০১৫৬। **অন্যান্য ঠিকানা-** তরু অ্যাপার্টমেন্ট, ফ্ল্যাট- বি, গ্রাউন্ডফ্লোর, রামকৃষ্ণপুর, থানা- বারাসাত, কলকাতা - ৭০০১২৪।	মৌজা- রামকৃষ্ণপুর, জে.এল. নং ৮১, আর.এস.- ২২৫, তৌজি নং -১২, আর.এস. দাগ নং- ২৬৭, এল.আর. দাগ নং- ২৫, আর.এস. খতিয়ান নং- ১৬ ও ৭২, এল.আর. খতিয়ান নং- ৬৩৩, ৩৩০৮, ৩৩২৭ ও ৩৩১২-এর অন্তর্ভুক্ত বারাসাত পৌর কর্পোরেশনের ১৩ নং ওয়ার্ডের হোল্ডিং নং ১৭৭৯, ১৭৮০ এবং ১৭৮১ (একত্রিত হোল্ডিং নং- ১৭৭৯), রামকৃষ্ণপুর রোড, থানা- বারাসাত, জেলা উত্তর ২৪ পরগণা, পিন - ৭০০১২৪ ঠিকানায় অবস্থিত **'তরু অ্যাপার্টমেন্ট'** নামক বহুতল ভবনের ১ম ফ্লোরে উত্তর-পূর্ব-পশ্চিম দিকে অবস্থিত ১ই নং আবাসিক ফ্ল্যাটের সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল। উক্ত ফ্ল্যাটটি সুপার বিল্ট-আপ এরিয়ায় কম-বেশি ১২৪৩ বর্গফুট পরিমাপের। **স্বত্ব দলিলটি ২০২৩ সালের ১৫২৫০২৩৯৬ নং** হিসেবে বুক নং আই, ভলিউম নং ১৫২৫-২০২৩, পৃষ্ঠা ৬৪৩০৬ থেকে ৬৪৩৪৩-এ ডি.এস.আর.-৩, উত্তর ২৪ পরগণায় নিবন্ধিত। সম্পত্তিটি **শ্রী নিলয় সরকার,** পিতা- মৃত পীযূষ কান্তি সরকার-এর নামে নিবন্ধিত। ফ্ল্যাটের **চারদিকের সীমানা (দলিল অনুযায়ী):** উত্তরে: উন্মুক্ত আকাশ, দক্ষিণে : ফ্ল্যাট নং ১এফ, ১ডি এবং ৪ ফুট চওড়া করিডোর, পূর্বে: ফ্ল্যাট নং ১এফ এবং উন্মুক্ত আকাশ, পশ্চিমে: ফ্ল্যাট নং ১ডি এবং উন্মুক্ত আকাশ। **ব্যাংক প্রপার্টি আইডি- SBIN78416170675** **সম্পত্তিটি বাস্তবিক দখল অধীন।**	**৯২,৪০,০৩১.০০ টাকা (টাকা বিরানব্বই লক্ষ চল্লিশ হাজার একত্রিশ মাত্র) ২৬.০৬.২০২৪ তারিখ অনুযায়ী** (এর সাথে আনুষঙ্গিক ব্যয়, খরচ ও চার্জ সহ উপরিউক্ত অর্থের ওপর চুক্তিকালীন হারে ভবিষ্যৎ সুদ, পরবর্তী যেকোনো পেমেন্ট সমন্বয় করার পর)। যোগাযোগের ব্যক্তি ৯৮৩১৪ ৮৮৬৪২ ৯৬৭৪৭১৩৫৫৯ পরিদর্শনের তারিখ : ১৯.০২.২০২৬ এবং ২২.০২.২০২৬	ক) ৩১,৮৮,০০০.০০ টাকা খ) ৩,১৮,৮০০.০০ টাকা গ) ১০,০০০.০০ টাকা
১২.	**ঋণগ্রহীতা- শ্রী সাব্বির খান,** পিতা- শ্রী নাদির খান, ঠিকানা- প্লট নং - ১৩৩, ক্যানেল রোড, ধানাহারা, মাঝিহারা, খুরদা, ওড়িশা - ৭৫২১০৩। এবং **জ্যোতি মোটরস (বিবিআরএস) প্রা. লি.** ৪৬২, গৌতম নগর, লুইস রোড, খুরদা, ভুবনেশ্বর, ওড়িশা- ৭৫১০০২। এবং ৪৪৯/এ/২, জিটি রোড, নিউ কলকাতা প্রয়াগ, টাওয়ার- ২, ফ্ল্যাট নং- ২৪ এইচ, ২৪তম তলা, টাইপ - এইচ, মৌজা- মহেশ, শ্রীরামপুর, হুগলী, কলকাতা- ৭১২২০২। এবং কোয়ার্টার নং- ২বিবি৭/২, ওমফেড কলোনি, ফুলনখরা, কাচরামল, সদর, কটক, ওড়িশা- ৭৫৪০০১। **শ্রীমতী ইভানা মুফতি,** স্বামী- সাব্বির খান, ঠিকানা- ভক্ত মোড়, বাজারপাড়া, উলুবেড়িয়া, হাওড়া, পিন- ৭১১৩১৬। এবং ৪৪৯/এ/২, জিটি রোড, নিউ কলকাতা প্রয়াগ, টাওয়ার- ২, ফ্ল্যাট নং- ২৪ এইচ, ২৪তম ফ্লোর, টাইপ- এইচ, মৌজা- মহেশ, শ্রীরামপুর, হুগলী, কলকাতা- ৭১২২০২।	হুগলী জেলার অন্তর্গত শ্রীরামপুর পৌরসভার ১৯ ও ২০ নং ওয়ার্ডের হোল্ডিং নং ৪৪৯/এ/২, জি.টি. রোড, পিন- ৭১২২০২ ঠিকানায় অবস্থিত 'অ্যালকভ'-এর আবাসন প্রকল্প 'নিউ কলকাতা প্রয়াগ'-এর টাওয়ার নং ২-এর ২৪তম তলায় অবস্থিত ২৪এইচ নং আবাসিক ফ্ল্যাট অ্যাপার্টমেন্টের সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল। উক্ত ফ্ল্যাটটি ৫৩৩ বর্গফুট কার্পেট এরিয়া এবং ৬৬৩ বর্গফুট বিল্ট-আপ এরিয়া (বারান্দা/বারান্দাগুলি সহ) এবং কম-বেশি ৮৮৪ বর্গফুট সুপার বিল্ট-আপ এরিয়া বিশিষ্ট; এর সাথে আবাসন প্রকল্পের নিচতলায় ১ (এক) টি মোটর গাড়ি পার্ক করার অধিকার এবং সাধারণ এলাকা ও স্থাপনাগুলির আনুপাতিক অংশ অন্তর্ভুক্ত। উক্ত ফ্ল্যাটটি মৌজা- মহেশ, জে.এল. নং ১৫, থানা- শ্রীরামপুর-এর অন্তর্ভুক্ত এল.আর. দাগ নং ১৩৩৫৩, ১৩৩৫৪, ১৩২৩৮, ১৩২৩৯, ১৩৩৫১ এবং ১৩৩৫২-এর মোট ৬.৮৫৪১ একর জমির ওপর অবস্থিত, যা এল.আর. খতিয়ান নং ১১৩৩১-এ **(হ্যাপি নিকেতন প্রা. লি.-এর নামে)** নথিভুক্ত। শিরোনামের **দলিলটি ২০২৩ সালের ০৬০৫০৪০৮৯ নং** হিসেবে বুক আই, ভলিউম নং ০৬০৫-২০২৩, পৃষ্ঠা ১০৩৫৮৮ থেকে ১০৩৬৩৪-এ নিবন্ধিত। সম্পত্তিটি জনাব সাব্বির খান-এর স্ত্রী **শ্রীমতী ইভানা মুফতি** এবং জনাব নাদির খান-এর পুত্র **জনাব সাব্বির খান**-এর নামে নিবন্ধিত। **সম্পত্তির চারদিকের সীমানা হল :** উত্তরে: বেঙ্গল লক্ষ্মী কটন মিল রোড; দক্ষিণে: জগন্নাথ ঘাট লেন এবং অন্যান্যদের সম্পত্তি; পূর্বে: অন্যান্যদের সম্পত্তি; পশ্চিমে: শীতলা লেন এবং অন্যান্যদের সম্পত্তি। **ব্যাংক প্রপার্টি আইডি- SBIN78447995339** **সম্পত্তিটি বাস্তবিক দখল অধীন।**	**৩৭,৬১,৫২১.০০ টাকা (টাকা সাঁইত্রিশ লক্ষ একষট্টি হাজার পাঁচশ একুশ মাত্র) ৩০.০১.২০২৪ তারিখ অনুযায়ী** এবং এর সাথে আনুষঙ্গিক ব্যয়, খরচ ও চার্জ সহ উপরিউক্ত অর্থের ওপর চুক্তিকালীন হারে ভবিষ্যৎ সুদ। যোগাযোগের ব্যক্তি ৯৮৩১৪ ৮৮৬৪২ ৯৬৭৪৭১৩৫৫৯ পরিদর্শনের তারিখ : ১৯.০২.২০২৬ এবং ২২.০২.২০২৬	ক) ৩৩,৮৫,০০০.০০ টাকা খ) ৩,৩৮,৫০০.০০ টাকা গ) ১০,০০০.০০ টাকা
১৩.	**ঋণগ্রহীতাগণ- ক) শ্রী সুজাস চক্রবর্তী,** পিতা- শ্রী সোমনাথ চক্রবর্তী; **খ) শ্রীমতী জয়া চক্রবর্তী,** স্বামী- শ্রী সোমনাথ চক্রবর্তী **উভয়ের ঠিকানা-** অম্বালিকা অ্যাপার্টমেন্ট, ফেজ- ২, ফ্ল্যাট নং ১০২, ৯/১, মুকুন্দপুর, গ্রিনল্যান্ডের কাছে, কলকাতা- ৭০০০৯৯।	মৌজা - মুকুন্দপুর, জে.এল. নং ৪, আর.এস. নং ২২, তৌজি নং ১৫৯, আর.এস. খতিয়ান নং ৬০, এল.আর. খতিয়ান নং ১৩২, ১৩৩, ১৩৪ এবং ১৩৫ এবং আর.এস. দাগ ও এল.আর. দাগ নং ২৮/১১৭-এর অন্তর্ভুক্ত সোনারপুর থানার ২ নং খেয়াদহ গ্রাম পঞ্চায়েত, ২৪ পরগণা (দক্ষিণ)-এর অন্তর্গত ফেজ/ব্লক- ২ এর প্রথম তলে (উত্তর-পশ্চিম) অবস্থিত ১০১ নং ফ্ল্যাট হিসেবে পরিচিত একটি আবাসিক ফ্ল্যাটের সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল। উক্ত ফ্ল্যাটটি সুপার বিল্ট-আপ এরিয়ায় কম-বেশি ১৩৯৭ বর্গফুট এবং এটি তিনটি বেডরুম, একটি ড্রয়িং কাম ডাইনিং, একটি কিচেন, একটি টয়লেট, একটি ডাব্লিউ.সি. এবং একটি ব্যালকনি নিয়ে গঠিত; এর সাথে নিচতলায় প্রায় ১১০ বর্গফুট পরিমাপের একটি কার পার্কিং স্পেস অন্তর্ভুক্ত। এর সাথে কম-বেশি ২২ কাঠা ১২ ছটাক ০ বর্গফুট পরিমাপের জমির ওপর নির্মিত তিনটি জি + ৩ তলা বিশিষ্ট ভবনের অবিভক্ত ও অবিভাজ্য অংশ বা স্বার্থ অন্তর্ভুক্ত। শিরোনামের **দলিলটি ২০১১ সালের ০৯০৬৮ নং** হিসেবে বুক নং I, সিডি ভলিউম নং ৩০, পৃষ্ঠা ২৩৯২ থেকে ২৪১৯-এ ডিএসআর - ৪, দক্ষিণ ২৪ পরগণায় নিবন্ধিত। সম্পত্তিটি শ্রী সোমনাথ চক্রবর্তীর পুত্র **শ্রী সুজাস চক্রবর্তী** এবং শ্রী সোমনাথ চক্রবর্তীর স্ত্রী **শ্রীমতী জয়া চক্রবর্তী**-এর নামে নিবন্ধিত। **সম্পত্তির চারদিকের সীমানা (দলিল অনুযায়ী)** উত্তরে - প্লট নং ৯/১, পূর্বে - আর.এস. দাগ নং ২৮/১১৭-এর জমি, দক্ষিণে - আর.এস. দাগ নং ২৮/১১৭-এর জমি, পশ্চিমে - ২৪ ফুট চওড়া রাস্তা। **ব্যাংক প্রপার্টি আইডি- SBIN78144665452** **সম্পত্তিটি বাস্তবিক দখল অধীন।**	**৬৪,৮৪,৪৯৭.০০ টাকা (টাকা চৌষট্টি লক্ষ চুরাশি হাজার চারশ সাতানব্বই মাত্র) ২৫.০৯.২০২৫ তারিখ অনুযায়ী** এবং এর সাথে আনুষঙ্গিক ব্যয়, খরচ ও চার্জ সহ উপরিউক্ত অর্থের ওপর চুক্তিকালীন হারে ভবিষ্যৎ সুদ। যোগাযোগের ব্যক্তি ৯৮৩১৪ ৮৮৬৪২ ৯৬৭৪৭১৩৫৫৯ পরিদর্শনের তারিখ : ১৯.০২.২০২৬ এবং ২২.০২.২০২৬	ক) ৫০,৯৮,০০০.০০ টাকা খ) ৫,০৯,৮০০.০০ টাকা গ) ১০,০০০.০০ টাকা
১৪.	**ঋণগ্রহীতা- শ্রী সৌগত দে** পিতা- শ্রী নৃপেন দে, নবজীবন কলোনি, বিরাটি (বিশারপাড়া), জেলা- উত্তর ২৪ পরগণা, কলকাতা - ৭০০০৫১। **অন্যান্য ঠিকানা-** ফ্ল্যাট নং ৩সি, ৩য় ফ্লোর, 'ডিয়া লিটল টাওয়ার', হোল্ডিং নং ২৪৬, রামচন্দ্র পথ, ইছাপুর, জেলা- উত্তর ২৪ পরগণা, পিন - ৭৪৩১৪৪।	উত্তর ব্যারাকপুর পৌরসভার ১৩ নং ওয়ার্ডের অন্তর্ভুক্ত এবং নোয়াপাড়া থানার অন্তর্গত জেলা উত্তর ২৪ পরগণার হোল্ডিং নং ২৪৬, রামচন্দ্র পথ, পিন- ৭৪৩১৪৪ ঠিকানায় অবস্থিত **'দিয়া লিটল টাওয়ার'** নামক বহুতল ভবনের ৩য় ফ্লোরে অবস্থিত '৩সি' নং ফ্ল্যাটের সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল। উক্ত ফ্ল্যাটটি কার্পেট এরিয়ায় ৪৫০ বর্গফুট, কভার্ড এরিয়ায় ৪৮৮ বর্গফুট এবং সুপার বিল্ট-আপ এরিয়ায় কম-বেশি ৬১০ বর্গফুট পরিমাপের। উক্ত সম্পত্তিটি মৌজা- ইছাপুর, জে.এল. নং ৩, রে. সা. নং ৮৯, তৌজি নং ৬১৭, আর.এস. দাগ নং ৬৪৮৯/৭৩৯৭, এল.আর. দাগ নং ১০২১৬, আর.এস. খতিয়ান নং ৩২৫৭, এল.আর. খতিয়ান নং ১৩২৭৭, ১৩২৭৮, ১৩২৭৯ ও ১৩২৮০-এর অন্তর্ভুক্ত। শিরোনামের **দলিলটি ২০২৪ সালের ১৫০৫০৩৯৯১ নং** হিসেবে বুক নং আই, ভলিউম নং ১৫০৫-২০২৪, পৃষ্ঠা ১০৯৮২১ থেকে ১০৯৮৫৮-এ এডিএসআরও ব্যারাকপুরে নিবন্ধিত। সম্পত্তিটি শ্রী নৃপেন দে-এর পুত্র **শ্রী সৌগত দে**-এর নামে নিবন্ধিত। **সম্পত্তির চারদিকের সীমানা (দলিল অনুযায়ী)** উত্তরে - ২০ ফুট চওড়া রামচন্দ্র পথ, দক্ষিণে - গঙ্গাপদ পাড়ে, পূর্বে - নীরেশ গোস্বামী, পশ্চিমে - ঋষিকেশ চক্রবর্তী। **ব্যাংক প্রপার্টি আইডি- SBIN78648493692** **সম্পত্তিটি বাস্তবিক দখল অধীন।**	**২৩,১১,০৪৮.০০ টাকা (টাকা তেইশ লক্ষ এগারো হাজার আটচল্লিশ মাত্র) ৩০.১২.২০২৪ তারিখ অনুযায়ী** (এর সাথে আনুষঙ্গিক ব্যয়, খরচ ও চার্জ সহ উপরিউক্ত অর্থের ওপর চুক্তিকালীন হারে ভবিষ্যৎ সুদ, পরবর্তী যেকোনো পেমেন্ট সমন্বয় করার পর)। যোগাযোগের ব্যক্তি ৯৬৭৪৭১৩৫৫৯ ৯৮৩১৪৮৮৬৪২ পরিদর্শনের তারিখ : ১৯.০২.২০২৬ এবং ২২.০২.২০২৬	ক) ১৫,৩৮,০০০.০০ টাকা খ) ১,৫৩,৮০০.০০ টাকা গ) ১০,০০০.০০ টাকা
১৫.	**ঋণগ্রহীতা- মেসার্স লতিকা সী ফুড প্রাইভেট লিমিটেড, ঠিকানা-** গ্রাম - খাদালগোবরা, পোঃ ও থানা- দিঘা, জেলা- মেদিনীপুর, পশ্চিমবঙ্গ- ৭২১৪২৮ এবং পদমপুকুরিয়া, কাঁথি, ৭২১৪০১, পশ্চিমবঙ্গ। **ডিরেক্টর ও জামিনদাতা- শ্রী শুভাশিস সামন্ত,** পিতা- মৃত অমূল্য চরণ সামন্ত এবং **শ্রীমতী স্বরূপা সামন্ত,** স্বামী- শ্রী শুভাশিস সামন্ত, **ঠিকানা-** নিবেদিতা কমপ্লেক্স, বিএল- বি৪, হাতাবাড়ি, কাঁথি, পূর্ব মেদিনীপুর, পশ্চিমবঙ্গ- ৭২১৪০১।	মৌজা- হাতাবাড়ি, জে.এল. নং ৩৬৯, খতিয়ান নং ১৪৮, এল.আর. খতিয়ান নং ১০৭৭, সাবেক প্লট নং ১৭১, পরগণা- মাজনমুঠা, থানা- কাঁথি, কাঁথি পৌরসভার ৯ নং ওয়ার্ডের অন্তর্ভুক্ত এবং এডিএসআর অফিস কাঁথি-১-এর এক্তিয়ারভুক্ত জেলা পূর্ব মেদিনীপুরে অবস্থিত ৩য় তলে 'বি' ব্লকের প্রায় ১০৮০ বর্গফুট পরিমাপের একটি ফ্ল্যাটের ইকুইটেবল মর্টগেজ। ভবনটি আর.সি.সি. কলাম ফাউন্ডেশনের ওপর নির্মিত এবং এটি একটি বেজমেন্ট ফ্লোর সহ নিচতলা ও তিনতলা বিশিষ্ট ভবন, যার মধ্যে ৭০ বর্গফুট পরিমাপের ২ নং স্থানটি পার্কিং এরিয়া হিসেবে নির্দিষ্ট করা হয়েছে। শিরোনামের **দলিলটি ২০১১ সালের ২১৮ নং** হিসেবে নিবন্ধিত। সম্পত্তিটি **শ্রী শুভাশিস সামন্ত**-এর নামে নিবন্ধিত। **সম্পত্তিটি গঠনমূলক দখল অধীন।**	**৪,৫১,৬৪,৬৩৯.১৩ টাকা (টাকা চার কোটি একান্ন লক্ষ চৌষট্টি হাজার ছয়শ উনচল্লিশ এবং তেরো পয়সা মাত্র) ২৭.০৭.২০২৩ তারিখ অনুযায়ী** হিসাবকৃত সুদ সহ এবং এরপর ভবিষ্যৎ সুদ ও খরচ ইত্যাদি। যোগাযোগের ব্যক্তি ৯৬৭৪৭১৩৫৫৯ ৯৩৮২৯৯৩২৮৯ পরিদর্শনের তারিখ : ১৯.০২.২০২৬ এবং ২২.০২.২০২৬	ক) ২৮,০০,০০০.০০ টাকা খ) ২,৮০,০০০.০০ টাকা গ) ১০,০০০.০০ টাকা
১৬.	**ঋণগ্রহীতা- শ্রী নীলাঞ্জন মুখার্জী,** পিতা- চিত্তরঞ্জন মুখার্জী **ঠিকানা -** ১) সুভাষ নগর, পোঃ ও থানা- আদ্রা, পুরুলিয়া, পশ্চিমবঙ্গ- ৭২৩১২১, ২) মারফত গগনাবাদ হাই স্কুল, পোঃ- গগনাবাদ, পুরুলিয়া, থানা- আদ্রা, পশ্চিমবঙ্গ - ৭২৩১২১, ৩) ফ্ল্যাট নং ২০২, প্রথম তল, মৌজা - মটকাল, প্রিমিসেস নং ১৮, মানসী পাড়া গড়ুই, পোঃ- রবীন্দ্র নগর, থানা- দমদম, কলকাতা - ৭০০০৬৫ এবং ৪) ফ্ল্যাট নং ২০১, প্রথম ফ্লোর, মৌজা - মটকাল, প্রিমিসেস নং ১৮, মানসী পাড়া গড়ুই, পোঃ - রবীন্দ্র নগর, থানা- দমদম, কলকাতা- ৭০০০৬৫।	**সম্পত্তি নং ১:** মৌজা- মটকাল, আর.এস. দাগ নং- ৮৪২, আর.এস. খতিয়ান নং- ২৭১, জে.এল. নং- ১৫, আর.এস. নং- ১৭১, তৌজি নং- ১৬০/১৬২-এর অন্তর্ভুক্ত এডিশনাল ডিস্ট্রিক্ট সাব-কাশীপুর, দমদম-এর এক্তিয়ারভুক্ত এবং দক্ষিণ দমদম পৌরসভার ৪ নং ওয়ার্ডের অন্তর্গত হোল্ডিং ও প্রাঙ্গণ নং ১৮, মানসী পাড়া গড়ুই, পোঃ- রবীন্দ্র নগর, থানা- দমদম, কলকাতা - ৭০০০৬৫ ঠিকানায় অবস্থিত ভবনের ১ম ফ্লোরে উত্তর-পশ্চিম দিকে অবস্থিত ২০১ নং আবাসিক ফ্ল্যাটের সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল। উক্ত ফ্ল্যাটটি সুপার বিল্ট-আপ এরিয়ায় কম-বেশি ৬৫০ বর্গফুট এবং এটি ২ টি বেডরুম, ১ টি কিচেন কাম ডাইনিং, ১ টি ব্যালকনি ও ১ টি টয়লেট নিয়ে গঠিত; এর সাথে জমির অবিভক্ত আনুপাতিক অংশ এবং ভবনের সাধারণ এলাকা ও সুযোগ-সুবিধাগুলি অন্তর্ভুক্ত। শিরোনামের **দলিলটি ২০২৩ সালের ১৫০৬১৩৪৫১ নং** হিসেবে বুক নং আই, ভলিউম নং ১৫০৬-২০২৩, পৃষ্ঠা ৩৮৯২৩৯ থেকে ৩৮৯২৬৬-এ নিবন্ধিত। **সম্পত্তিটি শ্রী নীলাঞ্জন মুখার্জী-এর নামে** নিবন্ধিত। **সম্পত্তি নং ২:** মৌজা- মটকাল, আর.এস. দাগ নং- ৮৪২, আর.এস. খতিয়ান নং- ২৭১, জে.এল. নং- ১৫, আর.এস. নং- ১৭১, তৌজি নং- ১৬০/১৬২-এর অন্তর্ভুক্ত এডিশনাল ডিস্ট্রিক্ট সাব-কাশীপুর, দমদম-এর এক্তিয়ারভুক্ত এবং দক্ষিণ দমদম পৌরসভার ৪ নং ওয়ার্ডের অন্তর্গত হোল্ডিং ও প্রাঙ্গণ নং ১৮, মানসী পাড়া গড়ুই, পোঃ- রবীন্দ্র নগর, থানা- দমদম, কলকাতা - ৭০০০৬৫ ঠিকানায় অবস্থিত ভবনের ১ম ফ্লোরে উত্তর-পশ্চিম দিকে অবস্থিত ২০২ নং আবাসিক ফ্ল্যাটের সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল। উক্ত ফ্ল্যাটটি সুপার বিল্ট-আপ এরিয়ায় কম-বেশি ৬০০ বর্গফুট এবং এটি ১ টি বেডরুম, ১ টি কিচেন কাম ডাইনিং ও ১ টি টয়লেট নিয়ে গঠিত; এর সাথে জমির অবিভক্ত আনুপাতিক অংশ এবং ভবনের সাধারণ এলাকা ও সুযোগ-সুবিধাগুলি অন্তর্ভুক্ত। **স্বত্ব দলিলটি ২০২৩ সালের ১৫০৬১৩৫০৯ নং** হিসেবে বুক নং আই, ভলিউম নং ১৫০৬-২০২৩, পৃষ্ঠা ৩৯১২২৭ থেকে ৩৯১২৫৪-এ নিবন্ধিত। **সম্পত্তিটি শ্রী নীলাঞ্জন মুখার্জী-এর নামে** নিবন্ধিত। **সম্পত্তিটি বাস্তবিক দখল অধীন।**	**৪২,৭০,৬৩৫.০০ টাকা (টাকা বিয়াল্লিশ লক্ষ সত্তর হাজার ছয়শ পঁয়ত্রিশ মাত্র) ২২.০৫.২০২৫ তারিখ অনুযায়ী** হিসাবকৃত সুদ সহ এবং এরপর ভবিষ্যৎ সুদ ও খরচ ইত্যাদি। যোগাযোগের ব্যক্তি ৯৬৭৪৭১৩৫৫৯ ৯৩৮২৯৯৩২৮৯ যোগাযোগের ব্যক্তি ৯৬৭৪৭১৩৫৫৯ ৯৩৮২৯৯৩২৮৯ পরিদর্শনের তারিখ : ১৯.০২.২০২৬ এবং ২২.০২.২০২৬	সম্পত্তি নং ১ ক) ১৭,১০,০০০.০০ টাকা খ) ১,৭১,০০০.০০ টাকা গ) ২০,০০০.০০ টাকা সম্পত্তি নং ২ ক) ১৫,৭৫,০০০.০০ টাকা খ) ১,৫৭,৫০০.০০ টাকা গ) ২০,০০০.০০ টাকা
১৭.	**ঋণগ্রহীতা- শ্রী গৌতম অধিকারী ঠিকানা-** ২৫ নং বিদ্যাসাগর রোড, চন্দসী ভবন, দমদম ক্যান্টনমেন্ট, রবীন্দ্র নগর, কলকাতা- ৭০০০৬৫। **অন্যান্য ঠিকানা-** মারফত সৌম্য শুভ্র দাস 'দাস ভিলা' ৩০/১ ইউ/১, হরেকৃষ্ণ শেঠ লেন, সিঁথি, কলকাতা- ৭০০০৫০; অন্যান্য ঠিকানা- প্রতিমা ৭৫৪, সারাই বোস রোড, দমদম ক্যান্টনমেন্ট, কলকাতা- ৭০০০৬৫।	দক্ষিণ দমদম পৌরসভার অন্তর্গত জেলা উত্তর ২৪ পরগণার ৫ নং ওয়ার্ডের ৭৫৪ নং হোল্ডিং, সারাই বোস রোডে অবস্থিত উক্ত ভবনের চতুর্থ ফ্লোরে সম্মুখভাগে (উত্তর-পূর্ব-পশ্চিম) ১০৭ নং ফ্ল্যাট হিসেবে পরিচিত একটি ফ্ল্যাটের সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল, যার সুপার বিল্ট-আপ এরিয়া কম-বেশি ১০০০ বর্গফুট এবং যা তিনটি বেডরুম, একটি লিভিং কাম ডাইনিং স্পেস, একটি কিচেন, দুটি টয়লেট এবং একটি ব্যালকনি নিয়ে গঠিত। এর সাথে কম-বেশি ২ কাঠা ৬ ছটাক ১০ বর্গফুট পরিমাপের জমির ওপর নির্মিত জি+৪ তলা বিশিষ্ট ভবনের আনুপাতিক অংশ ও স্বার্থ অন্তর্ভুক্ত, যা **২০১৯ সালের দলিল নং আই-২৩২৬ মূলে গৌতম অধিকারী-এর নামে নিবন্ধিত। সম্পত্তির চারদিকের সীমানা হলো-** উত্তরে- ১৮'-০" চওড়া প্রান্তিক সরণি রোড, দক্ষিণে- বিদ্যমান চারতলা ভবন, পূর্বে- ১৫ ফুট চওড়া মিউনিসিপ্যাল রোড, পশ্চিমে- বিদ্যমান দোতলা ভবন। **সম্পত্তিটি বাস্তবিক দখল অধীন।**	**৩১,৬৪,১৩৭.০০ টাকা (টাকা একত্রিশ লক্ষ চৌষট্টি হাজার একশ সাঁইত্রিশ মাত্র) ২৯.১২.২০২১ তারিখ অনুযায়ী** এবং এর সাথে ভবিষ্যৎ সুদ ও খরচ। যোগাযোগের ব্যক্তি ৯৮৩০৯৮২৯৯১ ৯৬৭৪৭১৩৫৫৯ পরিদর্শনের তারিখ : ১৯.০২.২০২৬ এবং ২২.০২.২০২৬	ক) ২৬,৩০,০০০.০০ টাকা খ) ২,৬৩,০০০.০০ টাকা গ) ১০,০০০.০০ টাকা
১৮.	**ঋণগ্রহীতা- শ্রী সত্য নারায়ণ খৈতান এবং শ্রীমতী উষা খৈতান** ১০৯ ডি.ডি. মোড়, গ্র্যান্ড ট্রাঙ্ক রোড, পোঃ- ভদ্রকালী, থানা- উত্তরপাড়া, পশ্চিমবঙ্গ, পিন- ৭১২২৩২।	চন্দননগর পৌর কর্পোরেশনের ৩ নং ওয়ার্ডের অন্তর্গত ১৬২ (পূর্বতন ১৩০/এ এবং পরবর্তীতে ১৪৮/এ) জি.টি. রোড (পশ্চিম), পিন- ৭১২১৩৬ ঠিকানায় অবস্থিত লিফট সুবিধাযুক্ত একটি জি+৪ তলা বিশিষ্ট ভবনের দ্বিতীয় তলে সম্মুখভাগে অবস্থিত সি৩ নং একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ মোজাইক করা ফ্ল্যাটের সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল। উক্ত ফ্ল্যাটটি সুপার বিল্ট-আপ এরিয়ায় ১৪০০ বর্গফুট পরিমাপের এবং এটি ০৪ টি বেডরুম, ০১ টি ড্রয়িং কাম ডাইনিং রুম, ডাব্লিউ.সি.-সহ ০২ টি টয়লেট, ০১ টি কিচেন এবং ০১ টি বারান্দা নিয়ে গঠিত। এর সাথে জমির আনুপাতিক অবিভক্ত অংশ এবং ছাদের অধিকার ও সাধারণ পরিষেবা ও খরচ সহ সমস্ত সাধারণ অধিকার এবং ফিক্সচার ও ফিটিং এবং বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম অন্তর্ভুক্ত। ফ্ল্যাটটি ২৪.০৩.২০০৭ তারিখের ২০০৬-০৭ সালের ১৯৯ নং অনুমোদিত বিল্ডিং প্ল্যান অনুযায়ী নির্মিত যা চন্দননগর পৌর কর্পোরেশন দ্বারা অনুমোদিত। **সম্পত্তিটি ২০১৬ সালের দলিল নং আই-০২২৫৫ মূলে শ্রী সত্য নারায়ণ খৈতান-এর নামে নিবন্ধিত।** **সম্পত্তিটি বাস্তবিক দখল অধীন।**	**২৭,৭০,১০৯.৭২ টাকা (টাকা সাতাশ লক্ষ সত্তর হাজার একশ নয় এবং বাহাত্তর পয়সা মাত্র) ২৮.০২.২০১৮ তারিখ অনুযায়ী** এবং এর সাথে আনুষঙ্গিক ব্যয়, খরচ ও চার্জ সহ উপরিউক্ত অর্থের ওপর চুক্তিকালীন হারে ভবিষ্যৎ সুদ। যোগাযোগের ব্যক্তি ৯৮৩০৯৮২৯৯১ ৯৬৭৪৭১৩৫৫৯ পরিদর্শনের তারিখ : ১৯.০২.২০২৬ এবং ২২.০২.২০২৬	ক) ২৬,৩০,০০০.০০ টাকা খ) ২,৬৩,০০০.০০ টাকা গ) ১০,০০০.০০ টাকা

পরবর্তী পৃষ্ঠায়

বাজেটে 'বঞ্চনা'র অভিযোগ

রাজ্যসভায় ওয়াক আউট তৃণমূলের

নয়াদিল্লি, ২ ফেব্রুয়ারি: কেন্দ্রীয় বাজেটে 'বঞ্চনা'র অভিযোগ তুলে রাজ্যসভা থেকে ওয়াকআউট করলেন তৃণমূল সাংসদেরা। সোমবার তৃণমূল সাংসদেরা কেন্দ্রের নরেন্দ্র মোদী সরকারের বিরুদ্ধে ২ লক্ষ কোটি টাকা আটকে রাখারও অভিযোগ তুলেছেন। তৃণমূলনেত্রী তথা রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় দিল্লিতে রয়েছেন। এই সময় কেন্দ্রীয় 'বঞ্চনা'র বিরুদ্ধে রাজ্যের শাসকদল আরও সুর চড়ানোর কৌশল নিয়েছে বলেই মনে করা হচ্ছে।

সোমবার রাজ্যসভায় বাজেটে অধিবেশন শুরু হওয়ার কিছু ক্ষণ পরেই একে একে কক্ষত্যাগ করেন তৃণমূল সাংসদেরা। এই প্রসঙ্গে রাজ্যসভায় তৃণমূলের উপ দলনেত্রী সাগরিকা ঘোষ সংবাদসংস্থা পিটিআই-কে বলেন, 'আজ রাজ্যসভা থেকে আমরা ওয়াক আউট করেছি। কারণ বাজেটে এক বারের জন্যও পশ্চিমবঙ্গের নাম উচ্চারণ করা হয়নি। রাজ্যের বকেয়া আটকে রাখা হয়েছে। মনরেগা, আবাস যোজনা-সহ বিভিন্ন প্রকল্প মিলিয়ে পশ্চিমবঙ্গ কেন্দ্রের কাছ থেকে ২ লক্ষ কোটি টাকা পায়।'

কেন্দ্রের এই 'বিমাতৃসুলভ' আচরণের কারণে দেশের যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামো এবং কেন্দ্র-রাজ্য সম্পর্কের ক্ষতি হচ্ছে বলে মনে করছে তৃণমূল। কেন্দ্রীয় 'বঞ্চনা'র প্রতিবাদে রাজ্যসভা থেকে বেরিয়ে আসার পর তৃণমূল সাংসদ মমতাবালা ঠাকুর বলেন, '২০২১ সালে মানুষ বিজেপিকে পরাস্ত করেছিল। তার পর থেকেই কেন্দ্র প্রতিহিংসামূলক আচরণ করছে। ১০০ দিনের কাজের টাকা বন্ধ রাখা রাখা হয়েছে। সড়ক নির্মাণ এবং গ্রামোন্নয়নে টাকা দেওয়া হচ্ছে না।' রাজ্যের বকেয়া না-মেটানো হলে তাঁদের আন্দোলন চলবে বলে জানান মমতাবালা।

TENDER NOTICE
E Tender is invited through online Bid System vide NIeT **No.09/DGP/2025-26. With Vide Memo No. - 495/ DGP/15THCFC/ 2025-26, Dated:-28-01-2026,** The Last date for online submission of tender is **05/02/2026 upto 05.00 P.M.**
For details, please visit website:- **htpps:// wbtenders.gov.in**
Sd/-, Prodhan
Dadpur Gram Panchayat

Notice Inviting Online/ e-Tender
The Block Development Officer, Bhatar Development Block & The Executive Officer, Bhatar Panchayat Samiti invites **Ref. e-NIT- BHATAR BDO & PS/34/2025-26, Dated- 02/02/2026.** Last Date of Bid Submission : **17/02/2026.** Details of e-Tender Notice will be available in Website **http:// wbtenders.gov.in**
Sd/-
Block Development Officer & Executive Officer
Bhatar Development Block & Bhatar Panchayat Samiti
Bhatar : Purba Bardhaman

বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন
৯৮৩১৯১৯৭৯১

Office of the
Tenya-Baidyapur Gram Panchayat
P.O-Tenya : P.S-Salar : Dist-Murshidabad
NOTICE INVITING e-TENDER
E-Tender Notice No :-009/TBGP/2025-26 (2nd Call) Date: 30/01/2026 Tender Id- A) 2025_ZPHD_947645_32 to 2025_ZPHD_947645_56 Tenders are invited by the Prodhan, Tenya-Baidyapur Gram Panchayat, Tenya, Salar, Murshidabad through electronic tendering (e-tendering) from the bidders experience in allied works (Drainage/Building/Road) from PWD, CPWD, Zilla Parishad, Panchayat Samity, Gram Panchayat are entitled to participate in bidding rates for the work listed in the tender notice published in the e-tender of P & R.D Govt. of West Bengal Website i.e, http://wbtenders.gov.in
* Information to bidders:

Last date and time for downloading of tender documents	09/02/2026 up to 9.00 Hrs . (as per Server clock)
Last date and time for submission of e-tender	09/02/2026 up to 9.00 Hrs . (as per Server clock)
Date of technical opening of Tender	11/02/2026 after 12.00 Hrs . (as per Server clock)

Others terms & conditions are same as per original e-tender Notice.
By Order:-
Sd/- Prodhan
Tenya-Baidyapur Gram Panchayat

e-Tender Notice
e-N.I.T No.:17/2025-2026/Sorasori Mukhya-mantri (2nd Call) vide Memo No. : 55/2025-26/ SSM, dated 02/02/2026 has been published. Details of N.I.e-T:
https://wbtenders.gov.in
Sd/- Executive Officer, Bharatpur- I, Murshidabad.

ASANSOL DURGAPUR DEVELOPMENT AUTHORITY
Asansol Office: Vivekananda Sarani, (Sen-Raliegh Road), Near Kalyanpur Housing Road, Asansol - 713305
E-NIT No.- 66 of 2025-2026 Sl. No. 5 Dated 13.01.2026
Last date of Submission the above mention tender has been extended on 07.02.2026 at 10:55 hrs. and will be opened on 10.02.2026 at 13:30 hrs. All others terms and condition will remain unchanged.
Sd/-
E.E.(Civil), ADDA, Asansol

OFFICE OF THE
NABAGRAM GRAM PANCHAYAT
Vill + P.O: - Chanak, P.S-Nabagram, Murshidabad.
NIeT. No. 20/APAS/NGP/2025-26 (2ND CALL), Memo No. 57/NGP/2026, Dated-28/01/2026. Date of publishing: **02/02/2026 from 9.00 p.m** on **htpp://wbtenders.gov.in**
Bid downloading starts from: **02/02/2026 from 9.00 p.m.** Bid Downloading ends : **07/02/2026 up to 1.55 p.m.** Last date of Bid submission: **07/02/2026 up to 1.55 p.m.** Technical Bid opening date: **10/02/2026 at 11.00 a.m.** For details logon to **htpp://wbtenders.gov.in** or contact with office of the undersign.
Sd/-Prodhan
Nabagram G.P, Nabagram Block

পুণের পোর্শে-কাণ্ডে জামিন তিন জনকে

বাবা-মায়ের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন সুপ্রিম কোর্টের

নয়াদিল্লি, ২ ফেব্রুয়ারি: পুণের সেই পোর্শে-কাণ্ডে এ বার তিন অভিযুক্তকে জামিনের নির্দেশ দিল সুপ্রিম কোর্ট। মূল অভিযুক্ত কিশোরকে বাঁচাতে রক্তের নমুনা বদলে দেওয়ার অভিযোগ উঠেছিল ওই তিন জনের বিরুদ্ধে। প্রায় দেড় বছর আগের ওই মামলায় সোমবার তাঁদের জামিনের নির্দেশ দিল সুপ্রিম কোর্টের দুই বিচারপতি বিভি নাগরত্ন এবং বিচারপতি উজ্জ্বল ভূঞার বেঞ্চ। অভিযুক্ত কিশোরের বাবা-মা কেন নিজেদের সন্তানকে সামলে রাখতে পারেননি, তা নিয়েও প্রশ্ন আদালতের।

সুপ্রিম কোর্টের পর্যবেক্ষণ, 'মাদকাসক্তির বিষয়টি আলাদা। কিন্তু ছোট সন্তানের হাতে গাড়ির চাবি দিয়ে দেওয়া, ফূর্তি করার জন্য টাকা দেওয়া, এগুলি কখনওই গ্রহণযোগ্য নয়।' দুই বিচারপতির বেঞ্চের আরও পর্যবেক্ষণ, বাবা-মা নিজেদের সন্তানকে সামলে রাখতে পারেন না। তাই এই ধরনের ঘটনা ঘটে।

২০২৪ সালের ১৯ মে পোর্শে গাড়িতে দুর্ঘটনা ঘটেছিল পুণের কোরেগাও পার্কে। উলটো দিক থেকে আসা একটি মোটরবাইকে ধাক্কা মারে গাড়িটি। এর ফলে মৃত্যু হয় বাইকে থাকা দুই আইটি কর্মীর। দুর্ঘটনার পরেই আটক করা হয়েছিল নাবালক গাড়িচালককে। সে নেশাগ্রস্ত অবস্থায় ছিল বলেই অভিযোগ। এমনকী তদন্তে উঠে এসেছে, ওই গাড়ির রেজিস্ট্রেশন করানো ছিল না। ঘাতক গাড়িটিতে কোনও নম্বর প্লেটও ছিল না। যদিও মাত্র ১৪ ঘণ্টার মধ্যে একাধিক বেনজির শর্তে ১৭ বছরের কিশোরকে জামিন দেয় জুভেনাইল আদালত। স্রেফ রচনা লিখে জামিন পেয়ে গিয়েছিল সে। তীব্র বিতর্কের মধ্যে সেই জামিন বাতিল হয়ে যায়। জুভেনাইল আদালতের নির্দেশে নাবালককে সংশোধনাগারে পাঠানো হয়। দুর্ঘটনার পরে অভিযুক্তকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। সেখানে তার শারীরিক পরীক্ষা করানো হয়। ফরেনসিক বিভাগের রিপোর্টে দেখা যায়, কিশোরের শরীরে মদ খাওয়ার বা নেশা করার কোনও চিহ্ন নেই। কিন্তু এই রিপোর্টে সন্দেহ হয় পুলিশের। পরে আবার রক্ত পরীক্ষা করানো হয় অভিযুক্তের। সেই রিপোর্টেই ধরা পড়ে, কিশোর মদ্যপান করেছিল।

BONGAON MUNICIPALITY
Construction of Ghat in Ward No. - 08 within Bongaon Municipality under the scheme of "AMADER PARA AMADER SAMADHAN(APAS)".
Tender reference: WBMAD/NIeT/274/BM/2025-26/APAS (2nd.Call)
Date: 02.02.2026
Tender ID: 2026_MAD_5010592_1, Bid Submission Start date- **02.02.2026 at 18:55 P.M.** 1. Prebid meeting date- **05.02.2026 at 14:00 P.M.** 2. End date-**10.02.2026 at 18:55 P.M.** 3. Bid opening date- **12.02.2026 at 18:55 P.M.** All other information will be available in the office of the Bongaon Municipality.
Sd/- **Chairman**
Bongaon Municipality.

ASANSOL DURGAPUR DEVELOPMENT AUTHORITY
(A Statutory body of the Govt. of West Bengal)
City Centre, Durgapur - 713216
(Ph.: 0343-2546716/6815)
N.I.T. (Online) No: - ADDA/DGP/ED/N-59/2025-26 Dated 22.12.2025
Time Extension Notice
The Last date of online submission has been extend up to **11.02.2026 in place of 02.02.2026** for **(1)** Tender ID No. 2025_ADDA_978035_1. For other details visit our website **www.addaonline.in** or **http://wbtenders.gov.in** or contact Exe. Engr.(Civil.) ADDA.
Sd/- Exe. Engr. (Civil), ADDA

ASANSOL DURGAPUR DEVELOPMENT AUTHORITY
(A Statutory body of the Govt. of West Bengal)
City Centre, Durgapur - 713216
(Ph.: 0343-2546716/6815)
N.I.T. (Online) No: - ADDA/DGP/ED/N-57/2025-26 (Sl.- 1, 3, 4) Dated 12.12.2025 & ADDA/DGP/ED/N-58/2025-26 (Sl.- 1) Dated 17.12.2025
Time Extension Notice
The Last date of online submission has been extend up to **11.02.2026 in place of 29.01.2026** for **(1)** Tender ID No. 2025_ADDA_974495_1, **(2)** Tender ID No. 2025_ADDA_974526_1, **(3)** Tender ID No. 2025_ADDA_974590_1, **(4)** Tender ID No. 2025_ADDA_975927_1. For other details visit our website **www.addaonline.in** or **http://wbtenders.gov.in** or contact Exe. Engr.(Civil.) ADDA.
Sd/- Exe. Engr. (Civil), ADDA

পূর্ব রেলওয়ে
ই-অকশন আহ্বায়ক বিজ্ঞপ্তি
নং. সিওএম/ডিইভি/ই-অকশন/পিইউ/এইচডব্লুএইচ/২০২২ তারিখঃ ২৯.০১.২০২৬
সিনিয়র ডিভিশনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া, নতুন ডিআরএম ভবন, রেল মিউজিয়ামের নিকটে, হাওড়া, পিন-৭১১১০১ কর্তৃক হাওড়া ডিভিশনের বৈদ্যবাটী স্টেশনে ০৩ **বছরের জন্য সাধারণ পে অ্যান্ড ইউজ টয়লেটের পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য** নতুন চুক্তি প্রদানের জন্য ই-অকশন আহ্বান করা হচ্ছে। বিষয়ক ই-অকশন রেলওয়ে বোর্ডের ফ্রেট মার্কেটিং সার্কুলার নং. ১১ অফ ২০২২ এবং কমার্শিয়াল সার্কুলার নং. ১৪ অফ ২০২২ অনুসারে পরিচালিত হবে আরও বিশদ বিবরণ এবং ই-অকশনে অংশগ্রহণের জন্য অনুগ্রহ করে **ই-অকশন লিজিং মডিউলের মাধ্যমে ওয়েবসাইট www.ireps.gov.in দেখুন। অকশন ক্যাটালগ নং.ঃ পিএনইউ-এইচডব্লুএইচ-০৬-২০২৬; লট নম্বর/ক্যাটাগরিঃ** পিএনইউ-এইচডব্লুএইচ-বিবিএই-টিওআই-৩৪-২৫-২; **স্টেশন ঃ** বৈদ্যবাটী (বিবিএই); **অকশনের তারিখ ও সময় ঃ** ১৩.০২.২০২৬ তারিখ দুপুর ১ টা ৩০ মিনিটে।
HWH-572/2025-26
Tender Notice is also available at websites : www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in
আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

ভূমিকম্পে কাঁপল জম্মু ও কাশ্মীর

শ্রীনগর, ২ ফেব্রুয়ারি: ফের কম্পন উপত্যকায়। সোমবার ভোরে ভূমিকম্পে কেঁপে ওঠে জম্মু ও কাশ্মীর উপত্যকা। বারামুলা জেলার পত্তন শহর এবং তার আশপাশের এলাকায় কম্পন অনুভূত হয়েছে। ভারতের জাতীয় ভূতাত্ত্বিক সর্বেক্ষণ বা ন্যাশনাল সেন্টার ফর সিসমোলজি (এনসিএস) জানিয়েছে, রিখটার স্কেলে এই কম্পনের মাত্রা ছিল ৪.৭। এখনও পর্যন্ত ভূমিকম্পের ফলে কোনও ক্ষয়ক্ষতির খবর মেলেনি। তবে টানা ২০ সেকেন্ড ধরে কম্পন অনুভূত হয়েছে বলে দাবি স্থানীয়দের। অনেকেই তা টের পেয়ে বাড়ি ছেড়ে রাস্তায় বেরিয়ে এসেছিলেন। ভোররাতে আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জেও ভূমিকম্প হয়েছে। এনসিএস-এর তথ্য অনুযায়ী, রিখটার স্কেলে সেখানকার কম্পনের মাত্রা ছিল ৪.৬। কাশ্মীর এবং আন্দামান উভয়েই ভারতের ভূমিকম্পপ্রবণ এলাকাগুলির মধ্যে অন্যতম। ফলে রিখটার স্কেলে কম্পনের মাত্রা তেমন জোরদার না-হলেও একই দিনে দুই প্রান্তে পর পর ভূমিকম্পে উদ্বেগ তৈরি হয়েছে।

ময়দান

উত্তর কলকাতা জেলা ক্রীড়া সম্মেলন

নিজস্ব প্রতিবেদন: উত্তর কলকাতার দেশবন্ধু পার্কের মাঠে দুই দিনের জেলা ক্রীড়া সম্মেলন হয়ে গেল। ভারত সরকারের যুব ও ক্রীড়া দফতরের সহযোগিতায় মেরা যুব ভারত-উত্তর কলকাতা এর উদ্যোগে বিভিন্ন ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় ৫০০ বেশি যুবক-যুবতী অংশ নেন। ক্রীড়াগুলির মধ্যে ফুটবল, কবাডি, ভলিবল, অ্যাথলেটিক, ব্যাডমিন্টন, সাইকেলিং এবং টিকওন্ডো উল্লেখ যোগ্য।

Durgapur Municipal Corporation
City Centre, Durgapur - 713216, Dist.- Paschim Bardhaman
Notice Inviting e-Tender
1) Name of the Work: Construction of Concrete Road at DVC Para from Kartik Bauri Home to Raju Bauri under Ward No.- 01, Booth No.- 02, DMC area.
e-Tender No. : WBDMC/W/532(APAS) of 25-26 (3rd Call)
Tender ID : 2026_MAD_5010514_1 • Estimated Amount : 2,57,941/-
2) Name of the Work: Construction of New Drain & Road at Parulia Pagal Para, Booth No.- 02 of AC- 276, Ward No.- 01.
e-Tender No. : WBDMC/W/532(APAS) of 25-26 (3rd Call)
Tender ID : 2026_MAD_5010514_2 • Estimated Amount : 7,50,000/-
Last Date : 09th February 2026, up to 09:00 am **Sd/- Executive Engineer**
For details : **tenders.wb.gov.in** **Durgapur Municipal Corporation**

Durgapur Municipal Corporation
City Centre, Durgapur - 713216, Dist.- Paschim Bardhaman
Memo. No.: DMC/APAS/BR-3/190 **Dated: 02/02/2026**
CORRIGENDUM NOTICE
Tender ID : 2026_MAD_5008495_1, 2026_MAD_5008576_2, 2026_MAD_5008750_1, 2026_MAD_5008790_1, 2026_MAD_5008576_1
Tender Reference Number : WBDMC/W/406(APAS) of 25-26 (2nd Call), WBDMC/W/489(APAS) of 25-26 (2nd Call), WBDMC/W/405(APAS) of 25-26 (2nd Call), WBDMC/W/364(APAS) of 25-26 (2nd Call)
The Bid Submission Closing Date will be 07-02-2026 up to 2.00 PM in lieu of 02-02-2026 upto 2.00 PM and Bid Opening Date will be 09-02-2026 after 2.00 PM in lieu of 04-02-2026 after 2.00 PM. The other terms and conditions will remain unchanged.
For details : **tenders.wb.gov.in**
Sd/- Executive Engineer
Durgapur Municipal Corporation

IndusInd Bank
রিজিওনাল অফিস :
সাবিত্রী টাওয়ার, ৩এ, আপার উড স্ট্রিট
কলকাতা ৭০০০১৭
পরিশিষ্ট-৪
দখল বিজ্ঞপ্তি (রুল-৮(১) দেখুন)
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)
যেহেতু,
নিম্নস্বাক্ষরকারী **ইন্ডাসইন্ড ব্যাঙ্ক লি.** এর অনুমোদিত অফিসার স্বরূপ সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর রুল ৩ এর সঙ্গে পঠিত ১৩ (১২) এর অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগের অধীনে **২৬.০৪.২০২৪** তারিখে একটি দাবি বিজ্ঞপ্তি জারি করে **ঋণগ্রহীতা - মেসার্স শাউ ট্রেডিং (স্বত্বাধিকারী শ্রী নীরজ শাউ কর্তৃক প্রতিনিধিত্বকারী) শ্রী নীরজ শাউ (জামিনদাতা এবং বন্ধকদাতা) শ্রী সুদর্শন শাউ (জামিনদাতা এবং বন্ধকদাতা) এবং শ্রীমতী মঞ্জু দেবী ওরফে শ্রীমতী মঞ্জু দেবী শাউ (জামিনদাতা এবং বন্ধকদাতা)** নোটিশে উল্লিখিত বকেয়া পরিমাণ **৬৫,৬৪,৫১৫ টাকা (পঁয়ষট্টি লাখ চৌষট্টি হাজার পাঁচশ পনের টাকা) ৩১.০৩.২০২৪** তারিখ থেকে অতিরিক্ত সুদ এবং ২৬.০৪.২০২৪ তারিখের নোটিশে সংশ্লিষ্ট ঋণ সুবিধার উপর উল্লিখিত সুদ এবং ১৮.৭৫ শতাংশ বার্ষিক হারে (সরল ভিত্তি) জরিমানা সুদ এবং খরচ, চার্জ এবং ব্যয় ইত্যাদি উল্লেখিত নোটিশের তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে জমা দিতে হবে।
ঋণগ্রহীতাগণ টাকার অঙ্ক ফেরত দিতে ব্যর্থ হওয়ায়, এতদ্দ্বারা ঋণগ্রহীতা এবং সাধারণভাবে জনগণকে বিজ্ঞপ্তি প্রদান করা হচ্ছে যে, নিম্নস্বাক্ষরকারী এখানে নীচে বর্ণিত সম্পত্তির দখল নিয়েছেন সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২ অ্যাক্টের রুল ৮ এর সঙ্গে পঠিত সেকশন ১৩ এর সাব-সেকশন (৪) অধীনে তাঁর উপর অর্পিত ক্ষমতাবলে **২৯ জানুয়ারি ২০২৬** তারিখে।
বিশেষভাবে ঋণগ্রহীতা এবং সাধারণভাবে জনগণকে এতদ্দ্বারা সতর্ক করা হচ্ছে যে, তাঁরা যেন এই সম্পত্তি নিয়ে কোনওরকম লেনদেন না করেন এবং এই সম্পত্তি নিয়ে যেকোনও প্রকার লেনদেনে ইন্ডাসইন্ড ব্যাঙ্ক লি. উল্লিখিত **৬৫,৬৪,৫১৫ টাকা (পঁয়ষট্টি লাখ চৌষট্টি হাজার পাঁচশ পনের টাকা) ৩১.০৩.২০২৪** তারিখ থেকে অতিরিক্ত সুদ এবং ২৬.০৪.২০২৪ তারিখের নোটিশে সংশ্লিষ্ট ঋণ সুবিধার উপর উল্লিখিত সুদ এবং ১৮.৭৫ শতাংশ বার্ষিক হারে (সরল ভিত্তি) জরিমানা সুদ এবং খরচ, চার্জ এবং ব্যয় ইত্যাদি সহ।
ঋণগ্রহীতার দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে উক্ত অ্যাক্টের সেকশন ১৩-র সাব-সেকশন (৮) -এর বন্দোবস্তে, সুরক্ষিত পরিসম্পতের দায়মুক্ত হওয়ার প্রাপ্তব্য সময়ের ব্যাপারেও।
স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ
সংশ্লিষ্ট সকল অংশ এক স্বয়ংসম্পূর্ণ সুপার বিল্ট আপ এরিয়া বসবাসের ফ্ল্যাট নং ২-এ, পরিমাপ আনুমানিক কমবেশি ১১৭০ বর্গফুট, ২০ শতাংশ সুপার বিল্ট আপ এরিয়া সহ ফ্ল্যাট তিনতলায় ভবনের , ৩ বেড রুম, এক লিভিং তথা ডাইনিং স্পেস, দুই বাথরুম, এক কিচেন, এক ব্যালকনি, এবং সমুদয় ফিক্সচার এবং ফিটিংস এবং অবিভক্ত সম্পত্তির যথাযথ ভাগ অংশ সুবিধা এবং পরিষেবা ভোগ দখলের অধিকার সহ, হাওড়া পৌর সংস্থা অধীন হোল্ডিং নং ৩৪-৩৫-৩৬, কালুপাড়া লেন, সালকিয়া, থানা - মালিপাঁচঘড়া, জেলা : হাওড়া, পিন কোড : ৭১১১০৬, আরএস দাগ নং ৬৯৭, ৬৯৮, খতিয়ান নং ৪১৬, জেএল নং ১, মৌজা : মালিপাঁচঘড়া, ওয়ার্ড ন ৪, হাওড়া পৌর নিগম অধীন।
*** হস্তান্তর দলিলে সম্পত্তির আরও বিস্তারিত/নির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে দলিল-নং ০০১১০-২০১১ তারিখ ০৬.০১.২০১১, আইনি উত্তরাধিকারীগণ শ্রীমতি মঞ্জু দেবী ওরফে শ্রীমতি মঞ্জু দেবী শাউ, শ্রী নীরজ শাউ, এবং শ্রী সুদর্শন শাউ, সকলেই যৌথ স্বত্বাধিকারী আইনি উত্তরাধিকার সূত্রে।
তারিখ- ২৯.০১.২০২৬
স্থান- হাওড়া
অনুমোদিত অফিসার
ইন্ডাসইন্ড ব্যাঙ্ক লিঃ

দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে – টেন্ডার
ভারতের রাষ্ট্রপতির জন্যে ও তরফে, **সিনিয়র ডিভিশনাল ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার/জি/ খড়গপুর-৭২১৩০১** নির্ধারিত তারিখের মধ্যে উল্লিখিত কাজের জন্য ১২:০০টার আগে ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। **ক্রম নং; টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং.; কাজের বিবরণ; টেন্ডারের মূল্য এবং বিড সিকিউরিটি/বায়না মূল্য জমা** যথাক্রমে: **(১); ১১৪-ইএলসি-জি-কেজিপি-২৫-২৬-৫৩;** লক্ষননাথ রোড ও জলেশ্বরের মধ্যে অবস্থিত মানবচালিত লেভেল ক্রসিং নং ৪৪-এর পরিবর্তে সীমিত উচ্চতার সাবওয়ে নির্মাণের জন্য বৈদ্যুতিক কাজ। ₹ ১৫,৫১,১০০.০৮; ₹ ৩১,০০০.০০; **(২); ১১৪-ইএলসি-জি-কেজিপি-২৫-২৬-৫২;** "বেনাপুর ও লক্ষননাথ রোডের জন্য বৈদ্যুতিক কাজ: বেনাপুর ও লক্ষ্মণনাথ রোড স্টেশনে ফুট ওভারব্রিজ প্রতিস্থাপন ও অপসারণের সাথে যুক্ত বিদ্যমান পুরোনো ফুটওভার ব্রিজের পরিবর্তে ৩.০ মিটার চওড়া নতুন ফুটওভার ব্রিজ নির্মাণ" এবং হলদিপদা স্টেশনে বিদ্যমান ফুটওভার ব্রিজের পরিবর্তে ৩.১ মিটার চওড়া ফুটওভার ব্রিজ নির্মাণের জন্য বৈদ্যুতিক কাজ; ₹ ৪০,৪২,৫৬৮.৯১; ₹ ৮০,৯০০.০০; **খোলার তারিখ:** ২০/০২/২০২৬ (ক্রম নং ১ এর জন্য) এবং ২৫/০২/২০২৬ (ক্রম নং ২ এর জন্য); **টেন্ডার নথির মূল্য:** শূন্য (ক্রম নং ১ ও ২-এর জন্য); **কাজ সম্পন্ন করার সময়কাল:** সম্মতিপত্র জারির তারিখ থেকে ৬ মাস (ক্রম নং ১-এর জন্য); এবং সম্মতিপত্র জারির তারিখ থেকে ৯ মাস (ক্রম নং ২-এর জন্য); **জমা দেওয়ার তারিখ:** ২০/০২/২০২৬ তারিখের ১২:০০টা পর্যন্ত (ক্রম নং ১-এর জন্য) এবং ২৫/০২/২০২৬ তারিখের ১২:০০টা পর্যন্ত (ক্রম নং ২-এর জন্য)। আগ্রহী দরদাতারা টেন্ডারের সম্পূর্ণ বিবরণ, বর্ণনা এবং নির্দিষ্টকরণ জানার জন্য **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে দেখতে পারেন এবং অনলাইনে তাদের বিড জমা দিতে পারেন (ক্রম নং. ১ ও ২-এর জন্য)। এই কাজের জন্য কোনো অবস্থাতেই ম্যানুয়াল টেন্ডার গ্রহণ করা হবে না। **দ্রষ্টব্য:** সম্ভাব্য দরদাতারা সমস্ত টেন্ডারে অংশগ্রহণের জন্য নিয়মিত **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটটি দেখতে পারেন (ক্রম নং ১ ও ২-এর জন্য)। **(PR-1127)**

FORM NO. URC-2
Advertisement giving notice about registration under Part I of Chapter XXI
[Pursuant to section 374(b) of the companies Act, 2013 and rule 4(1) of the companies (Authorized to Register) Rules, 2014]
1. Notice is hereby given that in pursuance of sub-section (2) of section 366 of the Companies Act, 2013, an application has been made to the Registrar at Registrar of Companies West Bengal that "Namastu Enterprise" a partnership firm may be registered under Part I of Chapter XXI of the Companies Act 2013, as a company limited by shares with the name"Namastu Enterprise Private Limited"
2. The principal objects of the company are as follows:
i. To carry on the business of manufacturers, traders, wholesalers, retailers, distributors, stockists, importers, exporters, buyers, sellers, marketers and dealers in alum sticks, alum stones, underarm roll-ons, deodorants, antiperspirants, fragrances, personal hygiene products, cosmetic and skin care products, including but not limited to creams, lotions, gels, balms, powders, sprays, oils, soaps, cleansers, serums, toners, and other beauty and wellness products, whether natural, herbal, ayurvedic, medicated or chemical-based.
ii. To undertake all activities incidental or ancillary to the above objects, including product sourcing, quality control, market research, promotion, online and offline sales, e-commerce operations, franchise and dealership arrangements, subject to applicable laws and regulations.
3. A copy of the draft memorandum and articles of association of the proposed Company may be inspected at the office at 19, Panchanantala Road, Bally, Howrah, West Bengal - 711201.
4. Notice is hereby given that any person objecting to this application may communicate their objection in writing to the Registrar at 19, Panchanantala Road, Bally, Howrah, West Bengal-711201, within twenty-one days from the date of publication of this notice, with a copy to the company at its registered office.
Dated this 03 day of February 2026
Name(s) of Applicant
1. Rahul Dokania
2. Neha Marda Agrawal
3. Sumit Marda

পূর্ব পৃষ্ঠার পর
SBI
স্ট্রেসড অ্যাসেটস রিকভারি ব্রাঞ্চ, (০৫১৭১) কলকাতা
জীবনদীপ বিল্ডিং, ১২ তম তল, ১, মিডলটন স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০ ০৭১
শাখার ই-মেল আইডি- sbi.05171@sbi.co.in
ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ
ই-নিলামের তারিখ এবং সময় - তারিখ - ২৬.০২.২০২৬
নিলামের সময় - সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৪টে পর্যন্ত প্রতিটি অসীমামিয়ত ১০ মিনিটের সম্প্রসারণ সহ

ক্রম নং	ইউনিট/ঋণগ্রহীতা/ জামিনদাতাগণের নাম	বিক্রয়কৃত সম্পত্তির বিস্তারিত	বকেয়া পরিমাণ	ক) সংরক্ষিত মূল্য খ) ইএমডি ১০ শতাংশ গ) ডাক বর্ধিত পরিমাণ
১৯	**ঋণগ্রহীতা : মেসার্স শাহি কনস্ট্রাকশনস প্রা লি,** অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ অফিস ঠিকানা : আইবি-১/,৪ সেক্টর ৩, গোল্ড ক্যাসেল কো অপারেটিভ হাউসিং সোসাইটি লি। সল্ট লেক সিটি, কলকাতা -৭০০১০৬। ডিরেক্টর এবং জামিনদাতা(গণ) : **১) ইরফান আলম , ২) মুমতাজ খাতুন, উভয়ের ঠিকানা** আইবি-১/,৪ সেক্টর ৩, গোল্ড ক্যাসেল কো অপারেটিভ হাউসিং সোসাইটি লি। সল্ট লেক সিটি, কলকাতা -৭০০১০৬।	**সম্পত্তি ১ :** সংশ্লিষ্ট সকল অংশ বসবাসের ফ্ল্যাট নং ৪ডি, ৫মতলে, দক্ষিণ দিকে এবং এক ঢাকা কার পার্কিং স্পেস একতলায় (পরিমাপ এরিয়া ১৪০২ বর্গফুট এবং ১৩৫ বর্গফুট সমপরিমাপ ১৫৩৭ বর্গফুট), লিফট সকলের ব্যবহারের সুবিধা এবং যথাযথ ভাগ অংশ এবং পরিষেবা ভোগ দখলের অধিকার সহ প্রেমিসেস নং ২৭, আহিরীপুকুর ফার্স্ট লেন, কলকাতা পৌর সংস্থার ওয়ার্ড নং ৬৯, পো বালিগঞ্জ, থানা করেয়া, কলকাতা -৭০০০১৯, সম্পত্তি শ্রীমতি মুমতাজ খাতুন এর নামে, দলিল নং ১-১০২৩ তাং ১২.০৩.২০২০। **সম্পত্তি শ্রীমতি মুমতাজ খাতুন স্বামী ইরফান আলম এর নামে দলিল নং ১-১০২৩ তাং ১২.০৩.২০২০। সম্পত্তির চৌহদ্দি :** উত্তরে : আহিরীপুকুর ফার্স্ট লেন। দক্ষিণে প্রেমিসেস নং ২, নজর আলি লেন। পূর্বে : প্রেমিসেস নং ২২, আহিরীপুকুর ফার্স্ট লেন, পশ্চিমে : প্রেমিসেস নং ১/১এ, নজর আলি লেন। **সম্পত্তির আইডি : এসবিআইএন৭৮১৭৮৫৯০৪৫১** **সম্পত্তি ২ :** সংশ্লিষ্ট সকল অংশ বসবাসের ফ্ল্যাট নাম ইকুইনক্স অ্যাপার্টমেন্ট ৪র্থতলে, ফ্ল্যাট নং ২-৩ই, ৪র্থতল, ব্লক -২, (সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ১০৬২ বর্গফুট আনুমানিক) এবং এক কার পার্কিং স্পেস একতলায় এবং অবিভক্ত সম্পত্তির যথাযথ ভাগ অংশ এবং সুবিধা এবং পরিষেবা ভোগ দখলের অধিকার সহ জমি ইরফান আলম পিতা প্রয়াত আজিজুল হক এর নামে , কলকাতা পৌর সংস্থার ওয়ার্ড নং ৫৮ অধীন, প্রেমিসেস নং ২বি, মাইজান লেন,পো এবং থানা : ট্যাংরা, জেলা দক্ষিণ ২৪ পরগনা, কলকাতা ৭০০০৪৬, পশ্চিমবঙ্গ, দলিল নং ১-৫৮৮০, তারিখ ১৩.০৮.২০২১ সম্পত্তি ইরফান আলম পিতা প্রয়াত আজিজুল হক এর নামে, দলিল নং ১-৫৮৮০, তারিখ ১৩.০৮.২০২১। **সম্পত্তির চৌহদ্দি :** উত্তরে : ১৪এ, পেমেন্টাল গার্ডেন লেন,। দক্ষিণে : পুরসভা সড়ক এবং লট ২বি, মিয়াজলেন এবং সাধারণ চলার পথ। পূর্বে পুরসভা সড়ক এবং অংশত সাধারণ চলার পথ এভং অংশত ৩ মিঞাজান লেন। পশ্চিমে : ৯এ, নিউ ট্যাংরা রোড এবং ১২ নিউ ট্যাংরা রোড। **সম্পত্তির আইডি : এসবিআইএন৭৮২৯৬৯৫৭০০৭। সম্পত্তি প্রতীকী দখলীকৃত।**	**৫,৪৭,২৭,৬১৬.৩৭ টাকা ১৬.০৭.২০২৫** অনুযায়ী চুক্তি মোতাবেক হারে উক্ত পরিমাণের সহিত পরবর্তী সুদ, তাৎক্ষণিক ব্যয়, মূল্য, চার্জ ইত্যাদি সহ। যোগাযোগ ব্যক্তি ৯৬৭৪৭১৩৫৫৯ ৯৮৩০৯৮২৯৯১	সম্পত্তি ১ ক) ১,৩১,০০,০০০.০০ টাকা খ) ১৩,১০,০০০.০০ টাকা গ) ১,০০,০০০.০০ টাকা সম্পত্তি ২ ক) ৭৪,০০,০০০.০০ টাকা খ) ৭,৪০,০০০.০০ টাকা গ) ২০,০০০.০০ টাকা
			পর্যবেক্ষণের তারিখ - ১৯.০২.২০২৬ এবং ২২.০২.২০২৬	
২০	**ঋণগ্রহীতা : শ্রী নবীন গুপ্তা** পিতা শ্রী অশোক কুমার গুপ্তা, ফ্ল্যাট নং ১০৮, ব্লক সি, ২য়তল, ১৮ শিবপুর রোড, শিবপুর, হাওড়া - ৭১১১০২ **এবং শ্রীমতি সীমা গুপ্তা** স্বামী শ্রী নবীন গুপ্তা ফ্ল্যাট নং ১০৮, ব্লক সি,২য়তল, ১৮ শিবপুর রোড, শিবপুর, হাওড়া - ৭১১১০২ ।	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ স্বয়ং সম্পূর্ণ বসবাসের ফ্ল্যাট নং ২বি, তিনতলায় সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ৭৬৫ বর্গফুট কমবেশি , দুই বেড রুম, এক ডাইনিং তথা লিভিং রুম, এক কিচেন, এক টয়লেট, এক ডব্লুসি , এক ব্যালকনি। অ্যাপার্টমেন্ট নাম রাধা অ্যাপার্টমেন্ট, অবস্থিত জগৎপুর, পো গৌরাঙ্গনগর, থানা বাগুইআটি, জেলা উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা ৭০০১৫৯, যথাযথ ভাগ অংশ সিঁড়ি, লিফট সুবিধা পরিষেবা ভোগ দখলের অধিকার সহ জমির পরিমাপ ৩ কাঠা কমবেশি সিএস দাগ নং ৪৫৬, আরএস দাগ নং ৫৯৪,এলাআর দাগ নং ৫০৭৬, সিএস খতিয়ান নং ২৬৯, আরএস খতিয়ান নং ৫১৩, এলআর খতিয়ান নং ৫২৫৪, ৫২৫৫, ৫২৫৬, ৫২৫৭, এবং ৫২৫৮ অবস্থিত মৌজা : জ্যাঙ্গরা, জেএল নং ১৬, আরএস নং ১১৪, তৌজি নং ৩০২৭, পরগনা কলকাতা, পূর্বতন থানা রাজারহাট, বর্তমান বাগুইআটি। জেলা উত্তর ২৪ পরগনা, স্থানীয় বিধাননগর পুরসভা (পূর্বতন রাজারহাট গোপালপুর পুরসভা) অধীন, পূর্বতন এডিএসআরও বিধাননগর, বর্তমান রাজারহাট নিউ টাউন, সম্পত্তি শ্রী নবীন গুপ্তা এবং শ্রীমতি সীমা গুপ্তা এর নামে। **চৌহদ্দি :** উত্তরে : খোলা জায়গা এবং ফ্ল্যাট নং ২এ। দক্ষিণে : খোলা জায়গা। পূর্বে : সিঁড়ি, লিফট এবং ফ্ল্যাট নং ২এ, ২সি। পশ্চিমে : খোলা জায়গা। **ব্যাঙ্ক সম্পত্তি আইডি : এসবিআইএন৭৭৫৬১৭৯৪১২৮। সম্পত্তি স্বত্ব দখলীকৃত।**	**২৫,০০,৯৭৩.০০ টাকা ১৮.০৪.২০২৩** অনুযায়ী চুক্তি মোতাবেক হারে উক্ত পরিমাণের সহিত পরবর্তী সুদ, তাৎক্ষণিক ব্যয়, মুল্য, চার্জ ইত্যাদি সহ পরবর্তী কোনও আদায় সহ। যোগাযোগ ব্যক্তি ৯৬৭৪৭১৩৫৫৯ ৯৮৩১৪৮৮৬৪২	ক) ১৯,৪১,০০০.০০ টাকা খ) ১,৯৪,১০০.০০ টাকা গ) ১০,০০০.০০ টাকা
			পর্যবেক্ষণের তারিখ - ১৯.০২.২০২৬ এবং ২২.০২.২০২৬	
২১	**ঋণগ্রহীতা : মহ সারিয়ার হোসেন** পিতা মহ সাহাদাত হোসেন, গ্রাম মেনা,পো সমুদ্রপুর, থানা অশোকনগর, উত্তর ২৪ পরগনা, পিন - ৭৪৩২৭২ **এবং শ্রীমতি সাকিলা বিবি** স্বামী মহ সাহাদাত হোসেন গ্রাম মেনা,পো সমুদ্রপুর, থানা অশোকনগর, উত্তর ২৪ পরগনা, পিন - ৭৪৩২৭২	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমির পরিমাপ আনুমানিক কমবেশি ০৫ ডেসিমেল মৌজা - মেনা, জেএল নং ৩৫, আরএস নং ১৫৩, তৌজি নং ২৩২২, আরএস এবং এলআর খতিয়ান নং ৭৯, আরএস এবং এলআর দাগ নং ৯৭৯, ৯৮০, ৯৮১, থানা অশোকনগর, এডিএসআরও -গুমা, ভুকুন্ডা গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন জেলা উত্তর ২৪ পরগনা, বুক নং ১, ভল্যুম নং ১৫১৭-২০১৫, পৃষ্ঠা ৯১২ থেকে ৯৩৬, দলিল নং ১-১৫১৭০১৪৮২-২০১৫ সালের, **সম্পত্তি সাকিলা হোসেন** স্বামী মহ সাহাদাত হোসেন এর নামে গ্রাম মেনা, পো সমুদ্রপুর, থানা অশোকনগর, জেলা উত্তর ২৪ পরগনা। পিন - ৭৪৩২৭২, **সম্পত্তির চৌহদ্দি : (দলিল অনুযায়ী) :** উত্তরে : ১০ ফুট চওড়া সাধারণ চলার পথ। দক্ষিণে : মহীউদ্দিন আহমেদ এর সম্পত্তি। পূর্বে : সাহাদাত হোসেন এর সম্পত্তি। পশ্চিমে : ১০ ফুট চওড়া সাধারণ চলার পথ। **ব্যাঙ্ক সম্পত্তি আইডি : এসবিআইএন৭৭৪৬৭২৯৫৯৪৫ সম্পত্তি স্বত্ব দখলীকৃত।**	**২৫,৪৩,১৭৭.৪৭ টাকা ৩১.১২.২০১৭** অনুযায়ী চুক্তি মোতাবেক হারে উক্ত পরিমাণের সহিত পরবর্তী সুদ, তাৎক্ষণিক ব্যয়, মুল্য, চার্জ ইত্যাদি সহ পরবর্তী কোনও আদায় সহ। যোগাযোগ ব্যক্তি ৯৬৭৪৭১৩৫৫৯ ৯৮৩১৪৮৮৬৪২	ক) ১৪,১১,০০০.০০ টাকা খ) ১,৪১,১০০.০০ টাকা গ) ১০,০০০.০০ টাকা
			পর্যবেক্ষণের তারিখ - ১৯.০২.২০২৬ এবং ২২.০২.২০২৬	
২২	**ঋণগ্রহীতা : শ্রী অভিজিৎ সেন,** পিতা শ্রী চণ্ডী চরণ সেন, ফ্ল্যাট নং ১/২ , ২য়তল, ২২৭ মাখ লা, পো এবং থানা : উত্তরপাড়া, হুগলি, পিন - ৭১২২৪৫। **এবং শ্রীমতি অমৃতা ব্যানার্জি,** স্বামী শ্রী অভিজিৎ সেন, ফ্ল্যাট নং ১/২ , ২য়তল, ২২৭ মাখ লা, পো এবং থানা : উত্তরপাড়া, হুগলি, পিন - ৭১২২৪৫	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ স্বয়ংসম্পূর্ণ ফ্ল্যাট নং ১/২ , ২য়তলে, পরিমাপ সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ৪৫০ বর্গফুট অবিভক্ত সম্পত্তির যথাযথ ভাগ অংশ অবস্থিত পরিমাপ ১ কাঠা ১৩ ছটাক ৯ বর্গফুট অবস্থিত মৌজা মাখলা, জেএল নং ৯, আরএস প্লট নং ১৮১৬, খতিয়ান নং ১০২৫, এলআর প্লট নং ২০৭২, এলআর খতিয়ান নং ৭৮২৭, ৭৮২৮, ৭৮২৯, ৭৮৩০, ৭৮৩১, উত্তরপাড়া কোৎরঙ পুরসভার ওয়ার্ড নং ২৩ অধীন, হোল্ডিং নং ২২৭, মাখাল, নং ১ গভ.কলোনি, থানা - উত্তরপাড়া, জেলা : হুগলি,দলিল নং ১- ১৩০২/২০১৬, **সম্পত্তি শ্রী অভিজিৎ সেন এবং শ্রীমতি অমৃতা ব্যানার্জি এর নামে। সম্পত্তির চৌহদ্দি :** উত্তরে : অগ্রদূত ক্লাব। দক্ষিণে অন্যান্য ভবন। পূর্বে : সড়ক। পশ্চিমে : অন্যান্য ভবন। **ব্যাঙ্ক সম্পত্তি আইডি : এসবিআইএন৭৭৫১৩২১৬০৯৭। সম্পত্তি স্বত্ব দখলীকৃত।**	**১২,৭৯,৬৭৭.০০ টাকা ০৬.০৪.২০১৮** অনুযায়ী চুক্তি মোতাবেক হারে উক্ত পরিমাণের সহিত পরবর্তী সুদ, তাৎক্ষণিক ব্যয়, মুল্য, চার্জ ইত্যাদি সহ পরবর্তী কোনও আদায় সহ। যোগাযোগ ব্যক্তি ৯৬৭৪৭১৩৫৫৯ ৯৮৩১৪৮৮৬৪২	ক) ১১,৭১,০০০.০০ টাকা খ) ১,১৭,১০০.০০ টাকা গ) ১০,০০০.০০ টাকা
			পর্যবেক্ষণের তারিখ - ১৯.০২.২০২৬ এবং ২২.০২.২০২৬	

ক) বিক্রয়ের বিশদ নিয়ম এবং শর্তাবলীর জন্য, অনুগ্রহ করে স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, সিকিউরড ক্রেডিটরের ওয়েবসাইট **www.sbi.co.in** এবং নির্দিষ্ট ই-নিলামের জন্য নির্দিষ্ট লিঙ্কে দেওয়া লিঙ্কটি দেখুন **https://BAANKNET.com**
খ) ইচ্ছুক দরদাতা/গণ তার ইএমডির পরিমাণ **PSB Alliance Pvt. Ltd.** সাথে রক্ষণাবেক্ষণ করা তার বিডার অ্যাকাউন্টে তৈরি করা চালানের মাধ্যমে স্থানান্তর করতে হবে। নিলামের তারিখের আগে তার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট থেকে **NEFT/RTGS** স্থানান্তর করে। কোনও জিজ্ঞাস্য থাকলে অনুগ্রহ করে **support.baanknet@psballiance.com** বা ৮২৯১২২০২২০ যোগাযোগ করুন
ই-নিলাম প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের পূর্বে আগ্রহী ডাকদাতাদের পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে উক্ত ওয়েবসাইটে সংযুক্ত নিয়ম এবং শর্তাদি অনুধাবন করতে
তারিখ : ০৩.০২.২০২৬
স্থান : কলকাতা
সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে কোনও বিতর্কের সৃষ্টি হলে ইংরাজি মাধ্যমকেই সঠিক গণ্য করতে হবে
অনুমোদিত অফিসার
স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email- dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে কৃষ্ণানন্দ সিং কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত।
RNI No. WBBEN/2006/17404, ফোন: ০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল: dailyekdin1@gmail.com সম্পাদক: সন্তোষ কুমার সিং

টার্গেট

মঙ্গলবার • ৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ • পেজ ৮

হসপিটাল ম্যানেজমেন্ট

কোন যোগ্যতায়, কীভাবে আপনি পেশার সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করবেন

হসপিটাল ম্যানেজমেন্ট তথা হাসপাতাল পরিচালন ব্যবস্থা স্বাস্থ্য পরিষেবায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে, যার মধ্যে রোগীর সুস্থতা থেকে সুরক্ষা, আর্থিক বিষয়, সহ হাসপাতালের সব ধরনের কার্যাবলি ও তদারকি এর অন্তর্ভুক্ত। হসপিটাল ম্যানেজমেন্টে বিবিএ ডিগ্রির চাহিদা ছাত্রছাত্রীদের কাছে ক্রমেই বাড়ছে। কর্পোরেট জগতের আকর্ষণীয় বেতন বরাবরই ছাত্রছাত্রীদের পাশাপাশি অভিভাবকদের পছন্দ। পশ্চিমবঙ্গ তথা দেশের অন্যান্য রাজ্যে বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে হসপিটাল ম্যানেজমেন্টে ব্যাচেলর ডিগ্রি করার সুযোগ রয়েছে। এবার আসা যাক হসপিটাল ম্যানেজমেন্টে ব্যাচেলর ডিগ্রি করতে গেলে কী ধরনের শিক্ষাগত যোগ্যতার প্রয়োজন। কোনও ছাত্রছাত্রী যে কোনও বিষয়ে উচ্চমাধ্যমিক পাশ করার পর এই কোর্সে ভর্তির জন্য আবেদন করতে পারে। জাতীয় শিক্ষানীতি (২০২০) অনুযায়ী হসপিটাল ম্যানেজমেন্টে ব্যাচেলর ডিগ্রি সম্পূর্ণ করার জন্য চার বছর সময়সীমা ধার্য করা হয়েছে। এই সময়সীমার মধ্যে ছাত্রছাত্রীদের হসপিটাল ম্যানেজমেন্ট এবং এই সম্পর্কিত অন্যান্য বিষয়গুলির উপর থিওরেটিক্যাল এবং হসপিটাল ট্রেনিংয়ের মাধ্যমে দক্ষ করে তোলা হয়। গ্র্যাজুয়েশন সম্পূর্ণ করার পরেই এই কোর্সে উত্তীর্ণ ছাত্রছাত্রীদের সামনে বিভিন্ন সরকারি হাসপাতাল, বেসরকারি মাল্টিস্পেশ্যালিটি হাসপাতাল, নার্সিংহোমে, বিমা সংস্থা, এনজিও এবং অন্যান্য স্বাস্থ্য পরিষেবা প্রদানকারী সংস্থায় চাকরির সুযোগ থাকে। প্রায় প্রত্যেক শিক্ষা সংস্থাতেই নিয়মিত ক্যাম্পাসিংয়ের ব্যবস্থা থাকে। এই ক্যাম্পাসিংয়ে বিভিন্ন মাল্টিস্পেশ্যালিটি হাসপাতাল, স্বাস্থ্য পরিষেবা প্রদানকারী সংস্থা অংশগ্রহণ করে এবং তাদের প্রয়োজন অনুসারে ছাত্রছাত্রীদের বেছে নেয়। হসপিটাল ম্যানেজমেন্ট কোর্সটি পড়ার সময় ছাত্রছাত্রীদের বিভিন্ন সেমেস্টারে একাধিকবার সরকারি এবং বেসরকারি মাল্টিস্পেশ্যালিটি হাসপাতালে ট্রেনিংয়ের সুযোগ দেওয়া হয়, যা ছাত্রছাত্রীদের হাসপাতাল পরিচালনায় দক্ষ করে তোলে। পরবর্তীতে ছাত্রছাত্রীরা সরকারি অথবা বেসরকারি হাসপাতালের বিভিন্ন বিভাগ, যেমন, ওপিডি, রিসেপশন, পাবলিক রিলেশন, বিলিং, মার্কেটিংয়ে কাজের সুযোগ পায়। এছাড়াও এই কোর্সের ছাত্রছাত্রীরা বিভিন্ন সরকারি হাসপাতালে অ্যাসিস্ট্যান্ট সুপারিনটেনডেন্ট (নন, মেডিক্যাল) পদে, ব্লাডব্যাঙ্ক এবং স্বাস্থ্যকেন্দ্রে চাকরির জন্য আবেদন করতে পারে।

গ্র্যাজুয়েশন সম্পূর্ণ করার পর বেশিরভাগ ছাত্রছাত্রী চাকরির পথ বেছে নিলেও অনেকে আবার উচ্চশিক্ষার পাঠ নেয়। এক্ষেত্রে ছাত্রছাত্রীরা হসপিটাল ম্যানেজমেন্টে স্নাতকোত্তর (এমএইচএ) অথবা অন্যান্য বিষয়ে ম্যানেজমেন্ট কোর্স (এমবিএ)-র পথ বেছে নিতে পারে। স্নাতকোত্তর স্তরে হসপিটাল ম্যানেজমেন্ট সম্পর্কিত অত্যাধুনিক বিষয়গুলি নিয়ে পড়ানো হয় এবং নির্দিষ্ট কোনও অধ্যাপকের অধীনে বিশেষ কোনও বিষয়ের ওপর ডেজারটেশন জমা করতে হয়। পাশাপাশি ছাত্রছাত্রীরা বিভিন্ন সরকারি, বেসরকারি হাসপাতাল বা স্বাস্থ্য সম্পর্কিত সংস্থায় সরাসরি ইন্টার্নশিপের সুযোগ পায়, যা তাদের হাসপাতাল পরিচালনায় দক্ষ করে তোলে এবং চাকরির ক্ষেত্রকে প্রসারিত করে।

হসপিটাল ম্যানেজারদের অবশ্যই নিজেদের ভূমিকায় সফল হতে ভিন্ন প্রয়োজনীয় দক্ষতা প্রশিক্ষণের মাধ্যমে অর্জন করতে হয়। এই দক্ষতাগুলির মধ্যে রয়েছে নেতৃত্ব ও পরিচালনার দক্ষতা, আর্থিক ব্যবস্থাপনা, সিদ্ধান্ত গ্রহণের দক্ষতা, কৌশলগত পরিকল্পনা, বিমা সংক্রান্ত বিষয়, রোগীর উন্নতমানের পরিষেবা এবং নিরাপত্তার দিকটি নিশ্চিত করা, অভিযোগ নিষ্পত্তি, স্বাস্থ্যসেবা বিধি এবং নীতি সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা থাকা এবং সর্বোপরি হসপিটালের সিস্টেম পরিচালনার দক্ষতা। এছাড়াও রোগী ও তার পরিবারের সঙ্গে সুসম্পর্ক গড়ে তোলাও হসপিটাল ম্যানেজারদের কাজের মধ্যেই পড়ে।

বর্তমানে হসপিটাল ম্যানেজারদের ক্ষেত্রে বিশেষ কিছু নতুন দক্ষতা এবং তার বিকাশে নজর দেওয়া হচ্ছে। প্রতিযোগিতামূলক এই দক্ষতাগুলির মধ্যে ডেটা বিশ্লেষণ, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার প্রয়োগ, অত্যাধুনিক প্রযুক্তির প্রয়োগ (রোবটিক সার্জারি), উন্নতমানের স্বাস্থ্য পরিষেবা প্রদান এবং প্রশিক্ষণ সম্পর্কিত অত্যাধুনিক জ্ঞান অর্জন অন্তর্ভুক্ত।

হসপিটাল ম্যানেজমেন্টে স্নাতক বা স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করার পর ছাত্রছাত্রীরা স্বল্প পরিসরে নিজস্ব উদ্যোগে ব্যবসার চেষ্টা করতে পারে। এক্ষেত্রে মেডিক্যাল ট্যুরিজম, টেলিমেডিসিন, এনজিও, হেল্‌থকেয়ার কনসালটেন্সি প্ল্যানিং এবং হসপিটাল প্ল্যানিং প্রভৃতি ক্ষেত্রে আকর্ষণীয় কেরিয়ার গড়ে তোলার সুযোগ থাকে।

অন্যদিকে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি সম্পূর্ণ করার পর ছাত্রছাত্রীরা ইউজিসি পরিচালিত 'নেট' বা 'সেট' প্রভৃতি পরীক্ষার মাধ্যমে ম্যানেজমেন্ট বিষয়ে গবেষণার সুযোগ পেতে পারে। নেট উত্তীর্ণ প্রার্থীরা গবেষণা চলার সময় ফেলোশিপ পায়। এছাড়াও নেট বা সেট উত্তীর্ণ প্রার্থীরা বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর পদে চাকরির জন্য আবেদন জানাতে পারে।

হসপিটাল ম্যানেজমেন্টকে পুঁথিগত ভাষায় হাসপাতাল পরিচালন ব্যবস্থাপনা বলা যেতে পারে। শুধুমাত্র কোনও হাসপাতাল বা স্বাস্থ্য পরিষেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান নয়, বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, বিমা প্রতিষ্ঠান বা স্বাস্থ্য উন্নয়নমূলক সংস্থাগুলিতে হসপিটাল ম্যানেজমেন্টের ছাত্রছাত্রীরা বিশেষ গুরুত্ব পায়। এই সকল সংস্থায় কর্মীদের কার্য পরিচালনা, পরিষেবার উন্নতি, কর্মী প্রশিক্ষণ, রোগী ও তার পরিবারের সঙ্গে সুসম্পর্ক গড়ে তোলা এবং সর্বোপরি প্রতিষ্ঠানকে উন্নতির পথে এগিয়ে নিয়ে যাওয়াই হল হসপিটাল ম্যানেজারদের অন্যতম দায়িত্ব।

বর্তমানে মানুষজন অনেকটাই স্বাস্থ্য সচেতন। তাই সাধারণ হেল্‌থ চেকআপ থেকে শুরু করে বিভিন্ন জটিল রোগের চিকিৎসার জন্য মানুষ এখন সরকারি ও বেসরকারি স্বাস্থ্য পরিষেবা কেন্দ্রের ওপর অনেকটাই নির্ভরশীল। এই সকল স্বাস্থ্য পরিষেবা প্রদানকারী সংস্থার পরিচালনার দায়িত্বে রয়েছেন হসপিটাল ম্যানেজমেন্ট ডিগ্রি করা সুদক্ষ ছাত্রছাত্রীরা। তাই হসপিটাল ম্যানেজমেন্ট কোর্সের চাহিদা এখন ঊর্ধ্বমুখী এবং এই বিষয়টি নিয়ে পড়াশোনা করার পর ছাত্রছাত্রীদের সামনে এক উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ অপেক্ষা করে রয়েছে।

নয়া আয়কর আইন: কর ফাঁকিতে জরিমানা দিলেই শাস্তি মকুব, কী কী সুবিধার ঘোষণা?

নয়া আয়কর আইন কার্যকর হচ্ছে চলচি বছরের ১লা এপ্রিল থেকে। রবিবার বাজেট বক্তৃতায় তা ঘোষণা করেছেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী। নির্মলা সীতারমনের ঘোষণা অনুসারে, আয়কর রিটার্নের সময়সীমা বাড়িয়ে ৩১ জুলাই করা হয়েছে। এতে সাধারণ মানুষের কর জমা দিতে সুবিধা হবে বলে মনে করা হচ্ছে। এছাড়াও জানানো হয়েছে যে, কর ফাঁকিতে শাস্তির নয়, জরিমানা দিলেই মিলবে ছাড়।

বাজেট ভাষণের ঘোষণা মোতাবেক, ছোটমাপের আয়কর ফাঁকিতে এবার শুধুই জরিমানা দিলে চলবে। ছোট অঙ্কের কর ফাঁকিতে জেলের বদলে অতিরিক্ত ১০ শতাংশ জরিমানা দিলেই হবে।

নির্মলা সীতারমণ বাজেট ভাষণে বলেছেন, নতুন আয়কর আইন ১লা এপ্রিল, ২০২৬ থেকে কার্যকর হবে। বাজেটে শিক্ষা ও চিকিৎসার জন্য টিসিএস-এর হার পাঁচ শতাংশ থেকে কমিয়ে দুই শতাংশ করার প্রস্তাব দেওয়া হল।

বাজেটে ঘোষণা

- আয়করের রিটার্ন জমা করার সময় ৩১ ডিসেম্বর থেকে বাড়িয়ে ৩১ মার্চ করা হচ্ছে। এর জন্য ন্যূনতম ফি দিতে হবে।

ট্যাক্স রিটার্নের নিয়মেও ছাড়। যারা আইটিআর-১, আইটিআর-২ জমা দেন, তারা ৩১ জুলাই পর্যন্ত জমা দিতে পারবেন। নন-অডিট বিজনেস বা ট্রাস্ট ৩১ অগস্ট পর্যন্ত জমা দিতে পারবেন।

- করদাতাদের সুবিধার্থে আয়কর আইনের ফর্ম ১৫জি বা ফর্ম ১৫এইচ গ্রহণ করা হবে।
- অনাবাসী বা বিদেশিরা যদি স্থাবর সম্পত্তি বিক্রি করেন, তবে তাতে টিডিএসে ছাড় দেওয়া হবে। যে নাগরিক বা বাসিন্দা কিনবেন, তাদের প্যান ভিত্তিক চালানের মাধ্যমে জমা দেওয়া যাবে, টেম্পোরারি অ্যাকাউন্টিং নম্বর বা ট্যানের প্রয়োজন পড়বে না।
- পড়ুয়া, কর্মীদের, অনাবাসীদের জন্য এককালীন ৬ মাসের 'ফরেন অ্যাসেট ডিসক্লোজার স্কিম' ঘোষণা। দুই ধরনের করদাতাদের জন্য এই সুবিধা দেওয়া হবে। প্রথম, যারা ওভারসিজ আয় ডিসক্লোজ করেননি। দ্বিতীয়, যারা ওভারসিজ আয় ডিসক্লোজ করেছেন, কর দিয়েছেন, কিন্তু অ্যাসেট ডিসক্লোজ করেননি।

প্রথম শ্রেণির জন্য ১ কোটি টাকা পর্যন্ত আনডিসক্লোজড অ্যাসেটের জন্য সম্পত্তির মূল্যের ৩০ শতাংশ বা আনডিসক্লোজড অ্যাসেটের ৩০ শতাংশ দিতে হবে আয়কর বাবদ এবং আলাদাভাবে ৩০ শতাংশ আয়কর জরিমানা বাবদ দিলে কোনও শাস্তি হবে না।

- দ্বিতীয় শ্রেণিতে ৫ কোটি টাকা পর্যন্ত সম্পত্তিতে জরিমানা ও শাস্তি থেকে বাঁচতে ১ লক্ষ টাকা দিতে হবে।

ভুলেও এসব করবেন না, কোটি কোটি হোয়াটসঅ্যাপ ব্যবহারকারীদের সতর্ক বার্তা রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার

ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অর্থাৎ আরবিআই দেশবাসীর জন্য একটি সতর্কতা জারি করেছে। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক সব ব্যাঙ্কের গ্রাহকদের একটি টেক্সট বার্তা পাঠিয়ে সতর্ক থাকতে বলছে। এই সতর্কতা বিশেষ করে যাঁরা হোয়াটসঅ্যাপ ব্যবহারকারী তাঁদের জন্য। দেশে সাইবার জালিয়াতির ঘটনা দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে। কেন্দ্রীয় সরকারের পাশাপাশি, সব রাজ্য সরকারও সাইবার জালিয়াতির ঘটনা রোধে তাদের সামর্থ্য অনুযায়ী সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালাচ্ছে। কিন্তু, প্রত্যেকে সচেতন না হলে সাইবার জালিয়াতির ঘটনা কমবে না।

ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক সতর্কবার্তায় কী বলেছে?

সাইবার অপরাধকারীরা ক্রমাগত নতুন নতুন উপায়ে মানুষকে প্রতারণা করছে। এই পর্বে, ডিজিটাল গ্রেপ্তারের অনেক ঘটনাও সামনে আসছে। ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ডিজিটাল গ্রেপ্তার থেকে

সতর্ক থাকার আবেদন জানিয়ে জনগণকে সতর্ক করেছে। রিজার্ভ ব্যাঙ্কের বার্তায় উল্লেখ, 'আপনাদের কি ডিজিটাল গ্রেপ্তারের হুমকি দেওয়া হচ্ছে? আইনে ডিজিটাল গ্রেপ্তারের মতো কিছুই নেই। ব্যক্তিগত বা আর্থিক তথ্য শেয়ার করবেন না বা অর্থ দেবেন না। সাহায্যের জন্য ১৯৩০ নম্বরে কল করুন।' প্রতারকরা হোয়াটসঅ্যাপে লোকজনকে ভিডিও কল করছে এবং ডিজিটাল গ্রেপ্তারের হুমকি দিয়ে তাঁদের কাছ থেকে বিপুল পরিমাণ অর্থ আদায় করছে। ডিজিটাল গ্রেপ্তারের মতো অপরাধের কারণে মানুষ কেবল কোটি কোটি টাকাই খোয়াচ্ছেন না, আতঙ্কের কারণে কিছু লোক প্রাণও হারিয়েছেন। আরবিআই স্পষ্টভাবে জানিয়েছে যে, ভারতের আইনে ডিজিটাল গ্রেপ্তার বলে কিছু নেই। যদি কেউ কাউকে হোয়াটসঅ্যাপ বা অন্য কোনও ভিডিও কল অ্যাপ্লিকেশনে কল করে ডিজিটালভাবে গ্রেপ্তারের হুমকি দেয়, তাহলে প্রথমে তাঁর ফোনটি সংযোগ বিচ্ছিন্ন করুন এবং সাইবার অপরাধের কেন্দ্রীয় হেল্পলাইন নম্বর ১৯৩০-এ কল করুন ও সম্পূর্ণ তথ্য দিন।

পাহাড়ের মতো উচ্চতায় উঠে কমছে সোনা-রুপোর দাম

বিশ্ব অর্থনীতিতে এক ঐতিহাসিক পরিবর্তনের সাক্ষী থাকছে ২০২৬ সাল। সাধারণ মানুষের সঞ্চয় আর আস্থার প্রতীক সোনা ও রুপোর দাম পৌঁছেছে এক অভাবনীয় উচ্চতায়। বাজারের সর্বশেষ তথ্য অনুযায়ী, সোনার দাম প্রতি ১০ গ্রামে দেড় লক্ষ টাকা এবং রুপোর দাম প্রতি কেজিতে তিন লক্ষ টাকার গণ্ডি ছাড়িয়ে গেছে। বিশ্বজুড়ে চলা ভূ-রাজনৈতিক টানাপোড়েন এবং ডলারের প্রতি ক্রমশ কমতে থাকা আস্থা; এই দুইয়ের প্রভাবেই মূল্যবান এই ধাতু দুটির দাম এখন রকেট গতিতে ঊর্ধ্বমুখী। ঠিক কী কী কারণে এই নজিরবিহীন পরিস্থিতি তৈরি হলো, তার বিশ্লেষণ নিচে দেওয়া হলো

১. বিশ্বজুড়ে বিভিন্ন ভূ-রাজনৈতিক অস্থিরতা এবং মূলত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দিক থেকেও ভূ-রাজনৈতিক অস্থিরতার কারণে, ডলার রিজার্ভের উপর বিশ্ব আর আগের মতো আস্থা পাচ্ছে না।

২. রাশিয়া ও ইউক্রেন যুদ্ধের কারণে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক রাশিয়ান ডলারের রিজার্ভ অবরুদ্ধ করা ছিল এই দাম বাড়ার মূল ট্রিগার পয়েন্ট।

৩. ভারত, চীন সহ বিশ্বের আরও অনেক দেশগুলি বুঝতে পারে যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ডলারকে অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করছে। যদি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দেখানো পথ অনুসরণ না করা বা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাথে কোনও বড় সংঘর্ষ ঘটে, তবে তা খুবই বিপজ্জনক হবে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তাদেরও ডলার রিজার্ভ ব্লক করে দিতে পারে।

৪. এছাড়াও আমেরিকার বিশাল ঋণ রয়েছে যা প্রায় ৩০ ট্রিলিয়ন ডলার। এটি তাদের জিডিপির প্রায় ১২৫ শতাংশ। আমেরিকা যদি সেই ঋণ পরিশোধ করতে না পারে তাহলে আমেরিকার অর্থনীতি ভেঙে পড়তে পারে। ফলস্বরূপ ডলারের মূল্য আরও খারাপ হতে পারে। তাই যেসব দেশ ডলারকে রিজার্ভ হিসেবে জমা করে, তাদের জন্য এখন রিজার্ভ হিসেবে সোনা জমা করাই যুক্তিসম্মত।

৫. ভারত, চীনের মতো দেশগুলি সোনার রিজার্ভ ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি করছে। ২০২৬ সালের জানুয়ারি পর্যন্ত, কৌশলগত ক্রয়ের মাধ্যমে ভারতের স্বর্ণের রিজার্ভের মূল্য প্রায় ১১৭.৪৫ বিলিয়ন ডলারে পৌঁছেছে। ফলস্বরূপ, সোনার দাম ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে।

৬. নিরাপদ আশ্রয়স্থল সম্পদের

জোরালো চাহিদার কারণে রুপোর দামের বৃদ্ধি হচ্ছে। বিশ্বব্যাপী উত্তেজনা, শুল্ক উদ্বেগ এবং মার্কিন নীতির অনিশ্চয়তার কারণে বিনিয়োগকারীরা প্রতিক্রিয়া জানাচ্ছেন। রুপো সরবরাহের ঘাটতি এবং পরিশোধন সীমারও মুখোমুখি হচ্ছে।

৭. আজকাল বৈদ্যুতিক যানবাহনের জন্য ঐতিহ্যবাহী যানবাহন শিল্পের তুলনায় চারগুণ বেশি রুপোর প্রয়োজন। এছাড়াও কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার সাথে সম্পর্কিত ডেটা সেন্টারগুলির দ্বারা আংশিকভাবে জ্বালানি হিসাবে বিদ্যুতের চাহিদা বৃদ্ধিও রুপোর দাম বৃদ্ধি কে সমর্থন করছে।

৮. আরও উল্লেখযোগ্যভাবে, চীন বিশ্বের প্রায় ৬০-৭০ শতাংশ পরিশোধিত রুপো নিয়ন্ত্রণ করে, যা শিল্প, সৌর এবং ইলেকট্রনিক্স অ্যাপ্লিকেশনের জন্য অপরিহার্য এবং ২০২৬ সালের জানুয়ারি থেকে রুপো রপ্তানিতে আংশিক নিষেধাজ্ঞা আরোপ করছে।

৯. এছাড়াও ২০২৫-২০২৬ সালে, কিছু দেশ বিশেষ করে রাশিয়া, ভারত এবং সৌদি আরব - কৌশলগত, বৈচিত্র্যময় সম্পদ হিসাবে রুপো সংগ্রহে নতুন করে আগ্রহ দেখিয়েছে, কখনও কখনও ETF-এর মাধ্যমে।

১০. এই সমস্ত কারণগুলি রুপোকে রকেট গতিতে উপরে ঠেলে দিচ্ছে। গত এক বছরে রুপোর দাম প্রায় ২০০ শতাংশ বেড়েছে।

১১. বিনিয়োগের দিক থেকে বিনিয়োগকারীদের সতর্ক থাকা উচিত কারণ খুব অল্প সময়ের মধ্যেই সোনা ও রুপোর দাম ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পায়। তাই যদি কোনও পতন হয় তবে তা উল্লেখযোগ্য হবে। লম্প সাম বিনিয়োগের চেয়ে SIP রুটের মাধ্যমে বিনিয়োগ করা ভালো। ঐতিহাসিকভাবে সোনা, রুপোর তুলনায় তুলনামূলকভাবে বেশি স্থিতিশীল কারণ রুপো সাধারণত প্রচুর পরিমাণে অস্থির থাকে।

১২. সুতরাং বিনিয়োগ করার আগে এক্সপার্ট এর কাছে থেকে পরামর্শ নিয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়াটাই যুক্তিসম্মত।

১৩. সোনা এবং রুপোতে বিনিয়োগ করা যেতে পারে ফিজিক্যাল ক্রয়ের মাধ্যমে অথবা ETF ক্রয়ের মাধ্যমে। এছাড়া গোল্ড এন্ড সিলভার এর মিউচুয়াল ফান্ড এর দ্বারাও বিনিয়োগ করা যেতে পারে।

বর্তমান পরিস্থিতিতে সোনা ও রুপোর এই ঊর্ধ্বগতি বিনিয়োগকারীদের জন্য যেমন লাভের সুযোগ এনেছে, তেমনি তৈরি করেছে বড় ঝুঁকিও। বাজার যখন রেকর্ড উচ্চতায় থাকে, তখন আবেগের বশবর্তী হয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া বিপজ্জনক হতে পারে। তাই এই উত্তাল বাজারে পা বাড়ানোর আগে একজন অভিজ্ঞ আর্থিক বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নিয়ে তবেই বিনিয়োগের সিদ্ধান্ত নেওয়া সবথেকে যুক্তিসম্মত।